সূচীপত্র

মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘শীঘ্রই পরিস্থিতি এমন হবে যে, একজন ব্যক্তির কাছে স্বীয় ঘোড়ার রশি সমপরিমাণ (সামান্য) ভূখণ্ড সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সবকিছু থেকে অধিক মূল্যবান হবে, যেখান থেকে সে বায়তুল মাক্বদিস দেখতে পাবে’ *(হাকেম, ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১৭৯)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٤٧، عدد : ٣، جُمادى الأولى وجُمادى الآخرة ١٤٤٥هـ/ ديسمبر ٢٠٢٣م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : বায়তুল মাক্বদিস, যেরুযালেম, ফিলিস্তীন। পূর্বতন সকল নবী-রাসূলের ক্বিবলা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজের স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীনতম এই মসজিদটি কা'বাগৃহ স্থাপিত হওয়ার ৪০ বছর পর নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে ইবরাহীম (আঃ) ও তৎপরবর্তী কয়েকজন নবী মসজিদটি সংস্কার করেন।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড' রাজশাহীর অধিভুক্ত উন্নত চরিত্র গঠনে অনন্য প্রতিষ্ঠান

মারকাযুস্ সুন্নাহ আস-সালাফী

বালক শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার), বালিকা শাখা (অনাবাসিক/ডে-কেয়ার)

হাউজ # ৪৪, রোড # ৪০৫/২২১, সেক্টর # ০৫, দড়িগুতিয়াব, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩, রবিবার, সকাল ১০-টা।
ভর্তি : ১লা জানুয়ারী হ'তে ৭ই জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত।
ক্লাস শুরু : ৮ই জানুয়ারী ২০২৪, সোমবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

১. শিক্ষার্থীদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে চরিত্রবান ও সুন্নাতের পাবন্দ হিসাবে গড়ে তোলা।
২. আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত আবাসন ও রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা।
৩. ৫ম শ্রেণী থেকেই কম্পিউটার ক্লাসের সুব্যবস্থা।
৪. হিফয বিভাগে প্রতি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ১২-১৫ জন শিক্ষার্থী।

বিভাগ সমূহ

১। হিফযুল কুরআন বিভাগ : মক্তব, নাযেরাহ ও হিফয।
২। আরবী ও সাধারণ শিক্ষা সমন্বিত বিভাগ : শিশু শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী (মুতাওয়াসসিত্বা ছানিয়াহ বা মিশকাত উলা) পর্যন্ত।
৩। মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত (বালিকা শাখা)।

বিঃ দ্রঃ ৮ম শ্রেণী ও ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি ফি ৫০% ছাড় (সীমিত সময় ও আসনের জন্য)।

৫. অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা আরবী-ইংরেজী কথোপকথন শেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা।
৬. আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান।
৭. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৮. নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।
৯. অনাবাসিক ছাত্রদের পরিবহণ ব্যবস্থা।
১০. মাদ্রাসার ইউনিফর্ম (ড্রেস) ও আইডি কার্ড সরবরাহ।
১১. সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

যোগাযোগ : (১) ঢাকা কুড়িল বিশ্বরোড থেকে কাঞ্চন ব্রীজ। ভুলতা-গাউছিয়া থেকে কাঞ্চন ব্রীজ। অতঃপর রিক্সাযোগে পূর্বাচল নতুন শহর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার পশ্চিমে। (২) গাযীপুর বাইপাস থেকে সিএনজি যোগে বাণিজ্য মেলার পশ্চিমে।
মোবা : ০১৩০০-৮০১০৪৬, ০১৯৭৮-৮০১০৪৬, E-mail : markazussunnahassalafi@gmail.com (fb : http://surl.li/ngyui)

তাজুল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

সব ধরনের মেকানিক্যাল কাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোপ্রাইটর ও স্পেশালিস্ট মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

- এখানে সব ধরনের প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ড ও ব্লুমোল্ড ডাইস তৈরি ও মেরামত করা হয়। গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল রোলিং মিল সহ সকল প্রকার মেশিনারী এক্সেসরিজ ও পার্টস তৈরি ও মেরামত করা হয়।
- 4 Axis CNC ও EDM ইলেকট্রিক ডিসচার্জ মেশিন দ্বারা যে কোন লোহার প্লেটের মধ্যে খোদাই করে ডিজাইন এবং লোগোর এমবুশ-ডিবুশের ছাচ কিংবা ডাইস তৈরি সহ সকল প্রকার হাই প্রেসিশোন গিয়ারবক্স পিনিয়ন নতুন তৈরি করে হার্ডেনিং ও হীট ট্রিটমেন্ট করা হয়।

"Metal Hardness Testing Machine"

"Plastic Injection Mould"

যোগাযোগ : হোল্ডিং নং ৪৮২, মতিয়ার পুল, কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৭৫-৮৬৪৬৭৮, Email: mstewctg@mail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ ১৪৪৫ হি.
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩০ বাং
ডিসেম্বর ২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২
◆ **প্রবন্ধ :**
▶ সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ *(২য় কিস্তি)* ০৩
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
▶ মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা *(৩য় কিস্তি)* ০৯
-ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর
▶ বায়তুল মাক্বদিস মুসলমানদের নিকটে কেন এত গুরুত্ববহ? ১৪
- ড. মুখতারুল ইসলাম
▶ ইলম অন্বেষণ ও শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৯
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
▶ কিভাবে ইবাদতের জন্য অবসর হব? ২২
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
◆ **বিজ্ঞানচিন্তা :** ৩০
▶ আল-কুরআনে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পানি ও সূর্যের তরঙ্গচক্র
-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
◆ **হাদীছের গল্প :** ৩৩
▶ জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ)-এর উটের ঘটনা
মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
◆ **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৪
◆ **স্বাস্থ্যকথা :** ৩৫
▶ সন্ধ্যা ৭-টার মধ্যে রাতের খাবার খাবেন যে কারণে
▶ সকালের নাশতায় ফল খাওয়ার সুফল
◆ **ক্ষেত-খামার :** ৩৬
▶ মুক্তা চাষে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন নওগাঁর কবীর হোসাইন
▶ সাড়া ফেলেছে ডালি পদ্ধতিতে ফসল চাষ
◆ **কবিতা :** ৩৭
▶ জীবন যাপন ▶ শিশুর মত কর হেফাযত
◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৯
◆ **মুসলিম জাহান** ৪০
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪২
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

www.at-tahreek.com

হানাহানি কাম্য নয়

আগামী ৭ই জানুয়ারী ২০২৪ রবিবার বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারী থেকে প্রায় ১৫ বছর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই সরকারী ও বিরোধী দলের হানাহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উভয় দলের ক্যাডাররাই এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করছে। তারা মরছে ও মারছে। কেন মরছে ও কেন মারছে কোনটাই তারা জানে না। দল জিতলে তারা হয়ত কিছু দুনিয়াবী সুবিধা পাবে। বিরোধী দল কিছুই পাবে না। বরং রাস্তা-ঘাটে বেঘোরে প্রাণ দিবে। তাদের নির্দোষ পরিবার আক্রান্ত হবে। যেল-যুলুম ভোগ করবে। এমনকি গুম-খুন বা নিখোঁজ হওয়াটাই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে থাকবে। ইতিপূর্বে ছিল অজ্ঞাত আসামী করে নিরীহ মানুষের নামে পুলিশের দেওয়া 'গায়েবী মামলা'। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ৪ বছর আগে মারা যাওয়া, ৮ বা ১০ বছর আগে গুম হওয়া লোকদেরকে নিম্ন আদালতে কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বে যার কোন নযীর নেই' *(ইনকিলাব ২২.১১.২৩. ২য় পৃ.)*। তাহ'লে দেশে কি কারু ভিন্নমতের সুযোগ থাকবে না? লাখো মানুষের রক্তে গড়া স্বাধীন বাংলাদেশের কি এটাই নিয়তি যে, কেউ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবে না? স্বাধীনভাবে তার চিন্তা অনুযায়ী কাজ করতে পারবে না? ভোট ও ভাতের অধিকারের কথা শুনছি কয়েক যুগ থেকে। কিন্তু আদৌ কি তা কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে? বরং ভোটকে সবাই এড়াতে চায়। কেননা কেউ কালার্ড হ'তে চায় না। তাছাড়া টাকার বিনিময়ে কিছু নিরীহ নারী-পুরুষকে ভোটকেন্দ্রে এনে লাইন করে একটা ফটো তুলতে পারলেই কেল্লা ফতে। এবারের নির্বাচনে বিদেশীদের দৌড়-ঝাঁপ খুব বেশী দেখা যাচ্ছে। তাদের এত দরদ কেন? জনগণের কল্যাণের জন্য, নাকি তাদের ভূ-রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ হাছিলের জন্য?

একদিন হরতালে দেশের গড়ে ৬ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। কথিত নেতারাই জনগণের এই ক্ষতি করছেন। আবার তারাই জনগণের ও জনকল্যাণের প্রতিভূ বলে নিজেদেরকে মনে করেন। তারা নিজেদেরকে জননেতা বলেন। অথচ তারা একা রাস্তায় বেরোলে সাধারণ জনগণ তাদের চিনবে কি না সন্দেহ। এমনকি একটি জাতীয় পত্রিকার মন্তব্য অনুযায়ী বিদেশকে হুমকিদাতা এমন অনেক ক্ষুদ্র জোট নেতা আছেন, যারা ইউনিয়ন কাউন্সিল ইলেকশনে মেম্বার পদে দাঁড়ালেও পাশ করবেন না। তারাই এখন দেশের নীতি নির্ধারক। এরাই শিক্ষা ব্যবস্থায় 'বানরবাদ' চালু করেছে। বাচ্চাদের বানরের বংশধর বলে শিখতে বাধ্য করছে। আন্তর্জাতিক ইহূদী-নাছারা চক্র ও অমুসলিমদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে কাজ করাই যেন আমাদের নেতাদের প্রধান দায়িত্ব। অথচ দেশবাসী মুসলমান। তাদের নিকট অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ রয়েছে। যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ বিধান মওজুদ রয়েছে। যা প্রতিষ্ঠা করাই মুসলিম নেতাদের কর্তব্য ছিল। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে আল্লাহভীরু জ্ঞানীদের পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাই মাত্র শান্তির পথ। যে ব্যক্তি ইসলামের দেখানো শান্তিপথের বাইরে অন্য কোন পথ তালাশ করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিগত ৫২ বছর ধরে আমরা কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই চলেছি। এর কি কোন শেষ নেই? নেতা হন দলের। সরকার হয় দেশের। কিন্তু এদেশে দল ও সরকার প্রধান একই ব্যক্তি। যারা এযাবৎ ছোট্ট দ্বীপ দেশ সিঙ্গাপুরের ন্যায় নিজ দেশে একটা উন্নতমানের হাসপাতালও গড়ে তুলতে পারেননি। তাই দেখা যায়, নেতাদের সর্দি লাগলেও ছোটেন সিঙ্গাপুরে সরকারী পয়সায়।

নেতাদের রক্তচক্ষু ও হম্বিতম্বি দেখে তরুণ প্রজন্ম রাজনীতি নিয়ে হতাশ। তারা এখন বিদেশে গিয়ে স্বস্তি লাভ করতে চায়। এটাই যদি হয় বাস্তবতা, তাহ'লে দেশ কি অবশেষে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধায় ভরে যাবে? নেতাদের অবশ্যই এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। রাস্তা কোন দলের নয়। এটি সবার। অথচ হরতাল-অবরোধের নামে সেখানে নির্বিঘ্নে মানুষ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। নিজেরা মানুষ হত্যা করে ও গাড়ী পুড়িয়ে পরদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ হরতাল পালন করেছে বলে তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়ার অন্যায় রীতি বন্ধ করুন। কর্মহীন ও ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি এগুলি তাচ্ছিল্য বৈ কিছুই নয়। অতএব আগে সিদ্ধান্ত নিন মানুষ কি মানুষের দাসত্ব করবে? না কি আল্লাহ্র দাসত্ব করবে? না, মানুষের স্বভাবধর্ম এটাই যে, সে সর্বদা আল্লাহ্র দাসত্ব করবে এবং তার দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার কায়েমে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। অতএব মুসলমান হিসাবে আমাদের কাম্য হবে খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সমূহ বাস্তবায়ন করা। এর বাইরে রাজনৈতিক হানাহানি ও সামাজিক অস্থিরতা বন্ধের কোন পথ খোলা নেই।

সমস্ত দল 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবনপাত করছে। অথচ গণতন্ত্রের 'সোনার পাথর বাটি' যে কি বস্তু এবং এর দ্বারা তারা কোন গণতন্ত্র বুঝান, সেটা তারা বলেন না। আমেরিকার গণতন্ত্র? তা তো কেবল পুঁজিপতিদের নেতৃত্বের লড়াই। সে লড়াইয়ে সেদেশের ৯৯% সাধারণ মানুষ নিষ্পিষ্ট। ধর্ম ও বর্ণ বিদ্বেষ যেখানে প্রকাশ্য। সেখানকার 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' (কৃষ্ণাঙ্গরাও মানুষ) আন্দোলন তো অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। ২০২০ সালের ২৫শে মে জর্জ ফ্লয়েড নামক ৪৬ বছরের এক কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানকে প্রকাশ্য দিনমানে রাস্তার উপর ফেলে তার গলায় হাঁটু দিয়ে সাড়ে ৯ মিনিট চেপে ধরে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ যে নিষ্ঠুর বর্ণ বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে, বিশ্বে তার কোন নযীর নেই। অথচ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস বেলালকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবীর সর্বাধিক সম্মানিত কা'বাগৃহের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। তার মত অসংখ্য নির্যাতিত মানুষ ইসলামী সাম্যের অধীনে মানবতার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছিল। যদি বলা হয় যুক্তরাজ্যের বা জাপানের গণতন্ত্র। তবে তা তো সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। যদি বলা হয় চীনের গণতন্ত্র। তাহ'লে তো সেটি ১৪৪ কোটি জনসংখ্যার বিশাল দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির এক দলীয় শাসনের দেশ। যা মাত্র ২৩০০ প্রতিনিধির ৭ সদস্য বিশিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক পরিচালিত। যা অবশেষে আজীবন প্রেসিডেন্ট পদে বরিত শি জিনপিং-এর একচ্ছত্র শাসনে শৃংখলিত। যেদেশের উইঘুর মুসলিমরা সর্বদা নির্যাতিত। যদি বলা হয় রাশিয়ার গণতন্ত্র। তাহ'লে সেটাও তো চীনের ন্যায় একদলীয় লৌহ শাসনে পিষ্ট। ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি ভ্লাদিমির পুতিন শীর্ষ পদে আছেন এবং চীনের প্রেসিডেন্টের ন্যায় বর্তমানে তিনিও আজীবন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে আছেন। যদি বলেন, ভারতের গণতন্ত্র। তবে তা তো একটি হিন্দুত্ববাদী সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী দেশ। যার প্রতিক্রিয়ায় সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে তাদের পরাজয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মানুষ উল্লসিত। এক্ষণে প্রশ্ন, বাংলাদেশী নেতারা কোন গণতন্ত্র চান? ইসলামপন্থীরাও ক্ষমতার লোভে ছুটছেন গণতন্ত্রের পথে। অথচ এটি পুরা শিরকী তন্ত্র। যেখানে আল্লাহকে ছেড়ে মানুষ পূজা অবশ্যম্ভাবী। অতএব ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে নয়, দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাজনীতি হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে জনগণের কল্যাণ নিহিত রয়েছে কেবলমাত্র ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের মধ্যে। যার কারণে ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ১০ বছরের খেলাফতকালে যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার খুঁজে পাওয়া যেত না। বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সে পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(২য় কিস্তি)

(২) আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান : এটি আল্লাহ সম্পর্কে আরেকটি ভ্রান্ত আক্বীদা। ছূফীরা 'যত কল্লা তত আল্লাহ'তে বিশ্বাসী। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ রয়েছে। তাদের মতে আল্লাহ সবসময় সর্বত্র হাযির থাকেন। এক পর্যায়ে এরা 'ফানাফিল্লাহ' হয়ে নিজের মধ্যেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব খুঁজে ফিরে এবং বলে, 'আনাল্লাহ' অর্থাৎ আমিই আল্লাহ। *নাঊযুবিল্লাহ*।

উক্ত বিষয়ে সঠিক আক্বীদা হচ্ছে আল্লাহ আরশে সমুন্নত। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন, বরং তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি আরশ থেকেই কুল কায়েনাতের সবকিছু দেখেন, শুনেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়ে না *(আন'আম ৬/৫৯)*। মহান আল্লাহ তাঁর অবস্থান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى– 'রহমান আরশে উন্নীত' *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। তিনি বলেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে উন্নীত হয়েছেন' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*।

তিনি আরো বলেন, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ– 'তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না? যখন তা হঠাৎ প্রকম্পিত হবে। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন না? আর তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী' *(মুলক ৬৭/১৬-১৭)*। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্র অবস্থান আসমানে তথা আরশে নির্দেশ করেছেন।

এতদ্ব্যতীত হাদীছে উল্লেখ আছে- আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِى غَلَبَتْ غَضَبِى– 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তাঁর কাছে আরশের উপর রক্ষিত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন- অবশ্যই আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে'।[১]

একই রাবী হ'তে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ– 'আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রত্যেক রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। (এ সময়ে) তিনি বলেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছ আমার নিকটে কিছু চাইবে, আমি তাকে প্রদান করব। কে আছ আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[২]

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ– 'দয়াশীলের উপর দয়াময় দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানের অধিবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন'।[৩]

উপরোক্ত দলীলসমূহের আলোকে একথা স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত। সেখান থেকে তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর সত্তা নয়, বরং তাঁর শক্তি ও জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পার যে, ভর দুপুরে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন আকাশে সূর্যকিরণ যেভাবে যমীনে পতিত হয়, সেসময়ে হাযারো পাত্রে পানি রাখা হ'লে প্রত্যেক পাত্রের মধ্যে যেমন আস্ত সূর্য দেখা যায়, তেমনি বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহও তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। বিদ'আতী আক্বীদাপুষ্ট একশ্রেণীর আলেম ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের আক্বীদা হচ্ছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, যা সর্বৈব ভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ আক্বীদার পরিপন্থী।

উল্লেখ্য যে, অদৃশ্য বিষয় বা গায়েব সম্পর্কে বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করাটাই ঈমানের দাবী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রশ্নাতীতভাবে হুবহু তা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) আল্লাহ্র আরশে অবস্থান সম্পর্কে বলেন যে, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمانُ به واجب والسؤالُ عنه بدعة 'আল্লাহ আরশে আছেন এ কথা সুবিদিত, কিন্তু তাঁর কায়ফিয়াত বা অবস্থা অবিদিত। এর উপরে ঈমান আনা হচ্ছে ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে বিদ'আত'।[৪] অর্থাৎ মহান আল্লাহ আরশে কিভাবে আছেন? এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। কেননা এটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য বিষয়। কুরআন-হাদীছে এ বিষয়ে যতটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তার উপরেই ঈমান আনতে হবে।

১. *বুখারী হা/৩১৯৪ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৩৬৪ 'দো'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ।*

২. *বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩ 'ছালাত' অধ্যায়।*
৩. *আবূদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৯।*
৪. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/১৩৮।*

www.at-tahreek.com

(খ) রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা :

আক্বীদার ক্ষেত্রে সীমালংঘনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা। তিনি সকল নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বকনিষ্ট হ'লেও মর্যাদায় সবার উপরে। হাশরের ময়দানে উম্মতের জন্য সুফারিশ করার ক্ষমতা হবে একমাত্র তাঁর। তিনি সেদিন উম্মতের নাজাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় পড়ে যাবেন।[৫] তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর আগে অন্য কারো জন্য জান্নাতের খাযেন বা দ্বাররক্ষী দরজা খুলবেন না।[৬] এগুলো তাঁর মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ দিক। যা বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এমন সব ভ্রান্ত ও উদ্ভট কিছু আক্বীদা সমাজে চালু আছে, যেগুলির কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। যা স্রেফ বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন বৈ কিছুই নয়। এরকম কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা ও তার বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

(১) রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী : রাসূল (ছাঃ) মাটির তৈরী, নাকি নূরের তৈরী এই বিতর্কের আগে তিনি আদম সন্তান কি-না সেটা ভাবা প্রয়োজন। কুরআনুল কারীমের বিবরণ অনুযায়ী আমরা জানি যে, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হচ্ছেন আদম (আঃ)। অতঃপর তাঁর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর সঙ্গিনী হাওয়া (আঃ)-কে। এরপর আদম ও হাওয়া থেকে সকল নর-নারীকে *(নিসা ৪/১; হুজুরাত ৪৯/১৩)*। সে অর্থে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ আদম সন্তান। সেকারণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে আল্লাহ 'বনু আদম' বা 'আদম সন্তান' বলে সম্বোধন করেছেন *(আ'রাফ ৭/২৬-২৭, ৩১, ৩৫; ইসরা ১৭/৭০; ইয়াসীন ৩৬/৬০ প্রভৃতি)*। অর্থাৎ আদম আমাদের পিতা, আর আমরা তাঁর সন্তান। আর পিতা-পুত্রের সৃষ্টিউপাদান অভিন্ন হবে এটিই স্বাভাবিক।

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিউপাদান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, '(স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মাটি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার সৃষ্ট রূহ ফুঁকে দিব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদা কর' *(ছোয়াদ ৩৮/৭১-৭২)*। 'তিনি মাটি হ'তে মানুষ (আদম) সৃষ্টির সূচনা করেছেন' *(সাজদাহ ৩২/৭)*। 'আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি পচা কাদার ঠনঠনে মাটি হ'তে' *(হিজর ১৫/২৬)*। 'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হ'তে' *(আর-রহমান ৫৫/১৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে' *(মুমিনূন ২৩/১২)*। উল্লেখ্য যে, আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী মাটির অনেক উপাদান মানবদেহে বিদ্যমান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফারসহ প্রায় ২৬টি উপাদান মানুষের শরীরে পাওয়া যায়।

আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকে, জিন জাতিকে আগুন থেকে এবং ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، 'ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া মিশ্রিত অগ্নিশিখা হ'তে এবং আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু দ্বারা, যার বর্ণনা (কুরআনে) তোমাদেরকে বলা হয়েছে'।[৭] প্রত্যেকের স্বভাবধর্ম পৃথক। বলা যায়, মাখলূকের প্রকৃতি অনুযায়ী উপাদান বেছে নেওয়া হয়েছে। ফেরেশতারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে ব্যস্ত থাকেন, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীলে মশগূল থাকেন, সেকারণ তাদের সৃষ্টিউপাদান নূর, যা এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ও মর্যাদাকর। দ্বিতীয়তঃ শয়তান হচ্ছে ক্ষতিকর, ষড়যন্ত্রকারী, ধোঁকাবাজ ও কষ্টদানকারী। আগুনও শাস্তির উপকরণ। সে হিসাবে শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করাও যৌক্তিক। অপরদিকে মানুষ যেহেতু জমি আবাদকারী, আর জমিতে নরম, কঠিন, ভালো ও মন্দ সকল প্রকার মাটি রয়েছে, তাই তাদের সৃষ্টির উপাদানও এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে উপাদানের মধ্যে এসব বিশেষণ বিদ্যমান।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، 'আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সর্বত্র হ'তে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাই আদম-সন্তানরা মাটির বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন তাদের কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো বর্ণের। আবার কেউ বা এসবের মাঝামাঝি। কেউ বা নরম ও কোমল প্রকৃতির। আবার কেউ কঠোর প্রকৃতির, কেউ মন্দ স্বভাবের, আবার কেউ বা ভালো চরিত্রের'।[৮] সুতরাং পিতা আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিউপাদান যা, পুত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সৃষ্টিউপাদানও তাই হবে। এটিই যৌক্তিক পিতা মাটি থেকে সৃষ্টি হ'লে সন্তান কিভাবে নূর থেকে সৃষ্টি হ'তে পারে? এটা যে অযৌক্তিক ও মনগড়া দাবী তা একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও বুঝা সম্ভব।

প্রিয় পাঠক! যুক্তির নিরীখে রাসূল (ছাঃ) যে মাটির তৈরী তা আমরা অনুধাবন করলাম। এক্ষণে সরাসরি কুরআন-হাদীছের বক্তব্য শুনলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُوْلاً 'বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৯৩)*। আল্লাহ আরো

৫. *বুখারী হা/৪৭১২।*
৬. *মুসলিম হা/১৯৭।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০১।*
৮. *তিরিমিযী হা/২৯৫৫; ছহীহুত তারগীব হা/৬১৬০, সনদ ছহীহ।*

বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، 'বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজন। সুতরাং যে তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، 'বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ কিছু নই। আমার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন' *(হা-মীম সিজদা ৪১/৬)*।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করলেন। রাবী ইবরাহীম বলেন, আমার ঠিক জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন না কম করেছেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ছালাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন, সেটি কি? তারা বলল, আপনি তো এরূপ এরূপ ছালাত আদায় করলেন। তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজদা দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরালেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، 'যদি ছালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হ'ত, তবে অবশ্যই তোমাদের জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে'।[৯] ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, একদা রাসূল (ছাঃ) পাঁচ রাক'আত ছালাত আদায় করে সালাম ফিরালে ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ছালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তখন তিনি পুনরায় দু'টি সিজদা দিয়ে সালাম ফিরালেন এবং উপরোক্ত কথা বললেন যে, 'আমি তোমাদের মত মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই'।[১০]

অতএব উপরোক্ত দলীল সমূহের আলোকে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি যে, রাসূল (ছাঃ) মাটির তৈরী 'মানুষ নবী' ছিলেন। তিনি কখনো নূরের তৈরী 'নূর নবী' ছিলেন না। তাছাড়া মানবীয় সকল গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পিতা-মাতার মাধ্যমে তাঁর জন্মলাভ করা; খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, হাট-বাজার, কাজ-কর্ম, বিবাহ-শাদী, সন্তান-সন্ততি, ব্যবসা-বাণিজ্য, তন্দ্রা-নিদ্রা, প্রাকৃতিক প্রয়োজন ইত্যাদি মানবীয় সকল গুণাবলীই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সেকারণ তাঁকে নূরের নবী বলে দাবী করা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন বৈ কিছু নয়। এটি রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কিত আক্বীদার ক্ষেত্রে চরম সীমালংঘন। তাছাড়া ভ্রান্ত আক্বীদার দাবীদাররা হয়তো রাসূল (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী সাব্যস্ত করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বরং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নূরের তৈরী ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন মাটির তৈরী আদমকে সিজদা করার জন্য। আর আল্লাহ্র নির্দেশে ইবলীস ব্যতীত সকল ফেরেশতা আদম (আঃ)-কে সিজদা করলেন *(হিজর ১৫/৩০-৩১; ছোয়াদ ৩৮/৭৩-৭৪)*। এতে বরং নূরের চেয়ে মাটিরই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

সকল নবী-রাসূল 'মানুষ নবী' ছিলেন: শুধু আমাদের নবী (ছাঃ) নন, বরং জগতের সকল নবী-রাসূলগণই আদম সন্তান এবং মানুষ নবী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্ট বিবরণ বিধৃত হয়েছে। যেমন- নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا، 'অতঃপর তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী নেতারা বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত কিছু দেখছি না' *(হূদ ১১/২৭)*। 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوْا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا– 'তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন, আল্লাহ্র ব্যাপারে সন্দেহ? যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা! যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেছেন তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য। তারা বলেছিল, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ বৈ কিছু নও' *(ইবরাহীম ১৪/১০)*। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 'তাদের রাসূলগণ তাদের বলেছিলেন, আমরা তোমাদের মত মানুষ ব্যতীত নই। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন' *(ইবরাহীম ১৪/১১)*। অর্থাৎ নবুঅতের মর্যাদা দান করেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَالُوْا أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَّسُوْلاً– 'বস্তুতঃ যখন মানুষের কাছে হেদায়াত (রাসূল) আসে, তখন তাদেরকে ঈমান আনা হ'তে বিরত রাখে তাদের এই উক্তি যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৯৪)*। وَأَسَرُّوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوْا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، 'যালিমরা গোপনে শলা-পরামর্শে বলে, এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ' *(আম্বিয়া ২১/৩)*। কওমে

৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৬।*
১০. *মুসলিম হা/৫৭২।*

'আদের নিকটে প্রেরিত রাসূল প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ، 'তার সম্প্রদায়ের নেতারা যারা অবিশ্বাসী ছিল ও আখেরাতে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমরা পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার দিয়েছিলাম, তারা বলল, এ ব্যক্তি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায়। তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে' *(মুমিনূন ২৩/৩৩-৩৪)*। মূসা এবং হারূণ (আঃ) সম্পর্কে ফেরাঊন ও তার কওম বলল, أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ، 'আমরা কি আমাদের মত দু'ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব? অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে' *(মুমিনূন ২৩/৪৭)*। ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন' *(আলে ইমরান ৩/৫৯)*।

উপরোক্ত দলীলগুলোর মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জগতের সকল নবী-রাসূলগণই মাটি থেকে সৃষ্টি এবং মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন 'মানুষ নবী' ছিলেন।

২. রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন : আল্লাহ ব্যতীত সৃষ্টিকুলের কেউ গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না। কাউকে ভবিষ্যদ্বক্তা মনে করা শিরক। কোন নবী-রাসূল গায়েবের খবর জানতেন না, এমনকি ফেরেশতারাও জানেন না। বিশ্বজগতের সবকিছুই মহান আল্লাহ্র নির্দেশে পরিচালিত হয়। তিনিই সকল জ্ঞানের আঁধার। তিনি যাকে যতটুকু জানিয়েছেন তিনি ততটুকু জানতে পেরেছেন। এর অতিরিক্ত নয়। যেমন তিনি বলেন, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِأَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ، 'তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। আর তিনি তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান কারো নিকটে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত' *(জিন ৭২/২৬-২৭)*।

নবী-রাসূলগণের নিকটে আসমানী জ্ঞান আসত। সে জ্ঞানের আলোকেই তাঁরা জাতিকে সতর্ক-সাবধান করতেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলতেন। সেকারণ তাঁদের অনেকের অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও আসমানী বার্তা লাভের কারণে তাঁরা মূলতঃ মহাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমনটি ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা এবং নমরূদী প্রশাসনের মন্ত্রী ও ধর্মগুরু আযরকে বলেছিলেন, يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، 'হে আমার পিতা! আমার নিকটে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ প্রদর্শন করব' *(মারিয়াম ১৯/৪৩)*। মূলতঃ এলাহী জ্ঞান ব্যতীত তাঁরা কিছুই বলতে পারতেন না। যেমন হাদীছে জিবরীলে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে জিবরীল আমীনের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، 'এ বিষয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নন'।[১১] অর্থাৎ এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)ও জানেন না এবং জিবরীল আমীনও জানেন না। একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই জানেন কখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। তাঁর নির্দেশ পেলেই দায়িত্বরত ফেরেশতা সিংঙ্গায় ফুৎকার দিবেন।

এক্ষণে চলুন আমরা কুরআনের ভাষায় দেখি, অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী কে? আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ– 'তুমি বল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্যের খবর কেউ রাখে না আল্লাহ ব্যতীত। আর তারা বুঝতেই পারবে না কখন তারা পুনরুত্থিত হবে' *(নামল ২৭/৬৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য জ্ঞান সমূহ কেবল আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে এবং তাঁর দিকেই সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব তুমি তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর উপরেই ভরসা কর। আর তোমরা যা কিছু কর, তোমার প্রতিপালক সেসব বিষয়ে উদাসীন নন' *(হূদ ১১/১২৩)*। তিনি আরো বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ– 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউ তা জানেন না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। গাছের একটি পাতা ঝরলেও সেটা তিনি জানেন। মাটির নীচে অন্ধকারে লুক্কায়িত এমন কোন শস্যবীজ নেই বা সেখানে পতিত এমন কোন সরস বা নীরস বস্তু নেই, যা (আল্লাহ্র) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

রাসূল (ছাঃ) যে গায়েব জানতেন না এ মর্মে আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে। আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ– 'বল যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই। যদি আমি অদৃশ্যের খবর রাখতাম, তাহ'লে

১১. *বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/১০*।

আমি অধিক কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনরূপ অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দানকারী মাত্র' *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*। মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নানা ধরনের প্রলোভন ও প্রশ্নবানে জর্জরিত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অহি-র মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، 'বলে দাও, আমি তোমাদের এ কথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার রয়েছে। আর আমি অদৃশ্যের খবর রাখি না এবং এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবল অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অহি করা হয়' *(আন'আম ৬/৫০; হূদ ১১/৩১)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানেন, তবে সে মিথ্যা বলল'।[১২]

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) যদি গায়েবের খবর জানতেন তাহ'লে নবুঅতী জীবনে তিনি যে সমস্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা হ'ত না। তিনি অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে জানতে পারতেন এবং সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারতেন। তাঁকে ওহোদের ময়দানে কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হ'ত না। সাইয়েদুশ শুহাদা হামযাহ (রাঃ)সহ ৭০ জন ছাহাবীর জীবন দিতে হ'ত না। মা আয়েশা (রাঃ)-এর উপর মুনাফিক কর্তৃক যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি সাথে সাথে বলে দিতে পারতেন যে, এটি ডাহা মিথ্যাচার। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন আসমানী ফায়ছালার অপেক্ষায় থাকলেন। অবশেষে মা আয়েশার সতীত্বের প্রমাণ স্বরূপ আয়াত নাযিল হ'লে নবী পরিবারে স্বস্তি নেমে আসে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি গায়েব জানতেন না। তাছাড়া হাশরের ময়দানে হাউজে কাউছারের পানি পান করানোর সময় বিদ'আতীদেরকে পানি পান থেকে আড়াল করে দিলে রাসূল (ছাঃ) যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করবেন তখন ফেরেশতারা বলবেন, إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ 'নিশ্চয়ই আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পরে এরা কি কি নতুন রীতি চালু করেছিল তথা বিদ'আত করেছিল'।[১৩] এই হাদীছ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন না। অতএব উপরোক্ত বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) আদৌ গায়েব জানতেন না। মহান আল্লাহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতটুকু তাকে জানিয়েছেন তিনি কেবলমাত্র ততটুকুই জানতে পেরেছেন এবং সেটি উম্মাহ্র নিকটে পেশ করেছেন।

৩. হায়াতুন্নবী : রাসূল (ছাঃ) হায়াতুন্নবী, যিন্দানবী, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি, বরং ইন্তিকাল করেছেন। অর্থাৎ দুনিয়া থেকে কবরে স্থানান্তরিত হয়েছেন মাত্র। সেখানে তিনি জীবিত আছেন ও সমগ্র পৃথিবীর খোঁজ-খবর রাখেন। এমনকি একটি দাওয়াতী ধর্মীয় গোষ্ঠীর আমীরের সাথে তিনি কবর থেকে হাত বের করে দিয়ে মুছাফাহা করেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে এরকম মনগড়া, বানাওয়াট ও বিভ্রান্তিকর আক্বীদা সমাজে চালু আছে। একশ্রেণীর বিদ'আতী আলেম এগুলোকে লালন করেন। যার সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দূরতম সম্পর্ক নেই। যা আক্বীদার ক্ষেত্রে চরম সীমালংঘন।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক প্রাণেরই মৃত্যু অবধারিত। জীবন আছে যার, মৃত্যু হবে তার, এটিই চিরন্তন সত্য। আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*। রাসূল (ছাঃ)ও মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সম্পর্কে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান থাকতে ভিন্ন আক্বীদা পোষণ করা যেমন সীমালংঘন, তেমনি রাসূলের শানে চরম বাড়াবাড়ি। আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। তিনি বলেন, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، 'আমরা তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। অতএব তোমার মৃত্যু হ'লে কি তারা চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে?' *(আম্বিয়া ২১/৩৪)*।

মূলতঃ রাসূল (ছাঃ) ৬৩ বছর ৪দিন বয়সে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন সোমবার ১১ হিজরীর ১লা মতান্তরে ১২ই রবীউল আউয়াল তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারসহ ছাহাবায়ে কেরাম মারাত্মকভাবে শোকাবহ হয়ে পড়েন। রাসূলের বিয়োগব্যথা তারা সহ্য করতে পারছিলেন না। ওমর ফারূক (রাঃ) তো হতবুদ্ধি হয়ে বলতে থাকেন যে, কিছু মুনাফিক ধারণা করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে। অথচ তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। বরং স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে গমন করেছেন। যেমন মূসা (আঃ) নিজ সম্প্রদায় থেকে ৪০ দিন অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন।[১৪] সে সময় আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর অনন্য ভূমিকা পরিবেশকে শান্ত করেছিল। তিনি মসজিদে নববীতে গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، '(হে লোক সকল!) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরেন না'। অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের এই

১২. *বুখারী হা/৭৩৮০।*
১৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১।*
১৪. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৪৪।*

আয়াত তিলাওয়াত করেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ– ‘আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। এক্ষণে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহ’লে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ যদি কেউ পশ্চাদপসরণ করে, সে আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। সত্বর আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৪৪)*।[১৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ)-এর উক্ত ভাষণ শোনার পর সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। সবার মনে হ’ল যেন আবুবকরের মুখে শোনার আগে উক্ত আয়াতটি তারা জানতেনই না। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আবুবকরের মুখে উক্ত আয়াত শুনে আমি আমার দু’পা স্থির রাখতে পারিনি। অবশেষে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি নিশ্চিত হ’লাম যে, রাসূল (ছাঃ) মারা গেছেন।[১৬]

৪. রাসূল (ছাঃ) হাযির-নাযির : মীলাদভক্ত মৌলভী ছাহেব তাদের মীলাদের মজলিসে রাসূল (ছাঃ)-কে হাযির-নাযির জেনে তাঁর নামে ক্বিয়াম করেন। একপর্যায়ে ‘ইয়া নাবী সালামু আলাইকা’ বলে দাঁড়িয়ে যান এবং সমস্বরে চীৎকার করে নিজেদের তৈরীকৃত বানাওয়াট দরূদ পড়তে থাকেন। কোন কোন মজলিসে একটি সুন্দর চেয়ার সাজিয়ে খালি রাখা হয় এ উদ্দেশ্যে যে, রাসূল (ছাঃ) এসে এই চেয়ারে বসবেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এভাবে তারা মিথ্যা নবীপ্রেমের মহড়া প্রদর্শন করে। তাদের এই আমল যে অন্তঃসারশূন্য এবং আল্লাহ্র বিধানের সাথে সীমালংঘন তার প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না। মূলতঃ নবী-রাসূল বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির রূহ কখনো দুনিয়াতে নেমে আসে না। বরং মৃত্যুর পর রূহগুলো নির্ধারিত স্থান ‘ঈল্লীয়্যীন’ বা ‘সিজ্জীনে’ অবস্থান করে। পূর্ববর্তী শিরোনামের আলোচনায় আমাদের নিকটে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুবরণ করেছেন। সেকারণ তাঁর নির্ধারিত সময় তথা পুনরুত্থান দিবস ব্যতীত পৃথিবীতে আসা অসম্ভব। আল্লাহ বলেন, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ– ‘এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে’ *(মুমিনূন ২৩/১৫-১৬)*। তিনি আরো বলেন, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ– ‘অবশেষে যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়। এটা তো তার একটি (বৃথা) উক্তি মাত্র, যা সে বলে। বরং তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’ *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

৫. রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি করা হ’ত না : একটি জাল বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, لولاك لما خلقت الأفلاك ‘তুমি না হ’লে আমি আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না’।[১৭] বর্ণনাটি জাল। এই বানাওয়াট কথা প্রচার করে একশ্রেণীর অজ্ঞ লোক রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির কোশেশ করে থাকে। এরা জানে না যে, মিথ্যা দিয়ে কখনো মর্যাদা বাড়ানো যায় না। বরং রাসূল (ছাঃ)-কে অপমান করা হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন! *[ক্রমশঃ]*

১৫. *বুখারী হা/১২৪২।*
১৬. *বুখারী হা/৪৪৫৪; সীরাতুর রাসূল, পৃঃ ৭৪৬।*
১৭. *সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

দৃষ্টি আকর্ষণ
আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক।*

মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা

-মূল (আরবী) : ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৩য় কিস্তি)

ধৈর্যশীলা মুজাহিদ উম্মু আম্মারা (রাঃ)

ধৈর্যশীলা মুজাহিদ উম্মু আম্মারা (রাঃ) একজন নামকরা মহিলা ছাহাবী। তার নাম নুসাইবা আনছারিয়া। পিতার নাম কা'ব বিন আমর। স্বামীর নাম যায়েদ বিন আছেম আনছারী।

ইমাম যাহাবী সিয়ারু আ'লামিননুবালা গ্রন্থে তার পরিচয় দিয়েছেন, উম্মু আম্মারা নুসাইবা বিনতে কা'ব বিন আমর আনছারিয়া। তিনি আকাবার বায়'আতের রাতে উপস্থিত ছিলেন। অংশ নিয়েছিলেন ওহোদ, হুদায়বিয়া, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে।[১]

এই মহিয়সী নারীর গুণপনা ও মাহাত্ম্য লিখে শেষ করার মতো নয়। দ্বিতীয় আকাবার বায়'আতে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে যারা বায়'আত নিয়েছিলেন তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন উম্মু আম্মারা। এই বায়'আতের মধ্য দিয়ে তিনি ইসলামে নারী জাতির মর্যাদা নিরূপণে নতুন এক ধারা সংযোজন করেছিলেন। যে ধারার সাথে জড়িয়ে আছে উচ্চাঙ্গের অনেক মূল্যবোধ, যা মেনে চললে নারীর মর্যাদা উন্নত হবে, তাদের শানশওকত উঁচু হবে।

দ্বীন ও সমাজের খেদমতে মুসলিম নারীদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা তিনি স্পষ্ট করে গেছেন। যুগে যুগে বাস্তবতার নিরিখে মুসলিম নারীদের জীবনযাত্রা কিরূপ হওয়া আবশ্যক তার আলোকময় নানা শিক্ষণীয় দিক তিনি রেখে গেছেন। মেয়েদের তথাকথিত স্বাধীনতার অলীক দাবী এবং ভিনজাতির অবিবেচনাপ্রসূত অন্ধ অনুকরণের ভ্রান্ত পথের মাঝে যে পার্থক্য নির্দেশক সীমারেখা আছে তা তিনি নির্ধারণ করেছেন; যাতে করে ইসলামের মধ্যপন্থাভিত্তিক সঠিক জীবনধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যার মধ্য দিয়ে মুসলিম নারীর আল্লাহ্র তরফ থেকে যে বহু স্বর্ণালী অধিকার ও ভাণ্ডারসম বহু উপহার মিলেছে তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী তার 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, উম্মু আম্মারা ছিলেন আকাবার প্রান্তরে শপথকারিনী, সামর্থ্যবান পুরুষ ও বৃদ্ধদের হয়ে যুদ্ধকারী। তিনি যেমন ছিলেন পরিশ্রমী তেমনি ছিলেন ইজতিহাদকারী ভাবুক। অধিকন্তু নিয়মিত ছিয়াম পালনকারী, ইবাদতগুযার ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।[২]

তিনি এমন একজন নারী, যিনি তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ ও ব্যয় করেছিলেন একজন মায়ের মতো করে নিজের পরিবারকে গড়ে তুলতে। সেই ভীতিকর প্রতিকূল পরিবেশে পরিবারের দেহে যথার্থরূপে রক্তসঞ্চালন এবং পরিবারের সদস্যদের ইসলামী সমাজে উত্তমভাবে অভিযোজনে তাঁর ভূমিকা কম ছিল না।

তিনি এমন মহিলা যার অন্তর ছিল আল্লাহ্র ভালবাসা ও তার নবীর মহব্বতে টইটুম্বুর। দ্বীন ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও তার খেদমতে তাকে প্রবাদপ্রতিম গণ্য করা হয়। এই ভালবাসা অটুট রাখার খাতিরে তিনি তার জীবনের মূল্যবান সময় ও মহতী প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেছেন এবং দুর্লভ ও উৎকৃষ্ট সকল কিছু ব্যয় করেছেন।

সন্তান প্রতিপালনে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সন্তানদেরকে ইসলামের নানা দিক শেখানোর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের হৃদয়কন্দরে ইসলাম ও তার মূল দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা এই নির্মল ঝরণা থেকে পানি পান করতে থাকেন। এমনি করে তিনি তাদের সত্যের পথের বীরপুরুষ করে গড়ে তোলেন। তারা যাতে জিহাদে ও সাহসিকতায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন সেটাই ছিল তার কাম্য।

যে আত্মত্যাগ উম্মু আম্মারার তনু-মন ভরে ছিল তা এমন ছিল না যে সময়ের আবর্তনে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে; বরং তার উৎস ছিল গভীর ঈমান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস। স্থির এ ঈমান কোন যালিম শক্তির সামনেই নতজানু হবার নয়। যার ফলে তিনি এমন অনেক কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্যপূর্ণ কাজ করে গেছেন যার দৃষ্টান্ত আমাদের এ যুগে খুব বিরল। তিনি যে বিরাট সাহসিকতা ও বীরত্বের নযীর স্থাপন করেছেন ইতিহাস তা চিরকাল স্মরণ করবে এবং নূরের কালিতে তা লিখে রাখবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে ইতিহাস আপনজনদের নিকট বর্ণনা করবে।

আসলে পরিবার হচ্ছে সন্তানদের প্রতিপালন, শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারই প্রথম বীজ যেখানে পরিবারের সদস্যগণ তাদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। এভাবে এক একটি পরিবার সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠলে পুরো সমাজ সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে পরিবারগুলো খারাপ হয়ে গেলে পুরো সমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে।

উম্মু আম্মারা বুঝতে পেরেছিলেন, প্রত্যেক মায়ের প্রথম দায়িত্ব হকের পথে দাওয়াত তথা হক গ্রহণ ও পালনের জন্য মানুষকে আহ্বান জানান। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, এ কাজটা শুরু করতে হবে পরিবারের ভিতর থেকে, নিজের সন্তানদের মাধ্যমে। তার বিশ্বাস ছিল, নিজ সন্তানদের প্রতি নযর না দিয়ে পরিবারের বাইরের লোকদেরকে যেকোন ধরনের দাওয়াতই দেওয়া হোক না কেন তা এক প্রকার বোকামী বলে গণ্য হবে। এজন্য তিনি চেষ্টা করেছেন এবং অবিচল থেকেছেন তার সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে যোগ্য ও ভালো মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলতে। ইসলাম কি, আর তার মূলভিত্তিই বা কি, এ বিষয়টি তিনি তার সন্তানদের ভালো করে তালকীন দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তাদের অন্তরে তা প্রোথিত করে দিয়েছেন। তিনি তার সন্তানদের উত্তমরূপে প্রতিপালন করেছেন। ফলে তিনি তাদের অন্তর ভরে দিয়েছেন ঈমান দিয়ে; বক্ষ ভরে দিয়েছেন সাহস ও বীরত্ব

১. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২৭৮।*
২. *আবু রাগেব আস্ফাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৬৪।*

দিয়ে এবং বাহু ভরে দিয়েছেন শক্তি দিয়ে। এই যোগ্য প্রতিপালনের ফল ফলতে খুব একটা দেরি হয়নি। দ্রুতই বাস্তব জগতে তার ফল পরিপক্ক হয়ে ওঠে। তার ফলে সমাজে আবির্ভূত হয় এমন সব যুবক, যারা ভালবাসেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে; ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের ভালবাসার খাতিরে ইসলামের যেকোন কাজে। বস্তুত তিনি, তার দুই পুত্র হাবীব ও আব্দুল্লাহ এবং স্বামী যায়েদ আনছারী জিহাদ ও ত্যাগের ক্ষেত্রে উঁচু নমুনা রেখে গেছেন। আমরা অন্তত দু'টি ঘটনায় সে নমুনা স্পষ্টত দেখতে পাই।[৩]

প্রথম ঘটনা : ওহোদ যুদ্ধের ঘটনা। উম্মু আম্মারা বলেন, ওহোদ যুদ্ধের সময় আমি দিনের প্রথম ভাগে ওহোদ প্রান্তর পানে বের হ'লাম। লোকেরা কে কি করছে তা আমি খেয়াল করছিলাম। আমার সাথে ছিল পানি ভর্তি একটা পাত্র। যেতে যেতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলাম। তিনি তখন ছাহাবীদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। বিজয় তখন ছিল মুসলিমদের পক্ষে। তারপর মুসলিম বাহিনী যখন পরাজয়ের মুখোমুখি হ'ল তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘিরে দাঁড়ালাম এবং সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হ'লাম। তলোয়ার হাতে আমি তাঁর উপর আগত আক্রমণ ক্রমাগত প্রতিহত করছিলাম, আর তীর ছুঁড়ছিলাম। একপর্যায়ে আমি আহত হই। বর্ণনাকারী জামিলা বিনতে সা'দ বিন রবী' বলেন, আমি তার কাঁধে একটা ক্ষত দেখেছি, যা ছিল গভীর এবং ভেতরটা ফাঁফাঁ।

উম্মু আম্মারা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রেখে লোকেরা পালিয়ে গেল। দশ জনের বেশী লোক তখন তাঁর আশেপাশে ছিল না। আমার দুই পুত্র, আমার স্বামী এবং আমি ছিলাম তাঁর সামনে। আমরা তাঁর উপর আপতিত আক্রমণ প্রতিহত করছিলাম। অথচ লোকেরা পরাস্ত হয়ে ময়দান ছাড়তে ছোটাছুটি করছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেখলেন, আমার হাতে কোন ঢাল নেই। তিনি একজনকে ফেরার হ'তে দেখলেন, যার হাতে ঢাল ছিল। তিনি ঢালওয়ালাকে বললেন, যে যুদ্ধ করছে তোমার ঢালটা তার কাছে ফেলে দাও। সে ঢাল ফেলে দিলে আমি তা হাতে নিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সেই ঢালের মাধ্যমে সুরক্ষা করে যাচ্ছিলাম।

বিরোধী পক্ষের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের নিয়ে যাচ্ছেতাই করছিল। তারা যদি আমাদের মতো পদাতিক হ'ত তাহ'লে আল্লাহ চাহেন তো আমরাও তাদের মতো আঘাত হানতে পারতাম। এমন সময় এক অশ্বারোহী আমার উপর তলোয়ারের আঘাত হানে। আমি ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করি, ফলে তার তলোয়ার আমার উপর কোন ক্রিয়া করতে পারেনি। সে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি তার ঘোড়ার গোড়ালি বরাবর আঘাত হানি। সে আঘাতে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। তখন নবী করীম (ছাঃ) ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, হে উম্মু আম্মারার ছেলে! তোমার মাকে সাহায্য করো, তোমার মাকে সাহায্য করো। ছেলে এসে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করে। ফলে আমি তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেই।[৪]

এদিনে উম্মু আম্মারার দেহে ১৩টি যখম লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রশংসা করে বলেন, 'এদিন নুসাইবা বিন কা'বের ভূমিকা অমুক অমুকের ভূমিকা থেকে শ্রেয় ছিল'।

ওহোদ যুদ্ধে উম্মু আম্মারার ছেলে আব্দুল্লাহ্র বাম বাহু ভীষণভাবে আহত হয়। ফলে আহত স্থান দিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরতে থাকে। মা তখন তার সেবা-শুশ্রূষায় লেগে যান এবং ব্যান্ডেজ দিয়ে রক্ত বন্ধে সচেষ্ট হন। এক পর্যায়ে ছেলের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'লে তিনি বললেন, প্রিয় বৎস, ওঠো এবং শত্রুর মোকাবেলা করো। নবী করীম (ছাঃ) তখন বলতে লাগলেন, উম্মু আম্মারা, তোমার যে তাকত (শক্তিবল) আছে অমন তাকত ক'জনের আছে?

আমার ছেলেকে যে আঘাত হেনেছিল এক পর্যায়ে সে সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এই লোকটা তোমার পুত্রের আঘাতকারী'। আমি সুযোগ বুঝে তার উপর চড়াও হ'লাম এবং তার পায়ে তলোয়ারের আঘাত হানলাম। ফলে সে লুটিয়ে পড়ল। এসময় আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলাম তিনি মিটিমিটি হাসছেন। হাসিতে তাঁর চোখা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বলছিলেন, 'হে উম্মু আম্মারা! তুমি ঠিকই প্রতিশোধ নিয়েছ'। তারপর উপর্যুপরি আঘাত হেনে আমি তাকে হত্যা করি।

এতদপ্রেক্ষিতে নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র শোকর আদায় করে বললেন, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তোমাকে বিজয়ী করেছেন, তোমার শত্রুকে বধের মাধ্যমে তোমার চোখ শীতল করেছেন এবং তোমার নিজ চোখে তোমার ছেলের আহতকারী থেকে প্রতিশোধপ্রাপ্তি দেখিয়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি এই মহান পরিবারের কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্র নিকট দো'আ আরম্ভ করলেন, হে খান্দান, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মঙ্গল করুন। হে খান্দান, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দয়া করুন। যেহেতু উম্মু আম্মারার চাওয়া আরও বড় ছিল, তার কাম্য পুঁজিও দুনিয়া বিষয়ক ছিল না, তাই তিনি বললেন, আমরা যেন জান্নাতে আপনার সাথী হ'তে পারি আপনি আমাদের জন্য সেই দো'আ করুন। তখন তিনি বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি তাদেরকে জান্নাতে আমার সাথী কারা'। যুদ্ধের উত্তপ্ত ময়দানে এ দো'আ শোনার পর উম্মু আম্মারার চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'এর পর দুনিয়ার যত বিপদাপদই আমার উপর চাপুক, আমি তার কোন পরোয়া করি না'।

ওহোদ দিবসে তিনি কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে কঠিন যুদ্ধ করছিলেন। তার দেহের ১৩টি জায়গায় তীর, বল্লম, তলোয়ার ইত্যাদির আঘাতে মারাত্মক যখম হয়েছিল। সবচেয়ে বড় যখমটা হয়েছিল নরপশু মুশরিক ইবনু কামিয়ার দ্বারা। এই বদবখত অশ্বারোহী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর তলোয়ারের আঘাত হানতে উদ্যত হয়। এসময় উম্মু

৩. *ওয়াকেদী, মাগাযী ১/২৬৮।*

৪. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২৭৯।*

আম্মারা (রাঃ) তার দেহকে ঢাল বানিয়ে তা প্রতিহত করেন। আঘাতটি তার দেহে লাগায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পুরো এক বছর তাকে এই ক্ষতের চিকিৎসা নিতে হয়েছিল।

ওহোদ যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোষক ছাহাবীদের মাঝে হামরাউল আসাদ পানে অভিযানে বের হওয়ার ঘোষণা দেন। তা শুনে তিনি তার যখমের উপর পট্টি বেঁধে তৈরি হ'তে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার ক্ষত থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। ফলে তার পক্ষে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। এ সময় অন্যান্য ছাহাবীগণও সকাল হওয়া পর্যন্ত রাতভর তাদের আহত স্থানের পরিচর্যায় লিপ্ত ছিলেন। হামরাউল আসাদ থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মু আম্মারার অবস্থা জানার জন্য আব্দুল্লাহ বিন কা'ব আল-মাযিনীকে তার বাড়িতে পাঠান। তিনি ফিরে এসে তার ছহীহ-সালামতে থাকার কথা জানান। এ সংবাদে তিনি খুবই খুশী হন।

উম্মু আম্মারাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কুরাইশ রমণীরা কি ওহোদ যুদ্ধের দিন তাদের স্বামীদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল? উত্তরে তিনি বললেন, না, আউযুবিল্লাহ, আল্লাহ পানাহ! আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের একজন মহিলাকেও না একটা তীর ছুঁড়তে দেখেছি, না একটা পাথর ছুঁড়তে। বরং দেখেছি, তারা তাদের সাথে থাকা দফ-ঢোল বাজাচ্ছে আর বদর যুদ্ধে তাদের নিহতদের স্মরণে মর্ছিয়া গাচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনা :

মিথ্যা নবুঅতের দাবীদার ভণ্ড মুসায়লামা ছিল ইয়ামামা অঞ্চলের বনু হানীফা গোত্রের লোক। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতের সাফল্য দেখে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে নিজ গোত্রের মধ্যে নবুঅতের ঘোষণা দিয়ে তাদের দলে ভিড়ায়। তাদের জান্নাতের মিথ্যা আশ্বাস শোনায়। শরী'আতের হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কা তার নবুঅতে ছিল না।

'মদ-জুয়া, যেনায় মেতে থাক, আর খাও-দাও ফুর্তি করো' এমন গোছের দাওয়াত ছিল তার। সে মিথ্যা অহী নাযিলের কথাও শুনাত। মানুষ তো কষ্ট না করে এমনিতেই মজা লুটতে চায়। ফলে তার দলেও বহু লোক ভিড়ে যায়। এক পর্যায়ে সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করে। তাতে লেখা ছিল-

আল্লাহ্র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হ'তে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! অতঃপর আমাকে আপনার সাথে রাজত্বে শরীক করা হয়েছে। জনপদের অর্ধেক আমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক কুরায়েশদের জন্য। কিন্তু কুরায়েশরা এমন কওম, যারা সীমালংঘন করে।[৫]

তার জবাবী পত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লিখলেন : আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুসায়লামা আল-কাযযাব সমীপে। সালাম হিদায়াতের পথের অনুসারীদের উপর। অতঃপর এ বিশ্বজগৎ আল্লাহ্র। তিনি তাঁর বান্দাগণের মধ্য হ'তে যাকে ইচ্ছা তার মালিক বানান। শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকী আল্লাহভীরুদের জন্য *(আ'রাফ ৭/১২৮)*।

এ পত্র বহনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে উম্মু আম্মারার পুত্র হাবীব বিন যায়েদ আনছারী (রাঃ)-কে মনোনীত করেন। এই পরিবারের কুরবানী, দান-দক্ষিণা ও আল্লাহ্র পথে আত্মত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্তের জন্যই নবী করীম (ছাঃ) এই যুবককে এ কাজে নির্বাচন করেছিলেন।

যুবক কোন ভয়-ভীতি ও দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই রওনা দেন এবং মুসায়লামার সাথে দেখা করে তাকে রাসূলের পত্র হস্তান্তর করেন। পত্র পাঠান্তে মুসায়লামা ক্ষুব্ধ হয়ে হাবীবকে শিকল পরিয়ে বন্দি করে রাখতে আদেশ দেয়। পরদিন ভরা দরবারে তারা তাকে হাযির করে। মুসায়লামা তাকে বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তারপর বলল, তুমি কি এ সাক্ষ্যও দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? হাবীব উত্তরে বললেন, আমি বধির, ঠিকমত শুনতে পাই না। তখন আক্রোশে মুসায়লামার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে জল্লাদকে তার দেহের একটি অঙ্গ কেটে ফেলার আদেশ দিল। কিছুক্ষণ পর সে তার থেকে একই উত্তর শোনার আশায় পুনরায় একই প্রশ্নের অবতারণা করল। এবার সে জল্লাদকে হাবীব (রাঃ)-এর দেহের অন্য একটি অঙ্গ কেটে ফেলার আদেশ দিল। উপস্থিত লোকেরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এভাবে মুসায়লামার জিজ্ঞাসা চলতে থাকে, উত্তরে হাবীব (রাঃ) বলতে থাকেন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আর জল্লাদ দেহের এক একটা অংশ কেটে ফেলতে থাকে। দেহের প্রায় অর্ধেকটা যখন কাটা পড়ল তখন তার প্রাণপাখি তার দেহপিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গেল। তখনও তার কলবে ও কণ্ঠে সাইয়্যেদুল আলামীন মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র নাম উচ্চারিত হচ্ছিল।[৬]

পুত্রের শাহাদাতের খবর মা উম্মু আম্মারার কাছে পৌঁছলে তিনি বলেছিলেন, এরূপ কাজের জন্যই আমি তাকে তৈরি করেছিলাম। আল্লাহ্র কাছে আমি তার প্রতিদান আশা করেছিলাম। ছোট্ট বয়সে সে আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) করেছিল, আজ বড় হয়ে সে তা পূরণ করেছে। আল্লাহ যদি মুসায়লামাকে আমার বাগে পাইয়ে দেন তাহ'লে আমি তার এমন গতি করব যে, তার মেয়েরা বাপের জন্য গাল চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে কাঁদবে।

এই ধৈর্যশীলা মহামতী মায়ের আরজ আল্লাহ পূরণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে স্বয়ং তার উপস্থিতিতে মহান আল্লাহ মুসায়লামা থেকে তার আল্লাহভীরু নেককার নওজোয়ান পুত্রের হত্যার বদলা নিয়ে দিয়েছিলেন।

ইয়ামামা অভিযানে যখন খালিদ (রাঃ)-এর বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন উম্মু আম্মারা (রাঃ) খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট আসেন এবং অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি বললেন, আমরা যুদ্ধে আপনার অবদানের কথা জানি। আপনি আল্লাহ্র নাম নিয়ে বের হন। তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে তার বিষয়ে বিশেষভাবে অছিয়ত

৫. সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৬০০।

৬. প্রাগুক্ত ১/৪৬৬।

করেন। তিনি তার প্রতি সে নির্দেশ রক্ষা করেছিলেন। ইয়ামামার ময়দানে উম্মু আম্মারা (রাঃ) চরম বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। যুদ্ধে তার একটি হাত কাটা গিয়েছিল।

উম্মু সা'দ বিনতে সা'দ বিন রবী' বলেন, আমি নুসাইবা বিনতে কা'বকে দেখেছি। তার একটা হাত কাটা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার হাত কখন কবে কাটা গিয়েছিল? তিনি বললেন, ইয়ামামার দিনে। আমি আনছারদের সাথে ছিলাম। আমরা প্রাচীর ঘেরা একটা বাগিচার ধারে পৌঁছলাম। সেটা দখলে নেওয়ার জন্য তারা ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ করে। কিন্তু সাফল্য আসে না। তখন আবু দুজানা আনছারী বললেন, তোমরা আমাকে একটা ঢালের উপর তুলে ধর এবং ওদের মাঝে আমাকে ফেলে দাও। আমি ওদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলব। তারা তার কথামতো ঢালের উপর তুলে তাকে তাদের মাঝে ফেলে দিল। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তাদের হাতে নিহত হন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

আমি তখন আল্লাহ্র শত্রু মুসায়লামা আল-কাযযাবকে নাগালে পাওয়ার নিয়তে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। এসময় তাদের একজন পুরুষ লোক আমার দিকে এগিয়ে আসে। সে আমাকে আক্রমণ করে আমার হাত কেটে ফেলে। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি তার পরোয়া না করে খবীছটাকে উপর্যুপরি আঘাত হেনে পরপারে পাঠিয়ে দেই। পাশেই আমার ছেলে কাপড় দিয়ে তার তলোয়ার মুছিল। আমি বললাম, পুত্র আমার, আমি কি তাকে হত্যা করেছি? সে বলল, হ্যাঁ, আম্মা। তখন আমি আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করলাম। তার এ পুত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আছেম।[৭]

নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে তিনি যেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আমরা তার এক ঝলক দেখে নিতে পারি।

হিজরী চতুর্থ সনে তিনি বনু কুরাইযার যুদ্ধে অংশ নেন এবং এমন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন যে, তার জন্য গনীমতের স্পেশাল ভাগ রাখা হয়েছিল।

হিজরী ষষ্ঠ সনে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে তিনি বায়'আতুর রিযওয়ানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত হয়েছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে তিনি সে বাহিনীতে শরীক হন। সেনাদলে মোট বিশজন নারী ছিলেন, যাদের পুরোভাগে ছিলেন উম্মু আম্মারা। তাদের কাজ ছিল আহতদের ওষুধপথ্য দেওয়া ও সেবা করা, তীর যুগিয়ে দেওয়া এবং ছাতু খাবার তৈরি করে দেওয়া। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর রসদ যোগান ও সেবার ক্ষেত্রেও তিনি আরেক নযীর স্থাপন করে গেছেন।

আক্বীদা সুরক্ষাতেও উম্মু আম্মারা (রাঃ) এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাওয়াযিন গোত্রের মোকাবেলার জন্য হুনায়ন প্রান্তর অভিমুখে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল বার হাযার। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের সৈন্য ছিল ছয় হাযার। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ী গুহা থেকে কাফেরদের চোরাগুপ্তা হামলায় মুসলিম বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা আত্মরক্ষার্থে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। যুদ্ধের এই ভীষণ প্রতিকূল মুহূর্তে উম্মু আম্মারা (রাঃ) সরাসরি অংশ নিয়ে মধ্যমণির ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও আহত হয়েছিলেন। উম্মু আম্মারা (রাঃ) সহ বেশ কিছু ছাহাবী তাঁর পাশে থেকে পলায়নপর ছাহাবীদের ডেকে তাঁর পাশে জড় করেন। এ সময় আল্লাহ্র অদৃশ্য সাহায্যও নেমে আসে- যেমনটা সূরা তওবার ২৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। ফলে বনু হাওয়াযিন তাদের পশুপাল, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-কন্যা ও শিশুদের সহ মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। বনু হাওয়াযিন পরে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বন্দীদের মুক্তি প্রদান করা হয়।

উম্মু আম্মারা (রাঃ) বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন লোকেরা যখন পরাস্ত হয়ে দিগ্বিদিক পালিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার হাতে ছিল ধারাল তলোয়ার। আমরা ছিলাম চারজন মহিলা আমি, উম্মু সুলাইম, উম্মু সালীত ও উম্মুল হারিছ। উম্মু সুলাইম এ সময়ে গর্ভবতী ছিল। তাই সে ফিতা দিয়ে তার পেট বেঁধে নিয়েছিল। আমি তলোয়ারের খাপ খুলে ফেললাম এবং আনছারদের লক্ষ্য করে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলাম, এ কেমনতর আচরণ? তোমরা পালাচ্ছ কেন? এ সময় আমি উটের পিঠে আরোহী হাওয়াযিন গোত্রীয় জনৈক মুশরিককে দেখতে পেলাম। তার হাতে একটা পতাকা ছিল। সে তার উট নিয়ে মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করার ইচ্ছা করছিল। আমি তার দিকে লক্ষ্য স্থির করলাম এবং উটের গোড়ালিতে তলোয়ারের আঘাত হানলাম। সে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। আমি তার উপর হামলে পড়লাম এবং আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে হত্যা করলাম। আমি তার তলোয়ারটা নিয়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তলোয়ারের খাপ ফেলে দিয়ে তার স্বরে ডাকছিলেন, হে সূরা বাক্বারার সাথীগণ![৮]

ছাহাবীগণ উম্মু আম্মারার মর্যাদা জানতেন। ইসলামের জন্য তার বালা-মুছীবত মোকাবেলার তারা মূল্য দিতেন।

একবারের ঘটনা। খলীফা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট কিছু চাদর আসে। তন্মধ্যে একটা চাদর ছিল লম্বা-চওড়া ও দামী। চাদরটা দেখে কেউ একজন বলল, এ চাদরের দাম এত এত হবে। আপনি চাদরটা আপনার পুত্রবধু আব্দুল্লাহ বিন ওমরের স্ত্রী ছাফিয়া বিনতে উবায়েদকে দিতে পারেন। এ সময়ে আব্দুল্লাহ বিন ওমরের জীবনে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু খলীফা বললেন, 'এটা তুমি তার থেকেও যোগ্য যিনি তার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। তিনি হচ্ছেন উম্মু আম্মারা নুসাইবা বিনতে কা'ব। আমি ওহোদ দিবসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি ডানে বামে যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই আমি তাকে আমার রক্ষার্থে

৭. *আর-রাওযুল উনফ শরহে সীরাতে ইবনে হিশাম ৫/৩১৬।*

৮. *ওয়াকেদী, মাগাযী ৩/৯০৩।*

যুদ্ধ করতে দেখছিলাম।[৯]

বছরের পর বছর উম্মু আম্মারা নিজ কক্ষে ইবাদতে সিজদায় সময় অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত। বিগত বছরগুলোর ঘটনাবলি, জিহাদের কাফেলা, জীবনের কুরবানী ইত্যাদির স্মৃতিচারণ করে তাঁর দিন কাটত। এভাবেই এই মহীয়সী মহিলা তাঁর প্রভুর ইবাদত করতে করতে এক সময় মৃত্যুর ডাক তার দোরগোড়ায় এসে হাযির হয়।

মৃত্যুর পেয়ালা পান করে এই প্রশান্ত আত্মা তার স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপনীত হন। সময়টা ছিল হিজরী ত্রয়োদশ বর্ষ। কাফন পরানোর আগে যখন তাকে গোসল দেওয়া হয় তখন তার দেহের যখমগুলো এক এক করে গণনা করা হয়। মোট তেরটি যখম পাওয়া যায়। তার পবিত্র দেহ বাকী কবরস্থানে তার পূর্বে বিগত ছিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহদের পাশে শুইয়ে দেওয়া হয়।

আমাদের সমসাময়িক প্রজন্ম বর্তমানে এসব উজ্জ্বল নক্ষত্রের আদর্শ অবলম্বনে কতই না মুখাপেক্ষী! তারা সেসব মানুষের জন্য মহান দৃষ্টান্ত ও আলোকময় প্রমাণাদি রেখে গেছেন যারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে, বুঝতে ও পালন করতে চান। তবেই তো তারা আল্লাহ্র দ্বীনের পথে প্রচুর ত্যাগ ও কুরবানী করতে পারবেন; যার মাধ্যমে আল্লাহ্র দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্যে রূপায়িত হবে।

হে মুসলিম মহিলা! তাদের আদর্শ মেনে চলা কত প্রয়োজন! আপনি মা হউন, আর স্ত্রী হউন, কন্যা হউন, আর বোন হউন তাদের আদর্শ উপেক্ষা করতে পারেন না। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যেখানে নানা রকম ফিৎনা ঢেউয়ের প র ঢেউ আকারে আমাদের সমাজ-পরিবারে আছড়ে পড়ছে। আজকের সকল প্রকার গণমাধ্যম যেভাবে সকল পথ ও পদ্ধতি নিয়ে তাদের ভ্রষ্ট ও নষ্ট মতাদর্শ আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা থেকে বাঁচতে চাইলে আপনাদের মতো মায়েদের অবশ্যই উম্মু আম্মারা (রাঃ)-এর মতো করে সন্তানদের দ্বীনের জন্য গড়ে তুলতে হবে। তারা সমসাময়িক জ্ঞান ও প্রতিভা আত্মস্থ করবে দ্বীনের উপর অবিচল ও সুদৃঢ় থেকে, দ্বীন বিকিয়ে দিয়ে নয়।

হে মুসলিম মহিলা! এসব সম্মানিত ও উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা ছাহাবীদের পবিত্র জীবনী পাঠ করা আপনার আজ কতই না প্রয়োজন। তবেই না আপনি জানতে পারবেন কোন পথ ধরে আপনি চলছেন। যদি আপনি দেখতে পান যে, আপনি কুরআন করীম যে পথ এঁকে দিয়েছে এবং নবী করীম (ছাঃ) যে পথের কথা বলে গিয়েছেন আপনি সেই পথ ধরে চলছেন তাহ'লে আল্লাহ্র বরকতের উপর ভর করে আপনি সে পথ অনুসরণ করুন। পথিকের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। আর যদি আপনার চলার পথ তার উল্টোটা হয় তাহ'লে আপনার সামনের দিনগুলোতে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। খাঁটি মনে তওবা করে সত্যই আল্লাহ্র পথের পথিক হ'লে আপনি স্বামী-সন্তানাদি নিয়ে দুনিয়া-আখেরাতে নিঃসন্দেহে সাফল্য লাভ করবেন।

মুসলিম বোন আমার! 'এই করছি, সেই করব' থেকে আপনি সতর্ক থাকুন। কেননা 'এই করছি, সেই করব' বা 'পরে করব' বলে ফেলে রাখা মানুষের জন্য ধ্বংস বয়ে আনে, তার সংকল্প টলে যায় এবং তার মনমাঝে দ্বীন পালনে অলসতা দেখা দেয়। বোন আমার! এমনটা কখনই হ'তে দিবেন না।

[ক্রমশঃ]

৯. *ইবনু সা'দ ৮/৪১৫।*

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সমন্বয়ে পরিচালিত একটি ক্যাডেট মানের কওমী বালিকা মাদ্রাসা

দারুস সুন্নাহ বালিকা মাদ্রাসা

(১) রংপুর সিও বাজার শাখা (২) হারাগাছা শাখা (আবাসিক/ অনাবাসিক/ ডে-কেয়ার)

ভর্তি চলছে

হিফয বিভাগ

■ ক্বারিয়ানা ট্রেনিং ■ নাযেরা ■ হিফয ■ শুনানী

মক্তব বিভাগ

১ম শ্রেণী হ'তে ৩য় শ্রেণী ক্বারিয়ানা ট্রেনিং সহকারে।

কিতাব বিভাগ

ইবতেদায়ী (৪র্থ শ্রেণী) থেকে ছানাবিয়া ছানিয়া (সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসাঈ) পর্যন্ত বিদ্যমান। পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীছ।

আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

- বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পাঠদান।
- নিজস্ব জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বোচ্চ ক্যাডেট মানের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত স্থায়ী ক্যাম্পাস।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা, সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- হিফয শেষ করে বয়স ও মেধা অনুযায়ী কিতাব বিভাগে ভর্তির সুযোগ ও বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।
- উন্নত আবাসিক ভবনে পৃথক পৃথক স্টীল খাটে শয়নের ব্যবস্থা এবং পাঁচ বার স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন।
- প্রবাসী/চাকুরিজীবী অভিভাবক সন্তানদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মশিউর বিন মাহতাব (প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক), মোবাইল : ০১৭১২-৫৯৩৬৮৩
শায়েখ মুয়াজ বিন জামাল মাদানী (অধ্যক্ষ), মোবাইল : ০১৭০৭-৮৭২৪৪৪

বায়তুল মাক্বদিস মুসলমানদের নিকটে কেন এত গুরুত্ববহ?

-ড. মুখতারুল ইসলাম

আল-কুদস, মাসজিদুল আক্বছা বা বায়তুল মাক্বদিস মুসলমানদের নিকট অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র স্থান। বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়স্পন্দন। এ পবিত্র ভূমি সকল মুসলমানের নিজস্ব সম্পদ। রাষ্ট্রীয় নিদারুণ অর্থকষ্টে ভোগা তুর্কী সালতানাতের শেষ দিকে খলীফা দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের নিকট প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ইহুদীরা বায়তুল মাক্বদিসের সামান্য ভূমি দাবী করেছিল। সেদিন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, এটি তোমাদেরকে দেওয়ার মানে হ'ল আমাকে জীবিতাবস্থায় কাফন পরানোর শামিল। দূরদর্শী আমীর বুঝতে পেরেছিলেন ইহুদীদের ষড়যন্ত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই ভূমি আজ ইহুদীদের করতলগত। বায়তুল মাক্বদিস ও ফিলিস্তীনকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার জন্য অভিশপ্ত ও বিপথগামী ইহুদী-খ্রিষ্টান চক্র আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের রক্তের হোলি খেলায় মেতেছে বিশ্বমোড়ল নামের হায়েনারা। টন কে টন বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে হাযার হাযার স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে এরা। নিরীহ-নিরপরাধ মানুষকে পাখির মত হত্যা করছে। নারী ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না এদের হিংস্রতা থেকে।

অপরদিকে ফিলিস্তীনী ভাই-বোনেরা জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রতিনিয়ত বহু মুসলিম মুজাহিদ শাহাদাত অমিয় সুধা পান করছেন। প্রশ্ন হচ্ছে- কেন তারা বিশ্ব মুসলিমের পক্ষে জিহাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন? চলুন! জেনে নেই, ফিলিস্তীন ও বায়তুল মাক্বদিসের গুরুত্বের কারণ এবং ফিলিস্তীনীদের এই আত্মত্যাগের পেছনে কোন্ অনুপ্রেরণা কাজ করছে? আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

১. পবিত্র ও বরকতময় ভূমি :

মক্কা ও মদীনার পরেই পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও বরকতময় ভূমি হ'ল ফিলিস্তীনের বায়তুল মাক্বদিস। সকল নবী ও রাসূলের একমাত্র মিলন কেন্দ্র এটি। এটি অনেক নবী, রাসূলের জন্ম, মৃত্যু, কবর এবং বাসস্থানের স্মৃতিধন্য এক অনন্য ভূমি।

মহান আল্লাহ এই ভূমিকে বরকতময় ভূমি হিসাবে পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ، 'যার চতুস্পার্শ্বকে আমরা বরকতমণ্ডিত করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১, আম্বিয়া ৭১, ৮১, আ'রাফ ১৩৭, সাবা ১৮)*।

মহান আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর ভাষায় পবিত্র যমীন বলে উল্লেখ করে বলেন, يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এই পুণ্য ভূমিতে (বায়তুল মুক্বাদ্দাসে) প্রবেশ কর। যা আল্লাহ তোমাদের (মুমিনদের) জন্য নির্ধারণ করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/২১)*। অত্র আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ শিরক এবং পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত মুমিন-মুসলমান ও নবী-রাসূলদের পবিত্র ভূমি হিসাবে বায়তুল মাক্বদিসকে বুঝিয়েছেন।

সকল আম্বিয়া কেরামের পদচারণা এর পবিত্রতা ও বরকত অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা সেখানে তারা সকলেই যিকর ও ছালাতে এবং মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে সময় অতিবাহিত করেছেন। দাঊদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), ঈসা (আঃ) সহ সকল বনী ইস্রাঈলী নবীগণের আগমনস্থল এবং দাওয়াতী মারকায হিসাবে বরিত হয়েছিল এই বায়তুল মাক্বদিস। বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শুভাগমন একে আরো মর্যাদা মণ্ডিত করেছে।[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا، 'শীঘ্রই এমন পরিস্থিতি হবে যে, একজন ব্যক্তির কাছে স্বীয় ঘোড়ার রশি সমপরিমাণ (সামান্য) ভূখণ্ড সমগ্র দুনিয়া বা দুনিয়ার সমস্ত কিছু হ'তে অধিকতর মূল্যবান হবে, যেখানে দাঁড়িয়ে সে বায়তুল মাক্বদিসকে দেখতে পাবে'।[২]

২. মহানবী (ছাঃ)-এর গমনস্থল এবং ইসরা ও মি'রাজ :

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দা ও বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নিলেন। মানুষ তার প্রভুর সাথে এইভাবে সাক্ষাৎ ও জান্নাতী দিকনির্দেশনা পাবে বিষয়টি সত্যিই বড় আশ্চর্যের! বিষয়টি অবিশ্বাস্য হ'লেও বাস্তব এবং সশরীরে রাসূল (ছাঃ)-এর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাই তো কাফের নেতা আবু জাহল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু আবুবকর (রাঃ)-কে কাহিনীটি শুনিয়ে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) সেদিন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, অবশ্যই তিনি সত্য নবী এবং ঘটনাটি নিঃসন্দেহে সত্য। আর এমন একটি কাহিনীর বাস্তব সাক্ষী হ'ল বায়তুল মাক্বদিস।

এ সম্পর্কে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বোরাক নিয়ে আসা হ'ল। বোরাক এমন জন্তু বিশেষ, যা ধবধবে সাদা ও দীর্ঘকায়। গাঁধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে গঠনে ছোট। আর জন্তুটি একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ সীমানায়'। তিনি বললেন, 'আমি তার উপর আরোহণ করে বায়তুল মাক্বদিস পর্যন্ত গমন করলাম। এরপর আমি সেটাকে নবীদের জন্তুর খুঁটির সাথে বাঁধলাম'। তিনি বলেন, 'অতঃপর আমি মসজিদে আক্বছাতে প্রবেশ করে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলাম। এরপর সেখান হ'তে আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হল'।[৩]

---

১. *আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর লি ইবনে 'আশূর ১৫/২০ পৃ.।*
২. *হাকেম, ছহীহুত তারগীব হা/১১৭৯।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৩; ছহীহাহ হা/৮৭৪।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, আমি নিজেকে কা'বা গৃহের হাত্বীমে দণ্ডায়মান দেখলাম। আর কুরায়েশের লোকেরা আমাকে আমার মি'রাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। তারা আমাকে বায়তুল মাক্বদিস সম্পর্কে এমন কিছু প্রশ্ন করল, যা আমার স্মরণে ছিল না। ফলে আমি এমন অস্থির হয়ে পড়লাম যে, এর পূর্বে অনুরূপ অস্থির আর কখনো হইনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মাক্বদিসকে আমার সামনে উপস্থিত করে দিলেন, ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম এবং তারা যে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করত, আমি তা দেখে দেখে উত্তর দিতে লাগলাম। আমি (মি'রাজের রাতে) নিজেকে নবীদের এক দলের মাঝে দেখতে পেলাম। তখন দেখি মূসা (আঃ) দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছেন। তিনি একজন মধ্যম গঠনের সামান্য লম্বা, মনে হ'ল যেন (ইয়ামন দেশের) শানুয়াহ্ সম্প্রদায়ের লোক। অনুরূপ ঈসা (আঃ)ও দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছেন। লোকদের মধ্যে উরওয়াহ ইবনু মাসঊদ আস্-সাক্বাফী হ'লেন তার অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার ইবরাহীম (আঃ)-কেও দাঁড়ানো অবস্থায় ছালাত আদায় করতে দেখলাম। লোকদের মধ্যে তার উপমা তোমাদের সঙ্গীসদৃশ অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর নিজেরই সদৃশ। অতঃপর ছালাতের সময় হ'লে আমিই ছালাতে তাদের ইমামতি করলাম। যখন আমি ছালাত শেষ করলাম তখন কেউ আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইনি হ'লেন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী মালিক, তাঁকে সালাম করুন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি তার দিকে ফিরে তাকাতেই তিনি আমাকে আগে সালাম দিলেন'।[৪]

৩. মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা :

বায়তুল মাক্বদিস হ'ল মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রথমে সেদিকে মুখ করেই ষোল বা সতের মাস ছালাত আদায় করেছেন। হিজরী দ্বিতীয় সনের শা'বান মাসের মাঝামাঝিতে মহানবী (ছাঃ) কিছু সংখ্যক ছাহাবায়ে কেরামসহ মদীনার অদূরে মসজিদে বনু সালামায় যোহর মতান্তরে আছরের ছালাত আদায় করছিলেন। তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক'আতের মাঝামাঝি সময়ে মহান আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম চার রাক'আতের অবশিষ্ট দুই রাক'আত কা'বার দিকে ফিরে আদায় করলেন। সেই থেকে এই মসজিদটি মসজিদে ক্বিবলাতাইন বা দুই ক্বিবলার মসজিদ হিসাবে সমধিক পরিচিত। হাদীছে এসেছে, 'বারা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মদীনাতে ষোল অথবা সতের মাস যাবৎ বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেছিলেন। অথচ তিনি বায়তুল্লাহ্র দিকে তাঁর ক্বিবলা হওয়াকে পসন্দ করতেন। নবী করীম (ছাঃ) আছরের ছালাত (কা'বার দিকে মুখ করে) আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করে। এরপর তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায়কারী একজন বের হন এবং তিনি একটি মসজিদের লোকেদের পাশ দিয়ে গেলেন তখন তারা রুকূ' অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেছি। এ কথা শোনার পর তাঁরা যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় বায়তুল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নিল। আর যারা ক্বিবলা বায়তুল্লাহ্র দিকে পরিবর্তনের পূর্বে বায়তুল মাক্বদিসের দিকে ছালাত অবস্থায় মারা গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কী বলব তা আমাদের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*।[৫]

৪. পৃথিবীর বুকে স্থাপিত দ্বিতীয় মসজিদ :

বায়তুল মাক্বদিস হ'ল মহান আল্লাহ্র দ্বিতীয় গৃহ। পৃথিবীর প্রথম মানব আদি পিতা আদম (আঃ) মহান আল্লাহ্র আদেশে মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে আক্বছার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে মসজিদে হারাম পুনসংস্কার করেন ইবরাহীম (আঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা সুলায়মান (আঃ)। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ)، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌ؟ قَالَ: (ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى) ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ:أَرْبَعُونَ عَامًا ؟

আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দুনিয়াতে প্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, তারপর হ'ল মসজিদুল আক্বছা। অতঃপর আমি জানতে চাইলাম যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বললেন, চল্লিশ বছরের ব্যবধান'।[৬]

৫. মসজিদুল আক্বছায় সফরের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ গুরুত্বারোপ :

মহান আল্লাহ্র সৃষ্টির নিদর্শন দেখা ও জ্ঞান লাভের বড় মাধ্যম হ'ল সফর। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(আনকাবূত ২৯/২০)*।

বায়তুল মাক্বদিস মানব সভ্যতার সূতিকাগার এক অনন্য নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক স্থান। সে কথা বিবেচনায় মহানবী (ছাঃ) মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নববী ও মাসজিদুল আক্বছার উদ্দেশ্যে সফরকে বিশেষ পুণ্যময় কাজ হিসাবে

৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৬; ছহীহুল জামে' হা/৫১৩৫।

৫. বুখারী হা/৪০।
৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৫৩।

উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ থাকলেও রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে এমন স্পষ্ট বার্তা অন্য কোন স্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়নি। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى. 'তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে বিশেষ ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করো না। আর সে তিনটি মসজিদ হ'ল মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নববী ও মাসজিদুল আক্বছা'।[৭] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِىَّ قَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ فَقُلْتُ مِنَ الطُّورِ. فَقَالَ أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تُعْمَلُ الْمَطِىُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِى وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি বছরায় ইবনু আবি বাছরা গিফারীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, কোথা থেকে আগমন করলে? আমি বললাম, তূর হ'তে। তারপর তিনি বললেন, সেখানে গমনের পূর্বে যদি আমি তোমাকে পেতাম, তবে তোমার যাওয়া হ'ত না। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনটি মসজিদ ব্যতীত (অন্য কোন স্থানের জন্য) সওয়ারীর আয়োজন করা যায় না- (১) মসজিদুল হারাম (কা'বাগৃহ), (২) আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) ও (৩) মসজিদ ইলিয়া বা বায়তুল মাক্বদিস'।[৮]

৬. ছালাত আদায়ে অঢেল ছওয়াব :

ছালাত মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদত। ছালাত মুসলমানের পরকালীন মুক্তির সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হবে। ক্বিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব হবে ছালাতের। ছালাত আদায়ের সফলতা বান্দার একমাত্র মুক্তির সোপান। আর যদি কেউ বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায় করে তার জন্য বিশেষ ছওয়াব প্রাপ্তির বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে হাদীছে বিধৃত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلاَّ يَأْتِىَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم- أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِىَ الثَّالِثَةَ.

'যখন সুলায়মান ইবনু দাঊদ (আঃ) বায়তুল মাক্বদিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্র হুকুমমত সুবিচার, এমন রাজত্ব, যা তার পরে কাউকে প্রদান করা হবে না। ছালাত আদায়ের জন্য একনিষ্ঠ মনে উক্ত মসজিদে এবং আগমনকারীর পাপ মোচন করা হবে তার মা তাকে প্রসব করার দিনের ন্যায় (অর্থাৎ নিষ্পান করা হবে)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তার আবেদনের ভিত্তিতে প্রথম দু'টি তাকে প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয়টিও দান করা হবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি'।[৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَضْلُ الصَّلاَةِ فِي المسجد الحرام على غيره مِئَة أَلْفِ صَلاَةٍ وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاَةٍ وَفِي مسجد بيت المقدس خمسمِئَة صَلاَةٍ 'মসজিদে হারামে এক ছালাত এক লাখ ছালাতের সমান, আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক ছালাত এক হাযার ছালাতের সমান এবং বায়তুল মাক্বদিসে এক ছালাত পাঁচশত ছালাতের সমান'।[১০]

৭. বায়তুল মাক্বদিস অহি অবতরণস্থল এবং নবী-রাসূলগণের ভূমি :

অধিকাংশ নবী-রাসূল এখানে প্রেরিত হয়েছিলেন। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক্ব (আঃ), ইয়াকূব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), লূত (আঃ), দাঊদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), ছালেহ (আঃ), যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহিয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ) সহ প্রায় পাঁচ হাযার নবীর কর্মস্থল ছিল ফিলিস্তীন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ 'আর আমরা তাকে ও (তার ভাতিজা) লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছে দিলাম যেখানে আমরা বিশ্ববাসীদের জন্য কল্যাণ রেখেছিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৭১)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، 'আর আমরা প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের অনুগত করে দিয়েছিলাম। যা তার নির্দেশমতে পরিচালিত হ'ত সেই জনপদের দিকে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছিলাম। বস্তুতঃ সকল বিষয়ে আমরা সম্যক অবগত' *(আম্বিয়া ২১/৮১)*। উক্ত আয়াতদ্বয়ে الْأَرْضِ বলতে বায়তুল মাক্বদিস বুঝানো হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ), লূত (আঃ) এবং সুলায়মান (আঃ)-এর নামগুলিও এখানে এসেছে।

৮. ফিলিস্তীন হাশরের ময়দান :

দুনিয়ার সব কিছুই নশ্বর। দুনিয়ার পাঠ চুকিয়ে একদিন সকলকেই মহান আল্লাহ্র সামনে হাশরের ময়দানে একত্রিত

৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৩।*
৮. *নাসাঈ হা/১৪৩০; ইবনে মাজাহ হা/১১৩৯; আহমাদ হা/২৩৮৯৯।*
৯. *নাসাঈ হা/৬৯৩; ইবনে মাজাহ হা/১৪০৮।*
১০. *মুসনাদে বাযযার হা/৪১৪২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ২/৫৮৬ পৃ.।*

হ'তে হবে। আর সেই হাশরের ময়দান হবে বর্তমান বায়তুল মাক্বদিস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বায়তুল মাক্বদিস হ'ল হাশরের ময়দান। পুনরুত্থানের জায়গা (هوَ أرضُ المَحشرِ والمنشَرِ)।[১১]

৯. দাজ্জাল মুক্ত ভূমি :

দুনিয়াতে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফিৎনা হ'ল দাজ্জালের ফিৎনা। রাসূল (ছাঃ) সহ সকল নবী ও রাসূলগণ এ বিষয়ে স্ব স্ব কওমকে সতর্ক করেছেন। পৃথিবীর সকল মানুষ দাজ্জালের ফিৎনায় পতিত হবে। তবে মহান আল্লাহ কিছু জায়গাকে দাজ্জালের ফিৎনা মুক্ত রাখবেন। তারমধ্যে অন্যতম হ'ল বায়তুল মাক্বদিসের ভূমি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانٍ كَاللُّؤْلُؤِ ; فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ أَنْ يَجِدَ مِنْ رِيحِ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلَهُ، 'আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন এবং তিনি দামেশকের পূর্ব প্রান্তের শ্বেত মিনারা হ'তে হলুদ রঙের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন ফোটা ফোটা ঘাম ঝরবে, আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা স্বচ্ছ মুক্তার মতো ঝরতে থাকবে। তিনি যে কোন কাফেরের কাছে যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তিনি (বায়তুল মাক্বদিসের) 'লুদ্দ' নামক দরজার কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন'।[১২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا غَيْرَ الْحَرَمِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ '(দাজ্জাল) সর্বত্র প্রকাশ পাবে। শুধু বায়তুল হারাম এবং বায়তুল মাক্বদিস ব্যতীত'।[১৩]

১০. আল্লাহ্র পসন্দনীয় ভূমি :

মহান আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তবুও তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে ফযীলত-মর্যাদা ও গুরুত্বের কম-বেশী করেছেন। যেমন তিনি রাত, দিন ও মাস সৃষ্টি করেছেন। মাসের মাঝে রামাযান, দিনের মাঝে আরাফাহ, জুম'আ, দুই ঈদের দিন, তাশরীকের দিনগুলি এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশককে, রাতের মাঝে লায়লাতুল ক্বদরকে এবং প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, জুম'আর দিনের বিশেষ মুহূর্তটিকে উত্তম সময় হিসাবে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন।

অনুরূপভাবে তিনি মানুষের মাঝে মর্যাদার তারতম্য করেছেন। যেমন মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব কাফিরের উপরে। নবীগণ সকল মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠ। রাসূলগণ সমস্ত নবীদের উপরে। আর সকল রাসূলগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'লেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তেমনিভাবে যমীনবাসীর নিকট বিশেষ বিশেষ জায়গার বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। যেমন জাযীরাতুল আরব বা আরব ভূখণ্ডে মক্কা, মদীনা, শাম বা সিরিয়া, ফিলিস্তীন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বায়তুল মাক্বদিসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা ইঙ্গিত করে বলেন, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ 'শপথ ডুমুর ও যয়তূন বৃক্ষের' *(তীন ৯৫/১)*। তাফসীর বিশারদগণ বলেন, ডুমুর ও যায়তূন ফলের দেশ হ'ল বায়তুল মাক্বদিস। উল্লেখ্য, তীন বা ডুমুর ফল খাওয়া হয় এবং যায়তূন বৃক্ষ থেকে তেল পাওয়া যায়। আর আল্লাহ কর্তৃক কোন অঞ্চলের বিশেষ কিছুর শপথ করার মানে হ'ল সে ভূমি তাঁর নিকটে অধিক প্রিয় ও পসন্দনীয় হওয়া'।[১৪]

১১. মূসা (আঃ) বায়তুল মাক্বদিসের পাশে সমাধিস্থ হওয়ার কামনা করেন :

মূসা (আঃ)-এর জীবনের শেষ ইচ্ছা ছিল বায়তুল মাক্বদিসের নিকটে কবরস্থ হওয়া। সেজন্য তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট কায়মনোবাক্যে দো'আ করেছিলেন।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতা মূসা ইবনু ইমরান (আঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আপনার প্রভুর ডাকে সাড়া দিন। তখন মূসা (আঃ) মৃত্যুর ফেরেশতার চোখের উপর চপেটাঘাত করলেন। ফলে তার চোখ উপড়ে গেল। তিনি বলেন, অতঃপর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। এমনকি সে আমার চোখ উপড়ে ফেলেছে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার চোখ ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি পুনরায় আমার সেই বান্দার কাছে যাও এবং বল, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও? যদি বেঁচে থাকতে চাও, তাহ'লে একটি ষাড়ের পিঠে হাত রাখ এবং তোমার হাত তার যতগুলো লোম ঢেকে ফেলবে, প্রতিটি লোমের বদলে তোমাকে এক এক বছর আয়ু দান করা হবে। তা শুনে মূসা (আঃ) প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তারপর কি হবে? ফেরেশতা বললেন, তারপর তোমাকে মরতে হবে। তখন মূসা (আঃ) বললেন, তাহ'লে কাছাকাছি সময়ে এখনই তা হোক। (এরপর তিনি দো'আ করলেন,) হে প্রভু! আপনি আমাকে পবিত্র ভূমি (বায়তুল মাক্বদিস) হ'তে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত নিকটে পৌঁছিয়ে দিন। (অর্থাৎ তথায় যেন আমাকে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে পথপার্শ্বে লাল বালুর টিলার কাছে তাঁর কবর আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম'।[১৫]

---

১১. বায়হাক্বী, ছহীহুত তারগীব হা/১১৭৯।
১২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫।
১৩. ইবনু হিব্বান ৭/১০২ পৃ.; ইবনু খুযায়মা ২/৩২৭ পৃ.।
১৪. দ্র. তাফসীর ইবনু কাছীর ৮/৪৩৪ পৃ.।
১৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭১৩।

১২. সূর্য দণ্ডায়মানস্থল :

প্রত্যকটি গ্রহ-উপগ্রহ মহান আল্লাহ্র নির্দেশে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। তারা সকলেই আল্লাহ্র আদেশ পালনে সদা তৎপর। মহান আল্লাহ বলেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 'আর (অন্যতম নিদর্শন হ'ল) সূর্য। যা তার গন্তব্যের দিকে চলমান থাকে। এটা হ'ল মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়ের নির্ধারণ' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৮)*।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নযীর নেই চলন্ত সূর্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু বায়তুল মাক্বদিসের ভূমি এ সম্মানের অধিকারী। সেটি সংঘটিত হয়েছিল নবী ইউশা' বিন নূন (আঃ)-এর মু'জিযাকে কেন্দ্র করে। তিনি ফিলিস্তীনের বায়তুল মাক্বদিসের সন্নিকটে 'আরাইহা' জনপদে মহান আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় সূর্য আছর গড়িয়ে মাগরিব হ'তে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে সূর্যকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে বলেন। ফলে তা দাঁড়িয়ে যায়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا. فَحُبِسَتْ، حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، '(ইউশা ইবনে নূন) জিহাদে গেলেন এবং আছরের ছালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ্! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেয়া হ'ল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন'।[১৬] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, ما حُبِسَتِ الشمسُ على بشَرٍ قطُّ، إلَّا على يوشَعَ بن نونٍ، ليالِيَ سارَ إلى البيتِ المُقَدَّسِ، 'মানুষের ওপর সূর্যকে কখনো স্থির রাখা হয়নি, তবে ইউশা' বিন নূন (আঃ)-এর জন্য রাখা হয়। যে রাতে তিনি বায়তুল মাক্বদিস সফর করেন'।[১৭]

১৩. চিরগৌরবের বীরত্বগাথা ভূমি :

বায়তুল মাক্বদিস বীর, মহাবীর, মহানায়কদের স্মৃতিবিজড়িত ভূমি। ঐতিহাসিক জালূত ও তালূত কাহিনীর মহা নায়ক দাঊদ (আঃ)-এর বীরত্ব, অতুলনীয় বিশ্ব শাসক সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনের বাঁকে বাঁকে নানা বীরত্বগাথার ইতিহাস নিয়ে বায়তুল মাক্বদিস স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) কর্তৃক বায়তুল মাক্বদিসের দূরদর্শী বিজয় ছিল ইসলামের চিরন্তন বিজয়। পরবর্তীতে আধুনিক কালে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বীর ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কথা আমাদের সকলেরই জানা। তিনি বায়তুল মাক্বদিসের পবিত্র মাটির পবিত্রতা রক্ষার্থে ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছেন। প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ের মণিকোঠায় বায়তুল মাক্বদিস বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বের জায়গায় রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، 'অবশ্যই তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি তোমরা (যুলুমের) পুনরাবৃত্তি কর, তাহ'লে আমরাও (শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করব। আর জাহান্নামকে আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য কারাগার স্বরূপ বানিয়েছি' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮)*।[১৮]

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 'আমার উম্মতের একটি দল দ্বীনের (হকের) উপর বিজয়ী থাকবে, শত্রুর উপর দুর্দান্ত প্রতাপশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্য কোন বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না; আল্লাহ্র আদেশ তথা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবেই থাকবে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কোথায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তারা বায়তুল মাক্বদিস এবং তার আশেপাশে'।[১৯]

উপসংহার : মহান আল্লাহ মক্কা-মদীনার পরেই বায়তুল মাক্বদিসকে মুসলমানদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বের জায়গা করেছেন। সকল নবী-রাসূলগণের ইমামতি করানোর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তিনি শেষ নবী ও বিশ্ব নেতা হিসাবে বরিত ও সম্মানিত করেছেন এই বায়তুল মাক্বদিসেই। অতএব ফিলিস্তীন এবং বায়তুল মাক্বদিসের ভূমি মুসলমানদের আত্মগৌরব ও সম্মানের। এর সম্মান এবং গুরুত্ব অন্য সকল কিছুর চেয়ে ভিন্ন। ফ্রি মিশনের ধ্বজাধারীরা সেটি দখলের যতই আস্ফালন করুক না কেন, কোন মুসলিম সন্তান কখনই তা তাদের ছেড়ে দিতে পারে না। ফিলিস্তীন ও বায়তুল মাক্বদিস আমাদের আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! তুমি বায়তুল মাক্বদিস ও ফিলিস্তীনী মুসলমানদের রক্ষা কর- আমীন!

---

১৬. বুখারী হা/৩১২৪, ফাৎহুল বারীর ব্যাখ্যা দ্র.।

১৭. আহমাদ হা/৮২৯৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২২৬।

১৮. عَسَى 'সম্ভবতঃ' কথাটি যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, তখন সেটির অর্থ হয় ওয়াজিব (عَسَى مِنَ اللهِ وَاجِبٌ)। ক্বাতাদাহ বলেন, অতঃপর মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তার সাথীরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিকারী হয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে হীনকর জীবন যাপনে বাধ্য হয় (ইবনু কাছীর)। এটি ১৫ হিজরীতে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর হাতে সমাপ্ত হয় (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)। বর্তমানে পাশ্চাত্যের সাহায্যে ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তা পুনরায় মুসলমানদের হাতে ফিরে আসবে। যার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে অত্র আয়াতে (মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তরজমাতুল কুরআন ৪২৩ পৃ. দ্র.)।

১৯. আহমাদ হা/২২৩৭৪; ছহীহাহ হা/১৯৫৭।

www.at-tahreek.com

ইলম অন্বেষণ ও শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও ফযীলত

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

ইলমের যেমন গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে তেমনি ইলম অন্বেষণ ও ইলম শিক্ষা দানেরও বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

(১) নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষাদান : আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গাম্বর পৃথিবীতে এসেছিলেন।[১] সকল পয়গাম্বরের প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষকে দ্বীন শিক্ষাদান করা। আমাদের নবীকে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،

'যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান। যিনি তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। আর তোমাদের এমনসব বিষয় শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে না' *(বাক্বারাহ ২/১৫১)*।[২]

(২) ইলম অন্বেষণ করা ফরয : দ্বীনি ইলম অর্জন করা ফরয। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[৩]

(৩) ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া অভিশাপমুক্ত : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى وَمَا وَالاَهُ وَعَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً، 'পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যেকার সকল বস্তু। তবে আল্লাহ্র যিকর ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় এবং আলেম (দ্বীনী শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীনী শিক্ষার্থী) ব্যতীত'।[৪] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلَا تَغْدُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ 'তোমরা আলেম (শিক্ষক) হও অথবা ছাত্র হও, এর মধ্যখানে কিছু হয়ো না।[৫]

(৪) ইলম অর্জনের জন্য বের হওয়া হজ্জের সমান নেকী : আবূ উমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ 'যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কিছু শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যাত্রা করে, তার জন্য (তার আমলনামায়) একটি পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়'।[৬]

(৫) ইলম অর্জনের জন্য বের হওয়া জিহাদের সমান নেকী : আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، 'যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক (দ্বীনী ইলম) শিক্ষা গ্রহণ করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার এই মসজিদে আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের মর্যাদায় সমুন্নত হয়। আর যে ব্যক্তি এছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে আসে, সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে পরের আসবাবপত্রের প্রতি তাকিয়ে থাকে'।[৭]

(৬) ইলমের মজলিসকে ফেরেশতারা ঘিরে রাখেন : ছাফওয়ান বিন আসসাল মুরাদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি মসজিদে তাঁর এক লাল রঙের চাদরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ইলম অন্বেষণ করতে এসেছি। আমার এ কথা শুনে তিনি বললেন, مَرْحَبًا بطالب الْعِلْمِ، طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلاَئِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ، 'ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীকে আমি স্বাগত জানাই। অবশ্যই ইলম অন্বেষণকারীকে ফেরেশতাগণ তাঁদের পাখা দ্বারা পরিবেষ্টন করে নেন। অতঃপর একে অন্যের উপর আরোহণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা নিম্ন আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান। এতদ্বারা তাঁরা তার ঐ ইলম অন্বেষণের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকেন।[৮] আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

'যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহ্র ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করে এবং

---

* *তুলাগাঁও নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।*

২. *এছাড়াও সূরা বাক্বারাহ ২/১২৯; আলে ইমরান ৩/১৬৪; জুম'আ ৬২/২ নং আয়াতে এ ব্যাপারে আলোচনা এসেছে।*

৩. *ইবনে মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে হা/৩৯১৩।*

৪. *তিরমিযী হা/২৩২২; ইবনু মাজাহ হা/৪১১২; ছহীহুত তারগীব হা/৭০।*

৫. *নাজরাতুন নাঈম (জেদ্দা: দারুল অসীলাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৮খ্রি.) ৭/২৯৭৬।*

৬. *ত্বাবারানী হা/৭৩৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/৮৬, সনদ হাসান।*

৭. *ইবনে মাজাহ হা/২২৭; ছহীহুত তারগীব হা/৮৭।*

৮. *আহমাদ হা/১৮০৯৩; ত্বাবারানী হা/৭১৯৬; ছহীহুত তারগীব ৭১।*

পরস্পর তা শিক্ষা করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে অবস্থানকারীদের (ফেরেশতাদের) সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (পৃথিবীতে) যার সৎকর্ম কম হবে (আখেরাতে) তার বংশমর্যাদা কোন উপকারে আসবে না'।[৯]

(৭) ইলমের মজলিস নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে আলোচনা করেন : আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ছাহাবীদের একটি হালকার নিকটে গিয়ে বললেন, কিসে তোমাদের বসিয়েছে? তারা বলল, আমরা বসেছি আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। যেহেতু তিনি আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের উপর তিনি ইহসান করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমাদেরকে কি শুধু এ বিষয়েই বসিয়েছে? তারা বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমাদেরকে একমাত্র এ বিষয় বসিয়েছে। তিনি বললেন, أَما إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتانِي جِبْرِيلُ فأخْبَرَنِي أنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُباهِي بِكُمُ المَلائِكَةَ، 'আমি তোমাদেরকে অপবাদ দেয়ার জন্যে শপথ করতে বলিনি, বরং আমার নিকট জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের নিকট তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করছেন'।[১০]

(৮) ইলমী মজলিসে অবস্থানকারীকে ক্ষমা করা হয় : সুহায়ল ইবনু হানযালাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ فَيَقُوْمُوْنَ حَتّٰى يُقَالُ لَهُمْ قُوْمُوْا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَبُدِلَّتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، 'কিছু লোক একটি মজলিসে বসে যখন আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করে তারপর উঠে চলে যায় তখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের গুনাহগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে'।[১১]

(৯) ইলম অর্জন করতে হবে কবর পর্যন্ত : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয় বরং সব বয়সের লোককেই শিক্ষার মধ্যে থাকতে হবে। আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر 'আমি কবরে প্রবেশ করা পর্যন্ত ইলম অর্জন করতে থাকব'।[১২]

(১০) ইলম অর্জন ও শিক্ষাদান গাছ লাগানোর মত : আবূ ইনাবাহ (উতবাহ) আল-খাওলানী হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে দু'ক্বিবলার দিকেই ছালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لاَ يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ، 'আল্লাহ সর্বদা এই দ্বীনের মধ্যে একটি গাছ রোপণ করতে থাকবেন (এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবেন) যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবেন'।[১৩] ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন, وغرس الله هم أهل العلم والعمل 'আল্লাহ্র গাছ রোপণ হ'ল- আলেম ও আবেদগণ'।[১৪]

(১১) কুরআন শিক্ষা উট লাভের চেয়েও উত্তম : উক্বাহ ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসলেন। তখন আমরা ছুফ্ফাহ বা মসজিদের চত্বরে অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি চায় যে, প্রতিদিন 'বুত্বহান' বা আকীকের বাজারে যাবে এবং সেখানে থেকে কোন পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই বড় কুঁজ বিশিষ্ট দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা এরূপ চাই। তিনি বললেন, 'তাহ'লে কি তোমরা কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কিতাবের দু'টি আয়াত শিক্ষা দিবে না কিংবা পাঠ করবে না? এটা তার জন্য ঐরূপ দু'টি উটনীর চেয়েও উত্তম। এরূপ তিনটি আয়াত তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর অনুরূপ সমসংখ্যক উটনীর চেয়ে তত সংখ্যক আয়াত উত্তম'।[১৫]

(১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ : শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَافْتُوهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا افْتُوهُمْ قَالَ عَلِّمُوهُمْ، 'অচিরেই তোমাদের নিকট ইলম শিক্ষার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদের দেখলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী স্বাগত জানাবে এবং তাদের তালক্বীন দিবে (জ্ঞানদান করবে)। আমি হাকাম (রহঃ)-কে বললাম, আমরা তাদের কি তালক্বীন দিব? তিনি বলেন, তাদের ইলম শিক্ষা দিবে'।[১৬]

(১৩) ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য ফেরেশতারা পাখা বিছিয়ে দেয় : আবূদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ

---

৯. *মুসলিম হা/২৬৯৯; তিরমিযী হা/১৪২৫; ইবনে মাজাহ হা/২৪১।*
১০. *মুসলিম হা/২৭০১; তিরমিযী হা/৩৩৭৯।*
১১. *আল-মু'জামুল কাবীরহা/৬০৩৯; ছহীহুল জা'মে' হা/৫৬১০।*
১২. *https://twitter.com/ahmadbinhanbl/status/1226892125956198402?lang=en*
১৩. *ইবনে মাজাহ হা/৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৪২।*
১৪. *মাফাতেহ দারুস সা'আদাহ ১/১৪৪।*
১৫. *মুসলিম হা/৮০৩।*
১৬. *ইবনে মাজাহ হা/২৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০।*

www.at-tahreek.com

أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ، ‘যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য পথ চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফেরেশতাগণ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন’।[১৭]

(১৪) শিক্ষাদানকারী আমলকারীর সমান ছওয়াব পাবেন : শিক্ষাদানের মত মহৎ কাজ যারা করবেন তাদের শিক্ষা পেয়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত লোক আমল করবে শিক্ষদানকারী তাদের সমান ছওয়াব পাবেন। মু‘আয বিন আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْماً فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ، ‘যে ব্যক্তি কোন ইলম শিক্ষা দেয়, তার জন্য রয়েছে সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব, যে সেই ইলম অনুযায়ী আমল করে। এতে আমলকারীর ছওয়াব কিঞ্চিৎপরিমাণ হ্রাস করা হবে না’।[১৮]

(১৫) নিজে শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত : আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হ’ল ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা কোন যমীনে বর্ষিত হ’ল। উক্ত যমীনের কিছু অংশ ছিল খুবই ভাল ও উর্বর। সে যমীন পানি ধারণ করে প্রচুর ঘাস, তৃণলতা ও শাক-সব্জি উৎপন্ন করল। যমীনের অন্য অংশ ছিল খুবই শক্ত। তা পানি ধারণ করে রাখল। উহা দ্বারা আল্লাহ মানুষের উপকার করলেন। মানুষেরা তা পান করল, চতুষ্পদ জন্তুকে পান করাল এবং চাষাবাদও করল। সেই বৃষ্টির কিছু পানি যমীনের এমন এক অংশে পতিত হ’ল, যা ছিল মসৃণ পাথর যুক্ত সমতল ময়দান। সে পানি ধরে রাখতে পারে না এবং কোন তৃণলতাও উৎপন্ন করতে পারে না।

সুতরাং এটিই হ’ল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহ্র দ্বীন বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং আমাকে আল্লাহ যে হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তাই সে নিজে উহা শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। আবার ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেনি এবং আমাকে আল্লাহ যে হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা কবুলও করেনি।[১৯]

(১৬) শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান উত্তম কাজ : ওছমান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়’।[২০] অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়’।[২১]

(১৭) ইলম শিক্ষা দেওয়া অনেক ফযীলত : পথহারা মানুষকে যদি পথ দেখিয়ে সঠিক পথে আনা যায় তাহ’লে তা ইলম শিক্ষাদানকারীদের জন্য বিশাল ছওয়াব রয়েছে। সাহল ইবনে সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، ‘আল্লাহ্র শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎ পথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উট অপেক্ষা উত্তম হবে’।[২২]

(১৮) ইলম অর্জন ও প্রচারকারীর জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ : রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ্র কাছে ইলম অন্বেষণ ও প্রচারকারীর জন্য বিশেষ দো‘আ রয়েছে। যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، ‘যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীছ শুনে তা মুখস্থ রাখল এবং অন্যের নিকটও তা পৌঁছে দিল, আল্লাহ তাকে চিরউজ্জ্বল করে রাখবেন। জ্ঞানের অনেক বাহক তার চেয়ে অধিক সমঝদার লোকের নিকট তা বহন করে নিয়ে যায়; যদিও জ্ঞানের বহু বাহক নিজেরা জ্ঞানী নয়’।[২৩]

(১৯) ইলমের জন্য বের হ’লে আল্লাহ জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন : ইলম অর্জনের জন্য পথ চলা আলেমদের বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী ইমামগণ হাদীছ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন করতেন। আর ইলমের জন্য পথ চলার কারণে আল্লাহ জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ‘যে লোক জ্ঞানের খোঁজে কোন পথ চলবে, তার জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন’।[২৪]

পরিশেষে বলব, দ্বীনী ইলম অর্জন করা ও শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। কারণ এর মাধ্যমে পার্থিব জীবনে হারাম-হালাল ও আল্লাহ্র বিধান অবগত হওয়া যায়। ফলে পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য আমল করা সহজ হয়। এটা ছাদাক্বায়ে জারিয়া হওয়ায় কবরে বা বারযাখী জীবনেও এর ছওয়াব অব্যাহত থাকবে। উপরন্তু এর মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম হয়। অতএব আমাদের সকলের জন্য দ্বীনী ইলম অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

১৭. *আবু দাঊদ হা/৩৬৪৩; তিরমিযী হা/২৬৮২; ছহীহুত তারগীব হা/৬৭।*
১৮. *ইবনে মাজাহ হা/২৪০, ছহীহুত তারগীব হা/৭৬।*
১৯. *বুখারী হা/৭৯; মুসলিম হা/৬০৯৩।*
২০. *বুখারী হা/৫০২৭।*
২১. *বুখারী হা/৫০২৮।*
২২. *বুখারী হা/৩০০৯, ৩৭০১; মুসলিম হা/৬৩৭৬।*
২৩. *আবু দাঊদ হা/৩৬৬২; তিরমিযী হা/২৬৫৬; ছহীহুত তারগীব ৮৩*
২৪. *তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইবনে মাজাহ হা/২২৫।*

কিভাবে ইবাদতের জন্য অবসর হব?

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

পার্থিব জীবনে বান্দার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল আল্লাহ্র ইবাদত করা। দুনিয়ার সকল কাজের উপরে ইবাদতকে অগ্রাধিকার দেওয়া ঈমানের অপরিহার্য দাবী। ইবাদতকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য এতে আত্মিক ও দৈহিকভাবে নিবিষ্ট হওয়ার বিকল্প নেই। সেজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে কুদসীতে তাঁর ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একজন কর্মজীবী মানুষ জীবনের নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে অবসরে যান। কিন্তু আল্লাহ্র ইবাদত থেকে অবসর হওয়ার কোন সুযোগ নেই; বরং আল্লাহ্র দাসত্ব করার জন্য দুনিয়াবী কাজ-কর্ম থেকে অবসর হ'তে হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্র ইবাদত অব্যাহত রাখতে হয়।

ইবাদতের জন্য অবসর :

অবসরের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে اَلتَّفَرُّغُ। যার অর্থ- تَخَلِّى من الشُّغْلِ، 'ব্যস্ততা থেকে খালি হওয়া'।[১] যেমন আল্লাহ হাদীছে কুদসীতে বলেছেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও'।[২] অত্র হাদীছের অর্থ হ'ল- 'তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে একমাত্র আমার অভিমুখী কর। তবে তুমি সকল অবস্থায় তোমার প্রভুর দিকে মনোযোগ দিতে পারবে, তাঁর সামনে থাকার অনুভূতি নিয়ে তাঁর ভয়ে ভীত হ'তে পারবে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমল সম্পাদন করতে পারবে। আর এটাই হ'ল রাব্বুল আলামীনের ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার মর্ম'।[৩] মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, 'ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র দাসত্বের জন্য অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে খালি করে নেওয়া'।[৪]

শায়েখ মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুক্বাদ্দাম বলেন, 'আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য অবসর হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আয়-উপার্জন পরিত্যাগ করে রাত-দিন মসজিদে পড়ে থাকতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্তরে সবসময় ইবাদতের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা। কেননা মুমিন তো জানে না- তার সময়গুলো কার জন্য ব্যয় হবে- তার রবের জন্য? শয়তানের জন্য? নাকি স্বীয় নফসের জন্য? কারণ এমন অনেক মানুষ আছে- যারা মসজিদে ছালাত আদায় করে। আবার মসজিদ থেকে বের হয়েই আল্লাহ্র নাফরমানী ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। প্রকৃত মুমিনের অবস্থা কখনো এমন হয় না; বরং তার হৃদয় সর্বদা আল্লাহমুখী হয়ে থাকে। দুনিয়াবী কাজ করলেও সেটা আখেরাতের জন্য করে। ফলে তার হৃদয় কখনো আনুগত্য থেকে খালি থাকে না। বরং হৃদয়টা সর্বদা ইবাদতের জন্য অবসর যাপন করে। যেমন জনৈক সালাফকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- 'মানুষের অন্তর কি সিজদা করে?' জবাবে তিনি বলেন, 'অবশ্যই! মুমিনের অন্তর সিজদা করে। তার বাহ্যিক মাথা সিজদা করলে পুনরায় মাথা উত্তোলন করে; কিন্তু তার হৃদয় নিরবধি সিজদায় লুটিয়ে থাকে। অর্থাৎ তার হৃদয় যখন তওবা করে এবং আল্লাহমুখী হয়, তখন সর্বদা আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এভাবেই তার হৃদয় সর্বদা সিজদারত থাকে'।[৫]

আবূ সুলায়মান আদ-দারানী (রহঃ) বলেন, ما كلّ الدنيا يشغلك عن الله تعالى، فكان الزهد عنده التفرغ لله تعالى، وإنما الزاهد من تخلى عن الدنيا واشتغل بالعبادة والاجتهاد، 'যে বিষয়গুলো আল্লাহ থেকে তোমাকে বিমুখ রাখে সেটাই হ'ল দুনিয়া। সুতরাং দুনিয়া বিমুখতা হ'ল আল্লাহ্র জন্য অবসর হ'তে পারা। যাহেদ বা দুনিয়া বিমুখ সেই ব্যক্তি যে দুনিয়াবী স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র ইবাদতের পরিশ্রমে ব্যস্ত হ'তে পারে'।[৬]

সুতরাং ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার অর্থ হ'ল- আখেরাতের জীবনকে সামনে রেখে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করা। যখন বান্দা অহি-র বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপনের জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে, তখন তার সময়গুলো ইবাদতে অতিবাহিত হবে। এমনকি তার দুনিয়াবী কাজ-কর্মও ইবাদতে রূপান্তরিত হবে।

গুরুত্ব ও ফযীলত

মহান আল্লাহ হাদীছে কুদসীতে তাঁর ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। আমি তোমার বক্ষকে অভাবমুক্ত করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করে দিব। আর যদি সেটা না কর (অর্থাৎ আমার ইবাদতের জন্য অবসর না হও), তবে তোমার দু'হাতকে ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব-অনটনের পথ কখনো বন্ধ করব না'।[৭] অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَبَاعَدْ مِنِّي فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلًا، 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহ'লে আমি তোমার হৃদয়কে ধনী করে দিব এবং তোমার দুই হাতকে রিযিক দিয়ে পূর্ণ করে দিব। হে আদম সন্তান! আমার (ইবাদত) থেকে দূরে সরে যেও না!

---

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, পৃ. ৭৮৭।
২. তিরমিযী হা/২৪৬৬; ছহীহাহ হা/১৩৫৯; মিশকাত হা/৫১৭২, সনদ ছহীহ।
৩. শরহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৪৫।
৪. মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৮/৩২৩৮।
৫. দুরূসুশ শায়েখ মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুক্বাদ্দাম, ক্যাসেট, ২৫/৭।
৬. কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব, ১/৪১৯।
৭. তিরমিযী হা/২৪৬৬; মিশকাতা হা/৫১৭২; সনদ ছহীহ।

তবে আমি তোমার হৃদয়কে দারিদ্র্য দিয়ে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার দু'হাতকে ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব'।[৮]

উক্ত হাদীছে ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার পার্থিব উপকারিতা এবং অবসর না হওয়ার দুনিয়াবী পরিণাম বিধৃত হয়েছে। যারা আল্লাহ্র আনুগত্য এবং ইবাদতের জন্য সময় ব্যয় করবে- দুনিয়াবী জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। তিনি তাদের ঈমান-ইলম, ইবাদত-বন্দেগী, আয়-রোযগার, টাকা-পয়সা, জমা-জমি, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী-পরিবার, সন্তান-সন্ততি, গাড়ি-বাড়ি সহ জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুতে অপরিমেয় বরকত দান করবেন। তাদের হৃদয় থেকে অভাব-অনটন ও দরিদ্রতা দূর করে দিবেন। তিনি বান্দার মনের মধ্যে এমন এক শক্তিশালী অনুভূতি দান করবেন যে, সে অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। অল্প সম্পদকেই অধিক মনে করবে। তার মন ও ঘর ভরা প্রশান্তি থাকবে। সবার থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে সে কেবল আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী থাকবে। ইবাদতের জন্য অবসর যাপনকারী বান্দার জন্য মহান আল্লাহ এসবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উপরন্তু যারা আল্লাহ্র ঘরে সমবেত হয় এবং দ্বীন শেখা বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করে ও অবসর হয়, আল্লাহ তাদের হৃদয় জুড়ে প্রশান্তি নাযিল করেন। তাদের যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও হতাশা দূরীভূত করে দেন।[৯] এগুলো তো বান্দার জন্য দুনিয়াবী পুরস্কার, পরকালের পুরস্কার তো আছেই।

অপরদিকে যারা আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য অবসর হ'তে পারে না, শয়তানের খপ্পরে পড়ে ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য, দাওয়াত-তাবলীগ, ইলম অর্জন প্রভৃতি থেকে গাফেল থাকে- অপমান, দুর্দশা, অশান্তি ও লাঞ্ছনার ঘোর অন্ধকার তাদের জীবনকে ঢেকে ফেলে, তাদের জীবন থেকে বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটে না। অভাব দূর হয় না। মহান আল্লাহ তাদের জীবনকে সংকুচিত করে দেন। মূলতঃ এগুলো হ'ল ইবাদতের জন্য অবসর না হওয়ার পার্থিব শাস্তি। আর পরকালীন শাস্তি তো আছেই।

এজন্য প্রকৃত মুসলিম কখনো দুনিয়ার মোহে পড়ে ইবাদত থেকে গাফেল থাকতে পারে না। জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যে মুসলিম তার নিদর্শন কী? জবাবে তিনি বলেন, أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللهِ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، 'তুমি বলবে, আমি আমার মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্র দিকে সমর্পণ করলাম এবং (তাঁর অনুগত্যের জন্য) অবসর হয়ে গেলাম। তারপর তুমি ছালাত আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে'।[১০]

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، 'অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও' *(শারহ ৯৪/৭-৮)*। অত্র আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, إِذَا فَرغت مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَأَشْغَالِهَا وَقَطَعْتَ عَلَائِقَهَا، فَانْصَبْ فِي الْعِبَادَةِ، وَقُمْ إِلَيْهَا نَشِيطًا فَارِغَ الْبَالِ، وَأَخْلِصْ لِرَبِّكَ النِّيَّةَ وَالرَّغْبَةَ، 'যখন তুমি দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ব্যস্ততা থেকে অবসর হবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হবে, তখন ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর এবং অন্তরকে খালি করে সক্রিয়ভাবে ইবাদত সম্পাদন কর। আর নিয়ত ও আগ্রহকে একমাত্র তোমার রবের জন্য খালেছ কর'।[১১]

আবূ ছা'লাবা (রাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ تَفَرَّغَ لِعِبَادَةِ اللهِ، إِلَّا كَفَاهُ اللهُ مَؤُونَةَ الدُّنْيَا، 'কোন বান্দা যখন ইবাদতের জন্য সময় বের করে নেয়, তখন আল্লাহ তার পার্থিব ভোগ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান'।[১২] ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) বলেন, الْإِنْسَانُ مَخْلُوقٌ لِخِدْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَعُبُودِيَّتِهِ، فَإِذَا تَمَرَّدَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى عُوقِبَ بِضَرْبِ الرِّقِّ عَلَيْهِ، فَإِذَا أُزِيلَ الرِّقُّ عَنْهُ تَفَرَّغَ لِعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، فَكَانَ ذَلِكَ عِبَادَةً مُسْتَحْسَنَةً، 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্র খেদমত ও ইবাদত করার জন্য। কিন্তু যখন সে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তার উপর অন্যের দাসত্ব চাপিয়ে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। আর যখন তার থেকে অন্যের দাসত্ব সরিয়ে নেওয়া হয়, সে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য অবসর হয়ে যায়। আর তখন সেটা উত্তম ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়'।[১৩]

ইবাদতের জন্য অবসরের প্রকারভেদ :

ইবাদতের জন্য অবসর মূলত তিন ভাগে বিভক্ত : (১) মনের অবসর, (২) শরীরের অবসর এবং (৩) সময়ের অবসর। এই তিনটি অবসর একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক।

(১) মনের অবসর : একাগ্রতার সাথে গভীর মনোযোগী হয়ে ইবাদত করা, অন্তরকে রিয়ামুক্ত করে খুলূছিয়াত বজায় রাখা, নিয়ত পরিশুদ্ধ করা, ইবাদতের সময় পার্থিব চিন্তা দূর করা, মন থেকে কৃপণতার ময়লা ছাফ করে দান-ছাদাক্বাহ করা, আমল সম্পাদনের সময় অন্তরে ঈমান ও তাক্বওয়ার ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখা, আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজি ও নে'মত সম্ভার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, কুরআন অনুধাবন করা ইত্যাদি হ'ল মনের অবসর।

---

৮. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৭৯২৬; ছহীহাহ হা/১৩৫৯, সনদ ছহীহ।
৯. মুসলিম হা/২৬৯৯।
১০. সুনানে নাসাঈ হা/২৪৩৬, সনদ হাসান।
১১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৮/৪৩৩।
১২. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৫৭০।
১৩. মাফাতিহুল গায়েব (তাফসীরুর রাযী) ১২/ ৪৪৭।

(২) শরীরের অবসর : শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্র আনুগত্যে নিয়োজিত করা এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে যিকরে ব্যস্ত রাখা, সত্য কথা বলা, ন্যায়ের আদেশ-অন্যায়ের নিষেধ করা, চোখ-কান-যবান ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা, হালাল উপার্জনের জন্য কায়িক পরিশ্রম করা, পেটকে হারাম খাদ্য থেকে রিরত রাখা, জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা ইত্যাদি। মূলতঃ দুনিয়াবী কাজ থেকে ফারেগ হয়ে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ করাই হ'ল ইবাদতের জন্য শরীরের অবসর। তবে শরীরের অবসর মনের অবসরের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ নিয়তের পরিশুদ্ধি ছাড়া শুধু দৈহিক ইবাদতের কোন মূল্য নেই।

(৩) সময়ের অবসর : একটা নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখা, যে সময়টা শুধু ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। যেমন- প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জন্য সময় বরাদ্দ রাখা, নফল ছালাত আদায়ে সময় খরচ করা, রাতে ঘুম থেকে অবসর হয়ে তাহাজ্জুদের জন্য সময় বের করে নেওয়া, প্রতিদিন ঘুমের আগে বা সকাল বেলা কুরআন তেলাওয়াত ও অনুধাবনের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা, রামাযান মাসের শেষ দশকে পরিবার ও দুনিয়াবী কাজ থেকে অবসর হয়ে ই'তিকাফে বসা, দাওয়াত-তাবলীগ ও ইলম অর্জনের জন্য সময় ব্যয় করা, তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি। এগুলো হ'ল ইবাদতের জন্য সময়ের অবসর।

ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার স্বরূপ ও শর্ত

আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য শুধু সময়-শ্রম ব্যয় করলেই সফল হওয়া যায় না; বরং সেই ইবাদতকে স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কিছু স্বরূপ ও শর্ত রয়েছে, যা না থাকলে ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া পূর্ণাঙ্গ হয় না। এক্ষণে আমরা ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার কয়েকটি স্বরূপ ও শর্ত আলোকপাত করব।

(১) পৃথিবীর সকল কাজের উপর আল্লাহ্র ইবাদতকে প্রাধান্য দেওয়া :

ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার জন্য প্রথম করণীয় ও শর্ত হ'ল দুনিয়ার সকল কাজের উপর আল্লাহ্র আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়ে ইবাদতে রত হওয়া। কেননা পৃথিবীতে মানুষের প্রধান দায়িত্ব হ'ল আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং এজন্য তাকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করা হয়েছে *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী, আয়-উপার্জন প্রভৃতির উপরে যদি ইবাদত অগ্রাধিকার না পায়, তাহ'লে অবসরের ইবাদত পূর্ণাঙ্গ হয় না। সালাফদের যুগে একজন কাঠুরিয়া ছিল। তিনি ছালাতের ব্যাপারে এতটাই কঠোর ছিলেন যে, যখন তিনি কাঠ কাটার জন্য কুঠার উপরে উঠাতেন, আর সে সময় যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহ'লে সেই কুঠার আর চালাতেন না; বরং সেখানেই কাজ বন্ধ করে ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওনা হ'তেন। অপরদিকে আমাদের অবস্থা ভিন্ন রকম। আযান শোনার পরেও আমরা মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করি না। একদম জামা'আত শুরু হওয়ার আগে আগে কোনমতে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শামিল হই, অথবা দুই/তিন রাক'আত শেষ হওয়ার পরে মসজিদে প্রবেশ করি। যারা ছালাত সম্পর্কে সচেতন তাদের অবস্থা এমন। আর যারা উদাসীন, তারা তো এক ওয়াক্তের ছালাত আরেক ওয়াক্তে গিয়ে পড়েন অথবা একেবারে শেষ ওয়াক্তে গিয়ে কোনমতে ছালাতটা আদায় করে নেন। এরকম ছালাত আদায় করলে কিছু সময় ইবাদতে ব্যয় হয় বটে; কিন্তু ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না এবং ইবাদতের প্রভাবও হৃদয়ে অনুভূত হয় না। সালাফগণ মনে করতেন- আযান হয়ে যাওয়ার পরে যত ভালো কাজই করা হোক না কেন, সে কাজে কখনো বরকত হয় না। কারণ ছালাতের সময় হয়ে গেলে- আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য অবসরে যেতে হয়। প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহঃ) বলেন, مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مُنْذُ ثَلاَثِينَ سَنَةً إِلَّا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ، 'ত্রিশ বছর আমার এমনভাবে কেটেছে যে, মুওয়াযযিন আযান দেওয়ার সময় আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম'।[১৪]

মাসিক বেতন থেকে টাকা কাটার ভয়ে আমরা অফিসে সময়মত যাই; অথচ মসজিদে দেরীতে যেতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হই না। কোন যরূরী ফ্লাইট বা কাজ থাকলে কয়েকটা এলার্ম দিয়ে হ'লেও শেষ রাতে উঠে পড়ি, অলসতা পরিহার করি; কিন্তু ইবাদতের জন্য আমাদের ঘুম ভাংতেই চায় না। রাত জেগে জেগে আমরা মোবাইলের স্ক্রীনে বা টিভির পর্দায় খেলা দেখি, মুভি দেখি, গল্পগুজব করি, ফেইসবুক চালাই; কিন্তু ত্রিশ মিনিট সময় ব্যয় করে তাহাজ্জুদ পড়তে বা কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি না। রোগ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে হালাল খাবার আমরা পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্র নাফরমানির ভয়ে হারাম খাদ্য পরিহার করতে পারি না। এর অর্থ হচ্ছে আমরা ইবাদতকে দুনিয়ার কাজের উপরে প্রাধান্য দিতে পারিনি।

শুধু ছালাত নয়, যে কোন ইবাদতের জন্য পূর্ণ অবসর না হ'লে সেই ইবাদতের হক আদায় হয় না। যেমন- শারঈ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।[১৫] মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাওহীদের জ্ঞান হাছিল করার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এই ইবাদত সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য পূর্ণ অবসরের কোন বিকল্প নেই। তালেবুল ইলম ও ওলামায়ে কেরাম জানেন যে, ইলম অর্জনের জন্য কত নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই মহান ইলম হাছিলের জন্য হেরা গুহায় অবসর নিতে হয়েছিল।[১৬] এমনকি মূসা (আঃ) যখন ইলমী সফরে খিযির (আঃ)-এর কাছে গমন করেছিলেন তখন খিযির (আঃ) বলেছিলেন, يَا مُوسَى! تَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُهُ؛ فَإِنَّمَا الْعِلْمُ لِمَنْ تَفَرَّغَ لَهُ، 'হে মূসা! তুমি যদি ইলম হাছিল করতে চাও, তবে ইলমের জন্য অবসর হও, কেননা ইলম তার

১৪. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৩/২৭২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/২২১।*
১৫. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩, সনদ ছহীহ।*
১৬. *বুখারী হা/৩; মিশকাত হা/৫৮৪১।*

হাতেই ধরা দেয়, যে এর জন্য অবসর হয়'।[১৭] ছান'আনী বলেন, المراد من التفرغ للعبادة إيثارها على حظوظ الدنيا والإتيان بما أمر به منها فلا تلهيه عن ذكر الله لأنه لا يفعل إلا العبادة، 'ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উপরে ইবাদতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এরপর শরী'আত নির্দেশিত পন্থায় পার্থিব কাজ-কর্ম করা। তবে খেয়াল রাখতে হবে- যেন দুনিয়ার কাজ আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল করতে না পারে। কেননা মুমিন বান্দা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই পার্থিব কাজ-কর্ম করে থাকে'।[১৮]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أركان الكفر أربعةٌ: الكبرُ، والحسد، والغضب، والشهوة؛ فالكبر يمنعه الانقيادَ، والحسد يمنعه قبولَ النصيحة وبذلها، والغضبُ يمنعه العدلَ، والشهوة تمنعه التفرُّغَ للعبادة، 'কুফরির ভিত্তি চারটি : অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ এবং প্রবৃত্তিপরায়ণতা। অহংকার বান্দাকে আল্লাহ্র অনুগত হ'তে বাধা দেয়। হিংসা তাকে নছীহত গ্রহণ ও প্রদান করা থেকে বিরত রাখে। রাগ তাকে ন্যায়বিচার করতে বাধা দেয়। আর প্রবৃত্তিপরায়ণতা তাকে ইবাদতের জন্য অবসর হ'তে বাধা দেয়'।[১৯]

সুতরাং ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার প্রথম শর্ত হ'ল পৃথিবীর সকল কাজের উপর আল্লাহ্র দাসত্বকে প্রাধান্য দেওয়া এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুসারে সেই ইবাদত একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করা।

(২) উপস্থিত হৃদয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ইবাদত করা :

দুনিয়ার সাথে মনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে গভীর মনোযোগ দিয়ে ইবাদত করাই শরী'আতের নির্দেশ। গাফেল ও অনুপস্থিত হৃদয়ে ইবাদত করলে সেটা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার আরেকটি শর্ত হ'ল ইবাদতে গভীর মনোযোগী হওয়া। যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، 'অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও' *(শারহ ৯৪/৭-৮)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَهَامِّكَ فَانْصَبْ فِي طَاعَتِهِ وعِبَادَتِه، لِتَكُونَ فَارِغَ الْبَالِ، 'তুমি পার্থিব কাজ-কর্ম থেকে যখন অবসর হবে, তখন আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ কর। আর তখন তোমার অন্তর যেন (শুধু ইবাদতের জন্যই) খালি থাকে'।[২০] আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন, إذا تفرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء، أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، 'যখন তুমি ব্যস্ততা থেকে অবসর পাবে এবং তোমার হৃদয়ে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী কোন অনুভূতি থাকবে না, তখন তুমি ইবাদত ও দো'আ করতে সচেষ্ট হও এবং সেই ইবাদত ও দো'আ কবুলের প্রতি প্রবলভাবে আগ্রহী হও'।[২১] অতএব ইবাদত সম্পাদনে শুধু শারীরিক সম্পৃক্ততাই যথেষ্ট নয়; মনের পরিপূর্ণ উপস্থিতি সমানভাবে যরূরী। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর জন্য মনকে যদি অবসরে না আনা যায়, তবে শুধু দৈহিক অবসর ফলপ্রসু হয় না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাবার সামনে রেখে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন এবং খাবার খেয়ে তারপর ছালাত আদায় করতে বলেছেন, যেন ক্ষুধার জন্য ছালাতে মনোযোগ বিঘ্ন না হয় এবং ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়াটা যেন পরিপূর্ণ হয়।[২২]

তাছাড়া আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়ার আরেকটি অর্থ হচ্ছে, حضور القلب وخشوعه وخضوعه لله عز وجل أثناء العبادة، 'ইবাদত সম্পাদনকালে উপস্থিত হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হওয়া ও তাঁর প্রতি বিনীত হওয়া'।[২৩] অর্থাৎ খূশূ-খুযূ নিয়ে ইহসানের সাথে ইবাদত করা। যেমন শায়খ ইসমাঈল মুক্বাদ্দাম (রহঃ) বলেন, فمعنى التفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى: أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه، 'মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য অবসর হওয়ার অর্থ হচ্ছে বান্দা এমনভাবে ইবাদত করবে যেন সে আল্লাহকে দেখছে। যদি সে আল্লাহকে দেখার অনুভূতি নিয়ে ইবাদত না করতে পারে, তবে যেন মনে করে- আল্লাহ তাকে দেখছেন'।[২৪] কারণ অমনোযোগী হয়ে কোন ইবাদত করলে তার কোন মূল্য থাকে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، 'জেনে রাখ! আল্লাহ গাফেল ও অমনোযোগী মনের দো'আ কবুল করেন না'।[২৫] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ، خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَالْقَلْبُ سَاهٍ، 'উদাসীন হৃদয় নিয়ে সারা রাত ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনাসহ দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা উত্তম'।[২৬]

হাদীছে নববীতে ফরয ছালাতের পরে রাতের তাহজ্জুদকে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।[২৭]

১৭. *মাজমাউয যাওয়াইদ হা/১৭৭২২; ১০/২৩২, সনদ ছহীহ।*
১৮. *ছান'আনী, আত-তানভীর শারহু জামি'ইছ ছাগীর ৩/৪১০।*
১৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, ১/২৩১।*
২০. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৮/২৫৫।*
২১. *তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৯২৯।*
২২. *বুখারী হা/৫৪৬৫; মুসলিম হা/৫৬০।*
২৩. *মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২/৩৯৮।*
২৪. *দুরূসুশ শায়েখ ইসমাইল মুক্বাদ্দাম, ক্যাসেট নং: ২৫/৭।*
২৫. *তিরমিযী হা/৩৪৭৯; মিশকাত হা/২২৪১, সনদ হাসান।*
২৬. *ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব ১/৯৭; গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৪২৫।*
২৭. *মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হ/২০৩৯।*

এই ফযীলতের অন্যতম কারণ হচ্ছে- রাতের ছালাত যত একনিষ্ঠভাবে করা যায় অন্য সময় সেটা সম্ভব হয় না। আর রাতের বেলা মনোযোগ নষ্টকারী ও আকর্ষণকারী উপলক্ষ কম থাকে।[২৮] সেজন্য ইবাদতের অবসরে মনকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ্র অভিমুখী করাই হ'ল ঈমানের দাবী। যার মাধ্যমে ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য ও নেকী অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، 'কোন মুসলিম যখন পূর্ণরূপে ওযূ করে। তারপর ছালাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং (ছালাতে পঠিত ক্বিরাআত ও দো'আ) জেনে-বুঝে পড়ে। তবে সে ঐদিনের মতো (নিষ্পাপ) হয়ে ছালাত শেষ করে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল এবং তার কোন পাপ ছিল না'।[২৯] সুবহানাল্লহ! বুঝে-শুনে গভীর মনযোগী হয়ে ছালাত আদায় করার করণে এর ফযীলত কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে! এই হাদীছই প্রমাণ করে ইবাদতের অবসরে মন ও মনযোগের উপস্থিতি কত যরূরী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

(৩) ইবাদতে প্রবল আগ্রহ থাকা :

আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা দুনিয়াপাগল, তারা দুনিয়ার প্রতি বেশী আগ্রহী থাকে। আর যারা আখেরাতের জন্য পাগলপারা, ইবাদতের প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ থাকে। ক্বিয়ামতের দিন যে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল, رَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، 'এমন ব্যক্তি যে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরে পুনরায় সেখানে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তার অন্তরটা মসজিদের সাথে লটকানো থাকে'।[৩০] অর্থাৎ ইবাদতের প্রতি তার এত বেশী আগ্রহ ও ভালোবাসা থাকে যে, সে দুনিয়াবী কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়লেও হৃদয়টা সর্বদা মসজিদমুখী হয়ে থাকে এবং ইবাদতের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুমিন বান্দার উদাহরণ দিতে গিয়ে ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, لأن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، 'মসজিদের মধ্যে মুমিনের অবস্থান হচ্ছে পানির মধ্যে মাছের অবস্থানের মতো। আর মসজিদে মুনাফিক্বের অবস্থান হচ্ছে খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো'।[৩১]

ছাহবায়ে কেরাম ইবাদতের জন্য প্রবল আগ্রহী ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে ছিয়াম রেখেছে? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করেছে? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ মিসকীনকে আহার করিয়েছে? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ রোগীকে দেখতে গিয়েছে? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'যার মাঝে এ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩২] লক্ষ্য করুন! আবুবকর (রাঃ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে কতটা সচেষ্ট ছিলেন, যখনই কোন ইবাদতের সুযোগ পেয়েছেন তখন সেটাই লুফে নিয়েছেন। কোন ইবাদতের সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি।

ওহোদ যুদ্ধে মুজাহিদ বাছাইয়ের সময় বয়স কম হওয়ার কারণে বাদ পড়া তরুণ ছাহাবীদের আকুতি এবং ১৫ বছর বয়স না হওয়া সত্ত্বেও রাফে' বিন খাদীজ ও সমুরা বিন জুনদুবকে নেওয়ার কাহিনী আজও মুমিনের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। সেই সাথে তাবুকের যুদ্ধে বাহনের অভাবে যেতে না পারা ছাহাবীগণ, যারা ইতিহাসে 'ক্রন্দনকারীগণ' নামে খ্যাত, জিহাদের প্রতি তাদের আগ্রহ এবং আকুলিভরা কাহিনী যুগযুগান্তরে আল্লাহভীরু মুমিনদের পাথেয় হয়ে আছে।

সুতরাং জান্নাতে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা যদি না থাকে, তবে ইবাদতের জন্য হৃদয়ে আগ্রহ তৈরী হয় না। আর যখন আগ্রহ থাকে না তখন ইবাদতের জন্য অবসর হওয়াও সম্ভব হয় না। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, 'নেকী ও জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং ইলম অর্জনের মাধ্যমে ইবাদতে আগ্রহ তৈরী হয়। এই আগ্রহ ইবাদতে পরিশ্রমী হ'তে উদ্বুদ্ধ করে এবং অলসতা পরিহার করতে অনুপ্রাণিত করে।[৩৩]

(৪) ইবাদতে বিরক্ত না হওয়া :

ইবাদতে বিরক্ত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। কারণ সামর্থ্যের অতিরিক্ত আমল করা শুরু করলে কয়েকদিন পরে সেটাতে বিরক্তি চলে আসবে। তাই ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাক। কারণ আল্লাহ (ছওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমল সম্পাদনে) ক্লান্ত হয়ে পড়। আর আল্লাহ্র নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয়'।[৩৪] বায়যাভী বলেন, 'ইবাদতের বিরক্তি হওয়ার অর্থ হচ্ছে আমল সম্পাদনে শৈথিল্য অনুভূত হওয়া। সামর্থ্যের অধিক অনুশীলনের কারণে এটা ঘটে, যা

২৮. *উসামা সুলাইমান, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম ২/১৮।*
২৯. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩৫০৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৯০, সনদ ছহীহ।*
৩০. *বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯১।*
৩১. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ২/৫৯৪।*
৩২. *মুসলিম হা/১০২৮; আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৫।*
৩৩. *মাদারিজুস সালিকীন ২/৫৬।*
৩৪. *বুখারী হা/৫৮৬১; মুসলিম হা/৭৮২।*

ইবাদতে ক্লান্তি সৃষ্টি করে এবং তা থেকে দূরে রাখে'।[৩৫]

কেউ যদি ইবাদতে অবসর হওয়ার জন্য তাহাজ্জুদ শুরু করতে চায় এবং প্রথম পর্যায়েই দুই-তিন ঘণ্টার ক্বিয়ামুল লাইলে কঠোরভাবে আত্মনিয়োগ করে। তবে দেখা যাবে যে, কয়েক দিন পর তার উদ্যোমে ভাটা পড়বে এবং সে তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিবে। সেজন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সমার্থ্য অনুযায়ী ইবাদতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যেন সেটা নিয়মিত সম্পাদন করা যায়, বিরক্তি না আসে এবং আগ্রহে ভাটা না পড়ে।

উল্লেখ্য, অনেক সময় পাপের কারণে ইবাদতে বিরক্তি চলে আসে। সেজন্য ইবাদতে বিরক্তি আসার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি ঈমানী শক্তি ও শারীরিক সক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। কারো জন্য হয়ত তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়া সহজ, আবার কারো জন্য ছিয়াম পালন করা সহজ। কেউ অর্থনৈতিক ইবাদতে বেশী পারদর্শি, আবার কেউ দৈহিক ইবাদতে অধিক পারঙ্গম। আবার কেউ সবক্ষেত্রেই সমানভাবে ইবাদত করতে সক্ষম। যেমন আবুবকর (রাঃ) সব ইবাদতেই সমানভাবে তৎপর ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) শারীরিক দুর্বলতার কারণে ছিয়াম কম রেখে তাহাজ্জুদ ও কুরআন তেলাওয়াতে বেশী সময় ব্যয় করতেন।

কিন্তু কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সহ ফরয ইবাদতগুলোতে বিরক্তি অনুভব করে, কুরআন তেলাওয়াতে ক্লান্তিবোধ করে, তবে বুঝে নিতে হবে- অধিক পাপের কারণে তার হৃদয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে, যার আশু চিকিৎসা করা প্রয়োজন। আর অন্তরের রোগ-ব্যাধির প্রধান প্রতিষেধক হ'ল তওবা-ইস্তিগফার ও কুরআন অনুধাবন। আল্লাহ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ– 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ' *(ইসরা ১৭/৮২)*। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ (রহঃ) বলেন, لو تفرغتم لكتاب الله عز وجل لوجدتم فيه شفاء لما تريدون، 'যদি তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের জন্য অবসর হও, তবে তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী (দৈহিক ও মানসিক সব রোগের) আরোগ্য সেখানে পেয়ে যাবে'।[৩৬]

(৫) ইবাদতের মাধ্যমে প্রশান্তি অনুভূত হওয়া :

ইবাদতের প্রশান্তি অর্জিত না হ'লে দুনিয়ার প্রকৃত সুখ কিছুতেই লাভ করা সম্ভব হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের প্রশান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম ছিল আল্লাহ্র ইবাদত। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، 'সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে অতি প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতের মধ্যে'।[৩৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের সময় হ'লে বেলাল (রাঃ)-কে বলতেন, قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، 'হে বিলাল! আযান দাও, আমাদেরকে ছালাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করো'।[৩৮] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, أرحنا بها، فإن فيها الراحة والطمأنينة والسكينة، 'ছালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি দাও- এই কথা বলেছেন এজন্য যে, ছালাতে রয়েছে আত্মিক সুখ, মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি'।[৩৯]

ইবাদতের অবসর নেককার সালাফদের আনন্দ দিত। লুবাবা (রহঃ) বলেন, 'আমি যখন ইবাদত-বন্দেগীতে পরিশ্রম করি, তখন এর মাধ্যমে প্রশান্তি অনুভব করি। মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতে যখন আমি পরিশ্রান্ত হয়ে যাই, তখন আল্লাহ্র যিকর আমাকে সঙ্গ দেয়। আর সৃষ্টিকূল যখন আমাকে ক্লান্ত করে ফেলে, তখন আমার হৃদয়জুড়ে প্রশান্তি এনে দেয় আল্লাহ্র ইবাদতের অবসর এবং তাঁর খেদমতে দণ্ডায়মান হওয়া'।[৪০]

অপরদিকে আমরা ইবাদতে আনন্দ পাই না। বরং মজাদার খাবার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, নাটক, সিনেমা, মুভি, আড্ডাবাজি, গাল-গল্প, খেলাধুলা, ঘোরাঘুরি প্রভৃতি আমাদের আনন্দ দেয়। মোবাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটালে তাতে বিরক্ত লাগে না, বরং ভালো লাগে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতে বসলে, তা'লীমী বৈঠকে বসলে- দশ মিনিটের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠি। রাত জেগে জেগে মুভি বা খেলা দেখতে আমাদের মজা লাগে, কিন্তু তাজাজ্জুদে আমরা মজা পাই না। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বা দ্বীনের পথে সময় দেওয়ার ব্যাপারে কত হিসাব নিকাশ করি, কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থের পিছনে বেহিসাব সময় খরচ করতে কুণ্ঠিত হই না। মূলতঃ আমাদের পাপাচার ও বেশুমার অবাধ্যতার কারণে আমাদের হৃদয়ে মরিচা পড়ে গেছে। তাই আমরা ইবাদতে প্রশান্তি লাভে ব্যর্থ হচ্ছি এবং ইবাদতের অবসরে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। আব্দুল্লাহ আর-রাযী (রহঃ) বলেন, إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَجِدَ حَلاوَةَ الْعِبَادَةِ وَتَبْلُغَ ذُرْوَةَ سَنَامِهَا؛ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا حَائِطًا مِنْ حَدِيدٍ، 'যদি তুমি ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করতে চাও এবং আনুগত্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে আনন্দিত হ'তে চাও, তবে তোমার পার্থিব কামনা-বাসনার মাঝে লোহার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দাও'।[৪১]

আবূল লাইছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, বান্দা ইবাদতের মিষ্টতা লাভ করতে পারবে কেবল তখনই, যখন সে তার নিয়তকে খালেছ করে ইবাদতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহভীরুতার সাথে আমল করবে। যখন সে নিয়ত পরিশুদ্ধ

৩৫. ওবায়দুল্লহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৪/২৪১।
৩৬. তাফসীরে ছা'লাবী (আল-কাশ্ফু ওয়াল বায়ান), ২/২৪৩।
৩৭. আহমাদ হা/১২২৯৩; নাসাঈ হা/৩৯৪০; মিশকাতা হা/৫২৬১, সনদ হাসান।
৩৮. মুসনাদে আহমাদ হা/২৩০৮৮; আবূদাঊদ হা/৪৯৮৬, সনদ ছহীহ।
৩৯. ছালেহ আল-উছায়মীন, মাকারিমুল আখলাক্ব (রিয়াদ: দারুল ওয়াত্বান, তাবি) পৃ. ২১।
৪০. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৪০০।
৪১. আহমাদ আদ-দিনাওয়ারী, আল-মুজালাসাহ ও জাওয়াহিরুল ইলম, ৩/৫৩৩।

www.at-tahreek.com

করবে, তখন দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাকে এই আমল করার তাওফীক্ব দান করেছেন। ফলে তার হৃদয়ে শুকরিয়া ও প্রশান্তির অনুভূতি জাগ্রত হবে।[৪২]

সুতরাং ইবাদতের সময় লক্ষ্য করতে হবে যে, আমি ইবাদতের মাধ্যমে প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করতে পারছি কি-না। যদি প্রশান্তি পাই তাহ'লে ইবাদতের অবসর যথার্থ হয়েছে। আর যদি প্রশান্তি না পাই, তাহ'লে নিশ্চিত বুঝে নিতে হবে, আমাদের পাপই এর জন্য দায়ী। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, 'যদি তুমি রাত্রি জাগরণে সক্ষম না হও এবং দিনের বেলা ছিয়াম পালন করতে না পার, তবে তুমি বুঝে নিবে, তুমি আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত। তোমার পাপ তোমার হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়েছে'।[৪৩]

(৬) ইবাদতে পরিশ্রম করা :

ঐকান্তিক পরিশ্রম ছাড়া কোন সফলতা পাওয়া যায় না। সেটা দুনিয়ার সফলতা হোক বা আখেরাতের সফলতা হোক। তবে দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের সফলতা অর্জনে বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্বাপর সকল গুনাহ-খাতা মাফ হওয়া সত্ত্বেও ইবাদতে পরিশ্রম করতেন। রাত জেগে দীর্ঘ ক্বিয়ামের কারণে তার পা দু'টো ফুলে যেত। আল্লাহ্র ইবাদতে এতো কঠোর পরিশ্রমের কারণ জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলতেন, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا 'আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না'?[৪৪] তিনি শুধু জিহাদের ময়দানে কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় দুই বছর সময়। বরী'আ ইবনে কা'ব আল-আসলামী (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার তীব্র আকাঙ্খা ব্যক্ত করলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাকে ফরয ছালাতের পাশাপাশি বেশী বেশী নফল ছালাত আদায়ের পরামর্শ দেন।[৪৫]

আমরা দুনিয়াবী সফলতার জন্য যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করি, জান্নাত লাভের জন্য যদি তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করতে পারতাম, তবে আমাদের জীবনটা কতই না সুন্দর হ'ত! মানুষ দুনিয়াতে কয়েকদিন ভালো থাকার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে যেভাবে সময়-শ্রম ব্যয় করে, আখেরাতে ভালো থাকার জন্য তার কানাকড়ি পরিশ্রম করতে রাযী হয় না। অথচ আখেরাতের জীবনই উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, اجتهدوا في العمل، فإن قصّر بكم ضعف فكفّوا عن المعاصي، 'তোমরা আমল সম্পাদনে পরিশ্রম কর। যদি দুর্বলতা সত্যিই তোমাদের বাধাগ্রস্ত করে, তবে গোনাহ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ'।[৪৬] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, من كان قويا فليعتمد على قوّته في طاعة الله؛ وإن كان ضعيفا فليكّف عن معاصي الله، 'যে ব্যক্তি শক্তিশালী, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্যে স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করে (অর্থাৎ শক্তিশালী ব্যক্তির মতো ইবাদত করে)। আর যে ব্যক্তি (ইবাদতে) দুর্বল, সে যেন আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে'।[৪৭]

সুতরাং আল্লাহ যাকে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার জন্য যরূরী হ'ল দৈহিক, আত্মিক ও অর্থনৈতিক ইবাদতের জন্য অবসরে যাওয়া এবং আল্লাহ্র রেযামন্দি হাছিলের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। মৃত্যুর আগেই আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে সর্বাত্মক পরিশ্রমী ও মনোযোগী হওয়া। বেলাল ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমাদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি কি মৃত্যু পসন্দ কর?' সে উত্তরে বলবে, 'না'। যদি বলা হয়, 'কেন?' তাহ'লে বলবে, 'আমি আমল করার আগে মরতে চাই না'। আবার সে বলবে, 'আমি আগামীকাল থেকে আমল করা শুরু করব'। তার অবস্থাটা একটু খেয়াল করে দেখ, সে মৃত্যুকেও পসন্দ করে না আবার নেক আমল করাও পসন্দ করে না।[৪৮]

বিশিষ্ট ছাহাবী আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইবাদতে কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে আমলের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেন। তাকে বলা হ'ল, যদি আপনি একটু বিরত থাকতেন এবং নিজের প্রতি সামান্য কোমলতা প্রদর্শন করতেন?' তখন তিনি বললেন, 'যখন কোন ঘোড়াকে কোথাও পাঠনো হয়, গন্তব্যের কাছাকাছি গিয়ে সে তার সর্বশক্তি ব্যয় করে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যায়। আমিও আমার গন্তব্যের নিকটবর্তী হয়েছি এবং সময়ও খুবই অল্প। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আল্লাহ্র ইবাদতে পরিশ্রমী অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন।[৪৯] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন! যে নিজের জীবনকে আখেরাতমুখী জীবন বানিয়েছে। ফলে রুটির টুকরো আহার করেছে, পুরাতন কাপড় পরিধান করেছে, ইবাদতে পরিশ্রম করেছে, নিজের পাপের জন্য কান্নাকাটি করেছে, আল্লাহ্র আযাব থেকে পলায়ণ করেছে এবং আল্লাহ্র রহমত অন্বেষণ করেছে, অবশেষে এই অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছে'।[৫০]

সুতরাং নিজে হিসাব করা উচিত যে, আমি আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য এবং আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে কতটুকু পরিশ্রম করছি। যদি আল্লাহ্র আনুগত্যে পরিশ্রমী হওয়া যায়, তবে ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া যথার্থ হবে এবং হেদায়াত লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ– 'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

৪২. সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ৫৯২।
৪৩. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/২৩৮।
৪৪. বুখারী হা/১১৩০; মুসলিম হা/২৮১৯।
৪৫. মুসলিম হা/৪৮৯।
৪৬. ইবনু কুতায়বাহ, উয়ূনুল আখবার ২/৩৯৭।
৪৭. ইবনু আব্দি রব্বিহী, আল-ইক্বদুল ফারীদ ৩/১৩৪।
৪৮. আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৫/২৩০।
৪৯. ইবনু আবীদ্দুনইয়া, কাছরুল আমাল, পৃ. ১০৮।
৫০. বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ৬৫।

(৭) ইবাদতে ইস্তিক্বামাত থাকা :

আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার সর্বশেষ স্বরূপ হ'ল ইবাদতে ইস্তিক্বামাত তথা অবিচল থাকা। আর ইবাদতে অবিচল থাকার অর্থ হচ্ছে গুরুত্বের সাথে নিয়মিত আল্লাহ্র আনুগত্য করা এবং শরী'আতের আদেশ-নিষেধ মান্য করে সর্বদা ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، 'তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তোমরা তাঁর দিকেই দৃঢ়ভাবে গমন কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৬)*। আল্লামা সা'দী বলেন, এই আয়াতের নির্দেশ হ'ল, اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى، بتصديق الخبر الذي أخبر به، واتباع الأمر، واجتناب النهي، هذه حقيقة الاستقامة، 'আল্লাহ (কুরআনের মাধ্যমে) যে সংবাদ দিয়েছেন, তা সত্য হিসাবে বিশ্বাস করে, তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়ে এবং নিষেধকে বর্জন করে তোমরা এমন পথের পথিক হও, যে পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে নিয়ে যাবে। আর এটাই ইস্তিক্বামাতের প্রকৃত স্বরূপ'।[৫১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، 'অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ সেভাবে দৃঢ় থাক এবং তোমার সাথে যারা (শিরক ও কুফরী থেকে) তওবা করেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সকল কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন' *(হূদ ১১/১১২)*। ইবনু আত্বিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিরাতে মুস্তাক্বীমে দৃঢ়ভাবে অটল থাকার পরে আল্লাহ তাঁকে ইস্তিক্বামাতের নির্দেশ দিয়েছেন। মূলতঃ এটা হচ্ছে ইবাদতে নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে দৃঢ় থাকার নির্দেশ'।[৫২] আবুবকর আল-জাযায়েরী বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আক্বীদা, ইবাদত, শারঈ বিধি-বিধান প্রতিপালন এবং আদব-শিষ্টাচার সহ দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকাকে অপরিহার্য করা হয়েছে'।[৫৩]

সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আছ-ছাক্বাফী (রহঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন একটি কথা বলুন, যে বিষয়ে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করব না। আল্লাহ্র রাসূল তাকে বললেন, قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، 'তুমি বল! আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এর উপর অবিচল থাক'।[৫৪] অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، 'আর আল্লাহ্র নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয়'।[৫৫] আর অল্প ইবাদত যখন নিয়মিত করা হয়, তখন গাফেলতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি নেওয়ার অনুভূতি সদা জাগ্রত থাকে। ইবাদতে ইস্তিক্বামাত থাকার মূল উদ্দেশ্য এটাই। কেননা মানুষ জানে না কখন তার মৃত্যু চলে আসবে। সেজন্য যুহাইর ইবনে নু'আইম বলেন, إحذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة، 'সতর্ক থেকো! উদাসীন থাকা অবস্থায় আল্লাহ যেন তোমাকে পাকড়াও না করেন'।[৫৬]

তবে ইবাদতে ইস্তিক্বামাত তখনই আসে, যখন ইবাদতটা খুলূছিয়াতের সাথে করা হয় এবং এর মাধ্যমে নিজের ভিতর-বাহির প্রভাবিত হয় ও প্রশান্তি অনুভূত হয়। কারো ইবাদত যদি তাকে প্রবৃত্তির লাগাম টানতে এবং পাপ বর্জন করতে উৎসাহিত না করে, তবে বুঝতে হবে- ইবাদতের হক্ব আদায় হচ্ছে না। ফলে এই ইবাদতে অবিচল থাকাও তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া মনকে আল্লাহ্র ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত রাখা খুব সহজ ব্যাপার নয়; ইবাদতের অবসরে যাওয়ার জন্য যারা নিয়মিত স্বীয় নফসের সাথে মুজাহাদা করে, কেবল তারাই ইস্তিক্বামাতের গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, كَابَدتُ نَفْسِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً حَتَّى اسْتَقَامَتْ، 'আমি চল্লিশ বছর নিজের নফসের সাথে সংগ্রাম করেছি, তারপর সে (আল্লাহ্র অনুগত্যে) অবিচল হয়েছে'।[৫৭]

উপসংহার :

সম্মানিত পাঠক! আল্লাহ্র সফল বান্দা হওয়ার জন্য ইবাদতের অবসর একটি অপরিহার্য মাধ্যম। আমরা কোভিড-১৯-এর সময় দেখেছি- করোনায় আক্রান্ত রোগীকে তার পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হ'ত। করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটাই ছিল প্রধান চিকিৎসা। ঠিক সেরকম পাপ বিদগ্ধ পরিবেশে নিজেকে জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলতে ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার কোন বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে- মৃত্যুর পরে কবরে একা একা থাকতে হবে, হাশরের ময়দানে একা চলতে হবে, তাই দুনিয়াতে নিজের নাজাতের পথ নিজেকেই নির্ধারণ করতে হবে। জান্নাতের রাজপথে চলতে গিয়ে জিনরূপী ও মানবরূপী শয়তান যেন কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে না পারে- সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের ঈমান ও আমলে বরকত দান করুন। আমৃত্যু তাঁর আনুগত্যে অবিচল রাখুন এবং তাঁর ইবাদতের জন্য সময় বের করার তাওফীক্ব দানে ধন্য করুন- আমীন!

৫১. তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৭৪৫।
৫২. আবূ হাইয়ান আন্দালুসী, আল-বাহরুল মুহীত্ব, ৬/২২০।
৫৩. জাযায়েরী, আয়সারুত তাফাসীর, ২/৫৮৪।
৫৪. মুসলিম হা/৩৮; মিশকাত হা/১৫।
৫৫. বুখারী হা/৫৮৬১; মুসলিম হা/৭৮২।
৫৬. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/২২৯।
৫৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৩৫৫।

আল-কুরআনে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পানি ও সূর্যের তরঙ্গচক্র

*-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী**

আমাদের চারপাশ কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে? এর মেকানিজম কি? পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত মানুষ জন্মেছে আবার মৃত্যুবরণ করেছে। অগণিত পশু-পাখি, গাছপালা জন্মেছে আবার মৃত্যুবরণ করছে। প্রশ্ন হ'ল- এত কোটি কোটি প্রাণী, উদ্ভিদ তাদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ করেছিল, এখনো যারা জীবিত আছে তারাও খাদ্য গ্রহণ করে যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর খাদ্য উপাদানের পরিমাণের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না কেন? পৃথিবীর এই রহস্য উদঘাটনে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন। ১৮৫৬ সালে সর্বপ্রথম জুল রেইসেট নাইট্রোজেন চক্র সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৭৭২ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে গবেষণা করে জোসেপ প্রিস্টলি এবং এন্টইন ল্যাভয়সার কার্বনচক্র আবিষ্কার করেন। এভাবে ফসফরাস চক্রসহ আরো তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এগুলোর উপর গবেষণা করে জানা যায় যে, এগুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভূমিতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় ভূমি হ'তে বাইরে বেরিয়ে আসে। এছাড়া আসমান হ'তে বিভিন্ন ধরনের তাড়িত চৌম্বক রশ্মি যমীনের দিকে নেমে আসে যা কাজে লাগিয়ে মানুষ বিশ্ব জয় করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বসৃজন ও পরিচালনা সম্পর্কে বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর উন্নীত হয়েছেন আরশে। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু সেখান থেকে নির্গত হয়। আর যা কিছু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় ও যা কিছু সেখানে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন (জ্ঞানের মাধ্যমে), যেখানেই তোমরা থাক। আর তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ দেখেন' *(হাদীদ ৫৭/৪)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অনেক নিদর্শন পেশ করেছেন। যেমন- (১) আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করা। (২) যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে তা থেকে যা বের হয় এবং (৩) আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা উত্থিত হয় এসবই তাঁর ইলমে রয়েছে।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব পরিচালনার কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আয়াতে উল্লিখিত যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং যা কিছু বের হয় দ্বারা কিছু চক্র সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ যা অব্যাহতভাবে যমীনে প্রবেশ করে এবং যমীন হ'তে বের হয়।

অনুরূপভাবে আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু উত্থিত হয়। নিম্নে যেসকল চক্র পৃথিবীর সূচনা হ'তে যমীনে চলমান রয়েছে এবং যা আসমান হ'তে অবতীর্ণ হয় এবং তা দ্বারা মানবজীবন কিভাবে উপকৃত হচ্ছে এ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হ'ল।-

নাইট্রোজেন চক্র : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৭৮% নাইট্রোজেন গ্যাস বিদ্যমান। আমাদের প্রতি নিঃশ্বাসে এই নাইট্রোজেন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং পুনরায় বের হয়ে আসে। কিন্তু এই নাইট্রোজেন আমাদের শরীরের ভিতরে কোন ধরনের বিক্রিয়া করে না। এর কারণ হ'ল নাইট্রোজেন একটি অত্যধিক নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির গ্যাস। নাইট্রোজেনকে ভাংগতে ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় যা বজ্রপাতের কারণে উৎপন্ন হয়। বজ্রপাতের কারণে বায়ুতে থাকা নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রাস অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা বাতাসের অক্সিজেন এবং বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন করে। এই এসিড বৃষ্টির পানির সাথে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। এই এসিড মাটির ক্ষারীয় উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে নাইট্রেট লবণ তৈরী করে, যা গাছপালা সার হিসাবে গ্রহণ করে তাদের পুষ্টি এবং বৃদ্ধি সাধন করে। এই কারণে বজ্রবৃষ্টির পর গাছ-পালা, লতা-পাতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরপর এই নাইট্রোজেন লতা-পাতা, ফলমূল শাক-সবজির মাধ্যমে প্রোটিন হিসাবে প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। এ প্রোটিন জীব কোষের প্রধান উপাদান হওয়ায় প্রতিটি প্রাণীর দেহ গঠনে এটি অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করে।

এছাড়া শৈবাল ও মটর, শিম, ছোলা প্রভৃতি লিগুমিনাস জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের গুটিতে সিমবায়োটিক জীবাণু দ্বারা বায়ুর নাইট্রোজেন শোষণ করে। এই ব্যাকটেরিয়া থেকে নিঃসৃত মলিবেডনাম ধাতু নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং মাটির বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কয়েক ধাপে নাইট্রেট আয়নে পরিণত করে, যা উদ্ভিদ মাটি হ'তে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এই উদ্ভিদ প্রাণীকূল প্রোটিন হিসাবে গ্রহণ করে এবং বর্জ্য প্রস্রাবে ইউরিয়া হিসাবে ত্যাগ করে। মানুষ ও অন্যান্য পশু-পাখি যখন মারা যায় এবং মাটিতে কবরস্থ করা হয় তখন মাটির ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রেট আয়নে পরিণত হয়। এই আয়নের কিছু অংশ স্থলজ এবং জলজ উদ্ভিদ শোষণ করে, কিছু অংশ শিলাতে সংরক্ষিত হয় এবং বাকী অংশ ডি-নাইট্রিফাইং জীবাণুর প্রভাবে বিজারিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। মূলতঃ এ কারণেই কবরস্থানে অধিক গাছপালা জন্মাতে দেখা যায়।

এই বর্ণনা হ'তে আরোও জানা গেল যে, আমরা মুসলমানরা মৃতদেরকে যেভাবে মাটিতে কবরস্থ করি তা বিজ্ঞানসম্মত এবং এর দ্বারা পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না বরং পরিবেশের উপকার হয়। এভাবে নাইট্রোজেন ভূমিতে প্রবেশ এবং বের হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[১]

১. *উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন ২য় পত্র, ১ম অধ্যায়, হাজারী ও নাগ।*

ফসফরাস চক্র : ফসফরাস পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে পাললিক শিলাগুলিতে ফসফেট খনিজ হিসাবে রয়েছে। এই শিলাগুলি আবহাওয়া এবং ক্ষয় হওয়ার কারণে, শিলাতে বিদ্যমান ফসফেটগুলি মাটিতে প্রবেশ করে এবং নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে প্রবেশ করে। মাটির উপরে এবং সমুদ্রে থাকা উদ্ভিদসমূহ সমস্ত জীবের বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জৈব যৌগ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ফসফেট শোষণ করে। পরবর্তীতে এই ফসফেট খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণী দেহে প্রবেশ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা অর্জিত ফসফেট প্রাণীর মলত্যাগের মাধ্যমে এবং মৃত জীবের পচনের মাধ্যমে মাটি বা সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে ফসফরাস চক্র চলতে থাকে। এভাবেই মাটি থেকে উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহে প্রবেশ করে। এরপর আবার মাটিতে ফিরে আসে। *(A project of the University of California Museum of Paleontology, phosphorus cycle)*

কার্বন চক্র : পৃথিবীর কর্ম সম্পাদনের জন্য কার্বন চক্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কার্বন সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল, মাটি এবং জীবিত বস্তুর মধ্যে স্থানান্তরিত হয় ঘণ্টা থেকে শতাব্দীর সময়ের স্কেলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভূমিতে আলোক সংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং সেই কার্বন পরমাণুগুলি উদ্ভিদের শরীরের অংশ হয়ে যায়। তৃণভোজীরা গাছপালা খায় এবং মাংসাশীরা তৃণভোজী প্রাণী গরু, ছাগল ইত্যাদি খায়, তাই কার্বন খাদ্যের মাধ্যমে এক দেহ হ'তে অন্য দেহে স্থানান্তারিত হয়। এদিকে প্রাণী এবং জীবাণুর শ্বাস-প্রশ্বাস কার্বনডাই অক্সাইড হিসাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ফিরিয়ে দেয়।

যখন জীবের মৃত্যু হয় তখন কার্বন ক্ষয় হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে বা তাদের কিছু বর্জ্যের সাথে মাটিতে মিশে যায়। দাবানলের সময় বায়োমাসের দহনও উদ্ভিদে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ কার্বন বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়।

এই কার্বন হ'ল উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহ গঠনের মূল উপাদান। পৃথিবীর মোট কার্বনের পরিমাণ নির্ধারিত। যখন নতুন জীবন গঠিত হয়, কার্বন প্রোটিন এবং ডিএন-এর মত মূল অণু গঠন করে। যখন মায়ের গর্ভে সন্তানের দেহ গঠন শুরু হয় তখন মায়ের দেহ হ'তে প্রয়োজনীয় কার্বন সন্তান দেহ গ্রহণ করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে শিশু তার খাদ্যের মাধ্যমে কার্বন গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার মৃত্যুর মাধ্যমে প্রকৃতির কার্বন প্রকৃতির মাঝে ফিরে আসে।[২]

সূর্যরশ্মি : সূর্যরশ্মি প্রায় ৩০০,০০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে (১৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ডে) মহাকাশে ভ্রমণ করে। যখন সূর্যের আলো পৃথিবীতে আঘাত করে, তখন এটি অধিকাংশই প্রতিফলিত হয় বা শোষিত হয়। প্রতিফলিত আলো আবার মহাকাশে বাউন্স করে এবং শোষিত আলো শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে।

আগত সূর্যরশ্মির কিছু অংশ পৃথিবীর মাটি শোষণ করে এবং বাকী অংশ প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডল এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। সূর্য পৃথিবীকে তার অধিকাংশ শক্তি সরবরাহ করে। পৃথিবীতে পৌঁছানো সূর্যের আলোর প্রায় ৭১% ভূ-পৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয়। পৃথিবী যে পরিমাণ আলোকরশ্মি শোষণ বা প্রতিফলন করে, এর উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর শক্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এর উপর ভিত্তি করেই পৃথিবী তার কাজ সম্পাদন করে। ভূ-পৃষ্ঠ শোষিত এই রশ্মি পুনরায় দীর্ঘ তরঙ্গ, অবলোহিত রশ্মি এবং তাপ হিসাবে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। ভূ-পৃষ্ঠ যত বেশী সূর্যালোক শোষণ করে, এটি তত বেশী উষ্ণ হয় এবং আরও শক্তি তাপ হিসাবে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে বিকিরণ করে। এই পুনরায় বিকিরণ করা তাপ গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মেঘ দ্বারা শোষিত হয় এবং পুনরায় বিকিরণ করে এবং গ্রীনহাউস প্রভাবের (কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুর তুলনায় ভারী এবং তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা) মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে।

যেহেতু পৃথিবী একটি গোলক, পৃথিবীর সমস্ত অংশ একই পরিমাণে সৌর বিকিরণ পায় না। যেহেতু পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তন করছে তাই পৃথিবী হ'তে সূর্যের দূরত্ব সবসময় একই থাকে না এবং পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠে সূর্যালোক বিভিন্ন কোণে আপতিত হয়। এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যালোকের শোষণ এবং প্রতিফলন বিভিন্ন পরিমাণে হয়। ফলে আমরা বছরে বিভিন্ন ঋতু দেখতে পাই এবং বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের ফল-মূল, শাক-সবজি উৎপাদন হ'তে দেখা যায়। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা সূর্যালোককে বিভিন্ন কোণে ভূমির ভিতরে প্রবেশ করিয়ে তার বান্দাদের জন্য সারা বছর বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন।

এই চক্রগুলো যমীনে চলমান থাকার কারণে পৃথিবীর মোট কার্বন, নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের কোনরূপ ঘাটতি ঘটেনি। উপরের বিশ্লেষণ হ'তে আল্লাহ তা'আলার আরেকটি ছিফাত সুস্পষ্ট হয় তা হ'ল আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বা খালেক। এর কারণ হ'ল যদি একাধিক স্রষ্টা থাকত তবে একজন মানুষের সৃষ্টি হ'তে মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়া পর্যন্ত কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র এবং ফসফরাস চক্রের মধ্যে সুনিপন একটি লিংক করা সম্ভব হ'ত না। উপরের এই বর্ণনা কেবল একজন সৃষ্টিকর্তার দিকেই ইঙ্গিত করে। আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ– 'যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত, তাহ'লে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের মালিক আল্লাহ মহা পবিত্র' *(আম্বিয়া ২১/২২)*।

আমরা আসমান হ'তে কেবল বৃষ্টি পতিত হওয়া দেখতে পাই। কিন্তু আরো অনেক কিছু অবতীর্ণ হয়, যা খালি চোখে দেখা যায় না। আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, আসমান হ'তে বিভিন্ন ধরনের রশ্মি অবতীর্ণ হয়, যা মানব জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-

২. *Britannica ready reference Encyclopedia, vol : 2.*

রেডিওওয়েভ : এটি হ'ল এক ধরনের তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব বেশী। মানুষ যোগাযোগ করার জন্য এই তরঙ্গ ব্যবহার করে থাকে। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১মি. থেকে শুরু করে ১০০ মেগা মিটার পর্যন্ত হ'তে পারে। এর কম্পাংক ৩ হার্টয থেকে ৩ মেগাহার্টয পর্যন্ত হ'তে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর বিবিধ ব্যবহার রয়েছে। যথা: রেডিও-টেলিভিশন ব্রডকাস্ট, এফএম রেডিও, এএম রেডিও, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, মোবাইল ফোন, রাডার, সাবমেরিন, রিমোর্ট কন্ট্রোল খেলনার গাড়িতে এই রেডিও ওয়েব ব্যবহার করা হয়। এই রেডিওওয়েব ব্যবহার করে গ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর একটি স্বচ্ছ দৃশ্য পাওয়া যায়। এই বিকিরণগুলি বৃষ্টি, কুয়াশা, সূর্যালোক ইত্যাদির মত প্রতিকূল আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না। রেডিও তরঙ্গের এই বৈশিষ্ট্যটি বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে মহাকাশীয় বস্তুগুলির গঠন, অবস্থান, গতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করতে সক্ষম হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় বর্তমান বিশ্ব এই রেডিওওয়েব ছাড়া সম্পূর্ণ অচল।

মাইক্রোওয়েব : সূর্য হ'তে আগত আরেক ধরনের তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হ'ল মাইক্রোওয়েব। এর কম্পাংক ৩০০ মেগাহার্টয হ'তে ৩০০ গিগাহার্টয পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর বিবিধ ব্যবহার বিদ্যমান। যথা: ওভেন, জিপিএস, রাডার, ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, মেডিকেল যন্ত্রাদি, মিলিটারী অস্ত্রে এই মাইক্রোওয়েব ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গামা রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি অবতীর্ণ হয়, যা মানবজীবনে বিবিধ উপকার সাধন করছে।

পানিচক্র : পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্য পানি প্রয়োজন। পানি তিনটি অবস্থায় থাকে। যথা: কঠিন, তরল, বায়বীয়। পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থার মধ্যে বায়ু, মেঘ, মহাসাগর, হ্রদ, গাছপালা, স্নোপ্যাক ইত্যাদির মাধ্যমে পানি সংযোগ স্থাপন করে। পানি জলীয়বাষ্প আকারে উপরে উত্থিত হয় এরপর মেঘ হিসাবে ঘনীভূত হয় এবং পরবর্তীতে বৃষ্টি এবং তুষার আকারে ঝরে পড়ে। পানি ভূমির ভিতর দিয়ে চলাচল করে যা উদ্ভিদ শোষণ করে এবং পাতার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প আকারে ছড়িয়ে দেয়। মানুষ তার প্রয়োজনে পানি পান করে, কল-কারখানার কাজে ব্যবহার করে।

উল্লেখ্য, ব্যবহারের কারণে পানি দূষিত হয়। এই দূষিত পানি মাটিতে গিয়ে পড়ে, বিশাল একটা অংশ সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তখন এই পানি মাটির সাহায্যে পুনরায় বিশুদ্ধ হয়। সমুদ্রের পানি জলীয়বাষ্প আকারে উপরে উঠে মেঘে পরিণত হয়। এইভাবে পানিচক্র পৃথিবীর শুরু থেকে চলে আসছে। দূষিত পানি ভূমিতে যাচ্ছে বিশুদ্ধ হচ্ছে এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পানিতে পরিণত হচ্ছে। এভাবে অবিরাম এই প্রক্রিয়া চলছে।[৩]

পরিশেষে বলব, আমরা আল্লাহ তা'আলার এই বিশ্ব পরিচালনার এক অনন্য পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারলাম। মূলতঃ বিজ্ঞানীরা আল্লাহ তা'আলা যে পদ্ধতিতে এই বিশ্ব পরিচালনা করছেন সেই মেকানিজম অনুসরণ করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করছে। যেমন- নাইট্রোজেনচক্র, ফসফরাসচক্র ব্যবহার করে কৃত্রিম সার তৈরী করছে। পানিচক্র ব্যবহার করে পানি বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। অথচ আমরা আল্লাহ তা'আলার এই সুমহান পরিচালনা সম্পর্কে জানতে পারার পরও পরকাল সম্পর্কে গাফেল রয়েছি। এই সকল বৈজ্ঞানিক নিদর্শন দেখে আমাদেরকে আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর দৃঢ় ঈমান আনতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। তবেই আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারব। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

---

৩. *National Oceanic and Atmospheric Administration, water cycle.*

সালাফী আক্বীদার আলোকে পরিচালিত একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত : ২০১৮ খৃ.

বেলগাছি মুহাম্মাদী মাদ্রাসা

বেলগাছি ঈদগাহ পাড়া, চুয়াডাঙ্গা। মোবাইল :০১৭১১-২৭৩১২৪, ০১৬৪৩-১৩১৩১৪

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ২৯শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার, সকাল ১০-টা।
ভর্তি চলবে : ১লা জানুয়ারী হ'তে ৬ই জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত।
ক্লাস শুরু: ৭ই জানুয়ারী ২০২৪, রবিবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিক্ষার্থীদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে চরিত্রবান ও সুন্নাতের পাবন্দ হিসাবে গড়ে তোলা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত আবাসন ও রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা।

ভর্তির বিভাগ সমূহ

১। **হিফযুল কুরআন বিভাগ : মক্তব, নাযেরাহ ও হিফয।**
২। **আরবী ও সাধারণ শিক্ষা সমন্বিত বিভাগ : ১ম শ্রেণী হ'তে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত।**

- সকাল-বিকাল নাশতার ব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা আরবী-ইংরেজী শেখানোর ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান।
- আরবী, বাংলা, ইংরেজী হস্তলিপি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা।
- মাদ্রাসার ইউনিফর্ম (ড্রেস) ও আইডি কার্ড সরবারহ।
- দুর্বল শিক্ষার্থী তত্ত্বাবধানের বিশেষ ব্যবস্থা।
- ইয়াতীম ও গরীব ছাত্রদের জন্য রয়েছে লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা।

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ)-এর উটের ঘটনা

প্রখ্যাত ছাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর দুর্বল উটকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মহানবী (ছাঃ)-এর মু'জেযা এবং জাবের (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সহযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত হাদীছে।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যাতুর রিকা' অভিযানে বের হই। আমার একটি দুর্বল উটের পিঠে চড়ে আমি বের হয়েছিলাম। অভিযান শেষে ফেরার পথে আমার সাথী-সঙ্গীরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। আর আমি দুর্বল উটের কারণে বার বার পিছিয়ে পড়ছিলাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেছনে থেকে অগ্রসর হয়ে আমার নিকট পৌঁছে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন, জাবের! ব্যাপার কী? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার এই উট আমাকে পেছনে ফেলে রেখেছে। তিনি বললেন, উটটিকে বসাও। জাবের (রাঃ) বললেন, আমি আমার উটটিকে বসালাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর বাহন থামালেন।

তিনি আমাকে বললেন, তোমার হাতের ছড়িটি আমাকে দাও অথবা একটি গাছের ডাল ভেঙ্গে এনে আমাকে দাও। আমি তাই করলাম। তিনি সেটি দ্বারা উটকে কয়েকটি খোঁচা মারলেন। তারপর আমাকে বললেন, এবার তুমি উটের পিঠে বস। আমি উটের পিঠে উঠলাম। উটটি চলতে শুরু করল। যে মহান সত্তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উটের সাথে তখন আমার উটটিও চলতে থাকে। আমি চলতে চলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আলাপ করছিলাম। তিনি বললেন, হে জাবের! তুমি কি এই উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে? আমি বললাম, জ্বী না, বিক্রি করব না; বরং সেটি আপনাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়ে দেব। তিনি বললেন, না, দান নয়; বরং সেটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও।

এবার আমি বললাম, তবে মূল্য নির্ধারণ করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে এক দিরহামের বিনিময়ে আমি উটটি গ্রহণ করলাম। আমি বললাম, না ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! তাহ'লে আমি ঠকে যাব। তিনি বললেন, তবে দু'দিরহামে? আমি বললাম, না তাও নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনবরত দাম বৃদ্ধি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, এক উকিয়া তথা চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে। আমি বললাম, তাতে কি আপনি খুশি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি খুশি। আমি বললাম, তাহ'লে আপনি এই উটের মালিক হ'লেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি বললেন, হে জাবের! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না কি বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহ'লে তুমি তার সাথে আনন্দ করতে সেও তোমাকে নিয়ে আনন্দ করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার আব্বা ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি ৭টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাই আমি একজন বয়স্কা মহিলা বিয়ে করেছি, যাতে সে ওদেরকে দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি ঠিক কাজটিই করেছ ইনশাআল্লাহ। আমরা যখন 'সিরার' নামক স্থানে পৌঁছব, তখন আমি উট যবেহ করার নির্দেশ দেব। সেখানে উট যবেহ হবে এবং সেখানে আমরা একদিন থাকব। ঐ দিন আমরা ওখানে থাকব। তোমার স্ত্রী আমাদের আগমন সংবাদ শুনলে তার গদিগুলো ঝেড়ে নেবে।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমাদের তো কোন গদি নেই। তিনি বলেন, এখন না থাকলেও তখন থাকবে। আর তুমি যখন স্ত্রীর নিকট যাবে তখন বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ আমরা 'সিরার' নামক স্থানে পৌঁছালাম। তিনি উট যবেহ করার নির্দেশ দিলেন। উট যবেহ করা হ'ল। আমরা সেদিন ওখানে থাকলাম। সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আমরা সকলে মদীনায় প্রবেশ করলাম। বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে আমি সব খুলে বলি। সে বলল, ঠিক আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ শিরোধার্য। সকালে আমি উটটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। তাঁর দরজায় গিয়ে আমি উটটিকে বসিয়ে দিই। তারপর নিজে মসজিদে গিয়ে তাঁর কাছেই বসি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কক্ষ থেকে বের হয়ে উটটি দেখতে পান। তিনি বললেন, এটি কার উট? ব্যাপার কি? লোকজন বলল, এটি জাবেরের উট। তিনি নিয়ে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জাবের কোথায়? আমাকে ডাকা হ'ল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, ভাতিজা! তুমি তোমার উটটি ধর এবং নিয়ে যাও। এটি তোমারই থাকবে। এরপর তিনি বিলাল (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, যাও, জাবিরকে এক উকিয়া (৪০ দিরহাম) দিয়ে দাও। জাবের (রাঃ) বলেন, আমি বিলালের সাথে গেলাম। তিনি আমাকে এক উকিয়া দিলেন, বরং কিছুটা বেশী দিলেন। আল্লাহ্র কসম! সেটি আমার নিকট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমার পরিবারের মধ্যে মুদ্রাটির একটি আলাদা মর্যাদা ছিল। অবশেষে 'হাররা' দিবসের বিশৃঙ্খলায় সেটি হারিয়ে যায়' *(মুসনাদে আহমাদ হা/১৫০৬৮, সনদ হাসান; বুখারী হা/২০৯৭; মুসলিম হা/৭১৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৪/৯৯-১০০ পৃঃ)*।

শিক্ষা :

১. পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দাম-দর করা যায় এবং দাম বৃদ্ধি করা যায়।
২. নির্দিষ্ট দামে পণ্য ক্রয় করার পর বিক্রেতাকে কিছু বেশী দেওয়া যায়।
৩. কর্মীর খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দান করা যায়।
৪. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাইয়ের জন্য দান করা। যেমন জাবের (রাঃ) স্বীয় উটটি রাসূল (ছাঃ)-কে দিতে চেয়েছিলেন।
৫. স্বামীর সন্তান ও পরিবার-পরিজনের সেবাযত্ন করা স্ত্রীর কর্তব্য।
৬. কুমারী মহিলা বিবাহ করা মুস্তাহাব। বিধবা মহিলাকে বিবাহ করা গুরুত্ববহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উক্ত হাদীছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক্ব দিন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزَلُّ الْقَطْرُ عَنِ الصَّفَا، 'যখন আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না। তখন তার উপদেশ মানুষের অন্তর থেকে পিছলে যায়, যেভাবে মসৃণ পাথরের ওপর থেকে বৃষ্টি ফোঁটা পিছলে পড়ে'।[১]

২. মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, إذا طلب الرجل العلم ليعمل به سره علمه وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا، 'যখন কোন ব্যক্তি আমল করার জন্য ইলম অর্জন করে, তখন তার ইলম তাকে আনন্দিত করে। আর যখন সে আমল করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে, তখন সেই জ্ঞান তার অহংকার বাড়িয়ে দেয়'।[২]

৩. আলী (রাঃ) বলেন, كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنّه لن يقلّ عمل مع التّقوى، وكيف يقلّ عمل متقبّل؟ 'তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দাও। কেননা তাক্বওয়ার সাথে সম্পাদিত কোন আমল অল্প হয় না, তাহ'লে কবুলযোগ্য আমল কিভাবে অল্প হবে?'[৩]

৪. আবূদ্দারদা (রাঃ) বলেন, أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به، 'তুমি তোমার মুখের চেয়ে দুই কানকে বেশী কাজে লাগাও (অর্থাৎ যে পরিমাণ কথা বলো তার চেয়ে বেশী শোন)। কেননা তোমাকে কান দেওয়া হয়েছে দু'টি এবং মুখ দেওয়া হয়েছে একটি, যাতে তুমি কথা বলার চেয়ে বেশী বেশী শুনতে পার'।[৪]

৫. ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُونَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ، 'আমি ফৎওয়া দেওয়ার উপযুক্ত হয়েছি', এমন সাক্ষ্য ৭০ জন আলেম দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি ফৎওয়া দেইনি।[৫]

৬. মায়মূন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِي يَرَى الرَّجُلَ يُسِيءُ صَلَاتَهُ فَلَا يَنْهَاهُ، مَثَلُ الَّذِي يَرَى النَّائِمَ تَنْهَشُهُ حَيَّةٌ ثُمَّ لَا يُوقِظُهُ، 'যে ব্যক্তি কাউকে ভুলভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেও তাকে নিষেধ করে না; তার উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যে কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড়াতে দেখেও তাকে ঘুম থেকে জাগায় না'।[৬]

৭. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَيْسَ عَمَلٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، 'ফরয আমল সমূহ আদায়ের পর ইলম অর্জনের চাইতে উত্তম কোন আমল নেই'।[৭]

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, سَأَلَنِي رَجُلٌ مَرَّةً عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَمُسْلِمُونَ هُمْ؟ فَقُلْتُ لَهُ أَحْكَمْتَ الْعِلْمَ حَتَّى تَسْأَلَ عَنْ ذَا 'একবার এক লোক আমাকে জিজ্ঞেস করল, ইয়াজূজ-মাজূজ মুসলিম কি-না? তাকে বললাম, তুমি কি অন্যসব ইলম শেখা শেষ করে ফেলেছ যে এখন এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করছ'?[৮]

৯. ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِنَّمَا يَهَابُكَ الْخَلْقُ عَلَى قَدْرِ هَيْبَتِكَ لِلَّهِ، 'তুমি আল্লাহকে যতটুকু ভয় করবে, মানুষের কাছে ততটুকু মান্যবর শ্রদ্ধেয় হবে'।[৯]

১০. মু'আবিয়া ইবনে কুর্‌রাহ (রহঃ) বলেন, بُكَاءُ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بُكَاءِ الْعَيْنِ، 'চোখের কান্নার চেয়ে আমলের কান্না আমার কাছে অধিকতর প্রিয়'।[১০]

১১. মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِنَفْسِهِ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ يَكْفِيهِ، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَحَوَائِجُ النَّاسِ كَثِيرَةٌ، 'যে ব্যক্তি নিজের জন্য ইলম অর্জন করে, তার জন্য অল্প ইলমই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনের জন্য ইলম শিখে, সে যেন জেনে রাখে, মানুষের প্রয়োজন অফুরন্ত'।[১১]

১২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর ছেলে ছালেহ (রহঃ) বলেন, كَانَ أَبِي يَبْعَثُ خَلْفِي إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ زَاهِدٌ أَوْ مُتَقَشِّفٌ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، يُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَهُ، 'আমার আব্বার কাছে যখন কোন দুনিয়াবিমুখ-অনাড়ম্বর ব্যক্তি আগমন করতেন, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন; যেন আমি মানুষটাকে দেখে শিখতে পারি। তিনি চাইতেন আমি যেন তার মতো হই'।[১২]

---

* *এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃঃ ২৬২।*
২. *ইবনু হিব্বান, রাওযাতুল উক্বালা, পৃঃ ৩৫।*
৩. *হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৭৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২৯৯।*
৪. *ইবনু কুদামা, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছিদীন, পৃঃ ১৬৫।*
৫. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩১৬; খত্বীব বাগদাদী, আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫।*
৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৪/৫০৫; ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী, ৩/১৪৪।*
৭. *হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/৩৬৩।*
৮. *ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়াহ ২/৬৯।*
৯. *আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১১০।*
১০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/১৫৪।*
১১. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, ৫৬/৪৩৩; ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২৬২।*
১২. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৫৩০।*

সন্ধ্যা ৭-টার মধ্যে রাতের খাবার খাবেন যে কারণে

সকালে ভারী নাশতা, দুপুরে ক্ষুধার্ত হয়ে প্রয়োজনমতো খানা; আর রাতে হালকা খাবার খেলেই যথেষ্ট! অথচ আমরা অনেকেই এই নিয়ম মানি না। ঘুমানোর আগে পেট ভরে ভারী খাবার খাই। ফলে সেখান থেকে তৈরি হয় ঘুমের সমস্যার পাশাপাশি নানা শারীরিক ও মানসিক জটিলতা। অথচ এ নিয়মে ছোট্ট পরিবর্তন এলেই জীবন ইতিবাচকভাবে বদলে যাবে। সেটা হ'ল রাতের খাবার সন্ধ্যা সাতটার ভেতর সেরে ফেলা।

কোনভাবে রাতের খাবার সন্ধ্যার ভেতর সেরে ফেলতে পারলে নিম্নোক্ত সাতটি উপকার পাওয়া যাবে।

১. রাতের ঘুমের মান বাড়বে। রাতে গভীর ঘুম হবে। ভোরে ঘুম থেকে উঠতে সুবিধা হবে। দিনে কাজের সময় বেড়ে যাবে।

২. রাতের খাবার ঘুমানোর অন্তত তিন ঘণ্টা আগে খেতে পারলে তা শরীরের মেটাবলিজম সিস্টেমকে এমনভাবে প্রভাবিত করবে যে সেটা ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে। ওযন কমানোর জন্যও আগে আগে রাতের খাবার সেরে ফেলার কোন বিকল্প নেই।

৩. হজমপ্রক্রিয়া ভালোভাবে চলবে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগলে তা কমে যাবে। পরিপাক বা গ্যাসের সমস্যা থাকলেও নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

৪. রাতের খাবার আগেই সেরে ফেললে ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠার সময় হালকা বোধ হবে। ইচ্ছা থাকলে অনায়াসেই তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা যাবে। আবার সারা দিন এনার্জিটিকভাবে কাটবে।

৫. যত দেরি করে রাতের খাবার গ্রহণ করা হবে, তত বেশী রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়বে। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আগে আগে রাতের খাবার সেরে ফেলতে হবে।

৬. মানুষের শরীর প্রকৃতির নিয়মে দিনে কাজ ও রাতে বিশ্রামের জন্য তৈরি। সে কারণে অধিকাংশ হরমোন, যেমন কর্টিসল, ইনসুলিন, থাইরক্সিন ইত্যাদি সবচেয়ে বেশী পরিমাণে তৈরি হয় সকালে। অন্যদিকে দিনের শেষভাগে এসে হরমোনের মাত্রা কমতে থাকে। মধ্যরাতে প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে আসে। তাই রাতের খাবার আগে আগে সেরে ফেললে তা হরমোনের ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে।

৭. গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা ঘুমানোর অন্তত তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার সারেন, সেই নারীদের ক্ষেত্রে স্তন ক্যানসার ও পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ১৫ ভাগ কমে যায়।

সকালের নাশতায় ফল খাওয়ার সুফল

সকালের নাশতায় ফল খেলে তা মস্তিষ্ককে উজ্জীবিত করে, ওযন কমাতে সহায়তা করে আর হজমশক্তি বাড়ায়। তাই ফ্রুট সালাদ বা ফল দিয়ে হোক দিন শুরু।

সকালের নাশতায় ফল রাখার কথা সব সময়ই বলেন পুষ্টিবিদরা। দিনের প্রথম খাবারটি ফলের সালাদ বা স্মুদি হ'তে পারে। ওটস বা ছাতুতে মিশিয়ে খাওয়া যায় ফল। আবার এমনিতে আস্ত ফল খেয়ে দিন শুরু করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে খুব অম্লীয় আর টক ফল না বেছে নেওয়াই ভাল। পাকা পেঁপে, নাশপাতি, আপেল, তরমুজ, কলা, পেয়ারা, সফেদা, ডালিম, আঙুর, আনারস, গাব ইত্যাদি রাখা যায়। সকালে ফল দিয়ে দিন শুরু করার সুবিধাগুলো একনযরে নিম্নরূপ :

১. ডিটক্সের হার বাড়ে : সকাল ৭টা-বেলা ১১টার মধ্যে শরীরকে ডিটক্স বা বর্জ্যমুক্ত করার কাজগুলো সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে হয়। সকালে উঠে ফল খেলে তা দ্রুত শক্তি জোগাবে এ প্রক্রিয়ায়। অপরদিকে এ সময় ভারী খাবার খেলে হয় উল্টোটা।

২. বিপাকীয় প্রক্রিয়া দ্রুত ঘটে : দিনের প্রথমেই শরীরে যে খাবার প্রবেশ করে, তা হজম করা সহজ হ'লে শরীরের জন্য ভালো। এদিক থেকে ফল খুবই উপযোগী। এটি পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা বিপাকের হার বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক ফ্রুকটোজ-জাতীয় চিনি এতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. হজমে সাহায্য করে : সকালের নাশতায় ফল খেলে মিলবে বিভিন্ন মূল্যবান এনজাইম। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় আঁশ আর প্রিবায়োটিকস, যা আমাদের পরিপাকতন্ত্রের পাচক রস নিঃসরণে উদ্দীপনা জাগায়। এতে আগের দিনের জমে থাকা খাবার হজম হয়ে বেরিয়ে যায় সহজে। ফলের আঁশ আমাদের কোলন বা মলদ্বারকে পরিষ্কার রাখে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ায় সারা দিন হালকা লাগে, খেতে রুচি হয়।

৪. দেহ-মনকে জাগিয়ে তোলে : ঘুম থেকে উঠেই ফলের প্রাকৃতিক চিনি পেলে শরীরে চনমনে ভাব জাগে। আর এই অনুভূতি চা-কফির মতো স্বল্পস্থায়ী হয় না। মস্তিষ্কের স্থবিরতা কাটিয়ে কর্মশক্তি পেতে সকালে উঠেই ফল খাওয়ার বিকল্প নেই।

৫. ওযন কমাতে সাহায্য করে : ফল থেকে পাওয়া যায় ভরপুর পুষ্টি। আমাদের অন্ত্র থেকে টক্সিন দূর করতেও সহায়ক ফল। আর সকালেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে তা শরীরকে সুস্থতার পথে এগিয়ে রাখে সব সময়। ফল খেলে পেট ভরে কম ক্যালরিতে। এতে ফ্যাট নেই বললেই চলে। তাই ওযন নিয়ন্ত্রণ করতে ফল আবশ্যক।

৬. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে : ফলের ভিটামিন, মিনারেল আর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত উপকারী। বলা হয়, যে মৌসুমের যে মৌসুমি ফল, তাতেই সে সময়ের রোগ-বালাইয়ের প্রতিষেধক থাকে। তাই ঘুম থেকে উঠেই ফল খেয়ে দিন শুরু করলে সংক্রামক রোগের প্রকোপ কম হয়।

সব সময় এমনি কেটে বা আস্ত ফল খেতে বা স্মুদি পান করতে একঘেয়ে লাগলে বিভিন্ন রকমের মজাদার ফ্রুট সালাদ খাওয়া যায় অনায়াসে। ঘুম থেকে উঠে এমন বর্ণিল নাশতা খেলে আপনার দেহমন উদ্দীপ্ত হ'তে বাধ্য। *॥ সংকলিত ॥*

মুক্তা চাষে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন নওগাঁর কবীর হোসাইন

কোন কঠিন কাজকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যখন কেউ উঠে-পড়ে লাগে, গ্রামের লোকজন তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে। সেই কাজটিতে যখন সফলতা আসে তখন সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। এ ধরনের একটি কাজে সফলতা পেয়েছেন নওগাঁর আত্রাই উপযেলার প্রত্যন্ত এলাকা জগদাস গ্রামের উদ্যমী যুবক কবীর হোসাইন প্রামাণিক। তিনি পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি মুক্তা চাষে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন এলাকাজুড়ে। ইতিমধ্যে সারাদেশের দুই শতাধিক বেকার যুবককে দিয়েছেন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব যুবকের মধ্যে ৫০ জনেরও বেশী পুকুরে মুক্তা চাষ করছেন।

উদ্যমী কবীরের এই কর্মকাণ্ডকে এলাকাবাসী প্রথমে পাগলামী হিসাবে আখ্যায়িত করলেও সাগরের মুক্তা পুকুরে চাষ করে সফলতা আসায় গ্রামের নামও পাল্টে গেছে। এখন জগদাস গ্রাম 'মুক্তার গ্রাম' হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে।

ইউটিউবে মুক্তা চাষের একটা সাফল্যময় গল্প দেখে সর্বপ্রথম উৎসাহিত হন কবীর। তারপর এর উপর তিনদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারপর গ্রামে ফিরে মাত্র ৪০ শতকের একটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষের পাশাপাশি ঝিনুকে মুক্তা চাষের প্রকল্প হাতে নেন। তাঁর এ পুকুরে গিয়ে দেখা যায় পুকুরের পানিতে তিন ফুট পর পর ভাসছে ফাঁকা পাস্টিকের বোতল। সেখানে পানির এক ফুট নিচে রয়েছে একটি করে পাস্টিকের ডালা। সেসব ডালার প্রতিটিতে রয়েছে ২০টি করে ঝিনুক। এভাবে তিনি ঐ পুকুরে প্রায় ২০ হাযার ঝিনুক বিশেষ প্রক্রিয়ায় চাষ করছেন। ঐ ঝিনুকের মধ্যে প্রতিটিতে কমপক্ষে দু'টি করে বিভিন্ন ডিজাইনের নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দশ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে এসব ঝিনুক থেকেই উৎপাদন হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইনের মুক্তা।

কবীর হোসাইন বলেন, প্রথমে আমি ৮ হাযার ঝিনুকের মধ্যে বিভিন্ন ডিজাইনের প্রায় ১৫ হাযার নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপন করি। প্রথম বছরেই পুকুরে মুক্তা চাষ করে সব ধরনের খরচ বাদে আমার আয় হয় ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা। বর্তমানে আমি তিনটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছের পাশাপাশি মুক্তা চাষ করছি।

এসব পুকুরে বর্তমানে ৪০ হাযার ঝিনুকে মুক্তা চাষ হচ্ছে।' পুকুর লিজ, ঝিনুক সংগ্রহ, পরিচর্যা, নিউক্লিয়াস ক্রয় ও সংস্থাপন ইত্যাদি বাবদ মোট খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এই এক বছরে ঐ ঝিনুক থেকে উৎপাদিত মুক্তা ২৪ থেকে ২৫ লাখ টাকায় বিক্রি হবে বলে তিনি আশা করছেন। ইতিমধ্যে তিনি পাঁচশ ঝিনুক সংগ্রহ করে বিক্রি করেছেন প্রায় ১ লাখ টাকা। তিনি বলেন, 'মুক্তা দুই ধরনের রয়েছে; একটি প্রাকৃতিক মুক্তা ও একটি ডিজাইন মুক্তা। এই ডিজাইন মুক্তাই বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুকুরে চাষ হচ্ছে। এসব মুক্তার বাজার রয়েছে ভারতের কলকাতায় এবং বাংলাদেশে আড়ং নামের একটি প্রতিষ্ঠানে'।

তাঁর এই মুক্তা চাষ প্রকল্পে গ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানও হয়েছে। বর্তমানে তাঁর প্রজেক্টে ৮ থেকে ৯ জন বেকার যুবক কর্মরত। শুধু তাই নয়, তার সফলতা দেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা অন্তত দুইশ বেকার যুবককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তিনি। প্রতিদিনই তাঁর কাছে লোকজন আসছেন কিভাবে পুকুরে মুক্তা চাষ হয় জানতে। ইতিমধ্যে গ্রামটি মুক্তা চাষের জন্য বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে।

সাড়া ফেলেছে ডালি পদ্ধতিতে ফসল চাষ

শরীয়তপুরে অনাবাদী ও পানিবদ্ধ জমিতে সমন্বিত কৃষির আওতায় ডালি পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করে সাড়া ফেলেছে কৃষি বিভাগ। এ পদ্ধতিতে পতিত ও পানিবদ্ধ জমি পরিষ্কার করে পানির ওপর ডালি স্থাপন করে চাষাবাদ করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সবজি। কৃষি বিভাগের নতুন এই উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এলাকার কৃষক। কৃষি বিভাগের ডালি পদ্ধতিতে সবজি চাষে সফলতা পেয়েছে কৃষকরা। তারা বিভিন্ন সড়কের পাশের জমিতে কৃষি বিভাগের এই নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেছে। ফলন ভালো হওয়ায় নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন এই অঞ্চলের কৃষকরা।

পানির ওপর শক্ত নেট দিয়ে বানানো মাচা, সেই মাচা থেকে ঝুলে আছে লাউ, কুমড়া, শসাসহ নানা জাতের সবজি। তবে এসব সবজির গাছ কিন্তু কোন জমিতে লাগানো হয়নি। পানিবদ্ধ জমির ওপর বাঁশে বাঁধা ডালিতে মাটি রেখে তাতেই লাগানো হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সবজির চারা। এভাবে সবজি চাষ হচ্ছে শরীয়তপুর সদর উপযেলার ২০০ হেক্টর অনাবাদী জমিতে। এরমধ্যে চিকন্দী ইউনিয়নে ডালি পদ্ধতিতে লাউ চাষ করে অনেকেই পেয়েছেন সফলতা। এতে খুশি স্থানীয় কৃষকরা।

স্থানীয়রা বলেন, এসব জমিতে কৃষি কাজ করা যেত না। কৃষি অফিসের লোকদের পরামর্শে এতে লাউ চাষ করে বেশ লাভবান হয়েছি।

কৃষি বিভাগের ডালি পদ্ধতিতে সবজি চাষে সফল করার লক্ষ্যে মাঠে মাঠে ঘুরে বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন কর্মকর্তারা। এ বছর শীতকালীন সবজি চাষে ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকের মুখে হাসি ফুটছে বলে জানান সদর উপযেলা কৃষি অফিসার। এই বছর শরীয়তপুর যেলায় ২০৩৫ হেক্টর অনাবাদী জমির মধ্যে ১১২৫ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় এনেছে কৃষি বিভাগ। *॥ সংকলিত ॥*

কবিতা

জীবন যাপন

-সারোয়ার মিছবাহ
কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জীবনের ঠেলাগাড়ি ঠেলি দিন-রাত,
দু'বেলা জোটে যেন দু'মুঠো ভাত।
খেয়ে পরে যায় দিন এইতো জীবন,
হোক বা না হোক তাতে কোন অর্জন।
একমাসে যতটুকু করি রোযগার,
চাল-ডাল হয় তাতে দুই হপ্তার।
জিহ্বাতো চায় না সস্তা আহার,
বুঝি না কি করছি, কি করা দরকার?
এভাবেই ঘুরছে ভাগ্যের তাস,
শেষদিকে ধার-দেনা করে যায় মাস।
দু'দিনে শোধ করি যতটুকু ঋণ,
ততটুকু ঋণ করা লাগে প্রতিদিন।
ছোট্ট জীবন তবু কত প্রয়োজন!
আসবাব কিনতেই গেল এ জীবন।
জীবনের চাওয়া-পাওয়া করতে চাই শেষ,
তবু বহু চাহিদা হ'ল না যে শেষ।
কতটুকু ব্যয় হ'ল কতটুকু আয়,
কি খাব, কি পরব, থাকব কোথায়?
জীবনে করব বলে একটু আরাম
আজীবন শুধু ঘাম ঝরিয়ে গেলাম।
ভাল ঘুমানোর আশে নির্ঘুম রাত,
ভাল খাব সে আশায় পেটে নেই ভাত।
ভাল বাড়ি বানাব শুধু এ আশায়,
জীবনটা কেটে গেল ভাড়াটে বাসায়।
গণমানুষের তরে কিছু অবদান,
রেখে যাব এমনটা ছিল আরমান।
আজীবন করলাম জীবন যাপন,
নিজের ঝোলাও দেখি শূন্য এখন।
জীবনটা করে দিয়ে ভাগ-বাটোয়ারা
না হ'ল পরকাল, না হ'ল ধরা।
না হ'ল অর্জন, না হ'ল আয়েশ
হেলাফেলা করেই জীবনটা শেষ।

শিশুর মত কর হেফাযত

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

প্রভু! তুমি খুলে দাও মোর মনের বাঁধন
তোমার যিকির করি দিবানিশি সারাক্ষণ।
সকল নে'মত দাও আমায় হৃদয় ভরে
নেক বান্দার সাথে মোরে নাও আপন করে।
প্রভু! এমন দৃঢ় ঈমান দাও থাকতে অবিচল
খাঁটি ইয়াক্বীন দাও যেন ভয়ে পালায় শত্রুদল।
এমন রহমত তুমি মোদের কর দান
দুনিয়া-আখিরাতে পাই যেন মুমিনের সম্মান।
হে আল্লাহ! তুমি কর মোরে বড় ভাগ্যবান
হাশরের দিন নেককারদের সাথে কর মেহমান।
শহীদদের সাথে দাও সুখময় জীবন
পূণ্যবানদের মত কর বিপদোত্তরণ।
সর্বোত্তম জিনিস তুমি কর মোদের দান
দুনিয়াতে ভোগ করে মুমিন-মুসলমান।
যতদিন বাঁচিয়ে রাখ ঠিক রাখ ঈমান
দিনে-রাতে সারাক্ষণ করি তব গুণগান।
ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দাও মুশরিকের অন্তরে
গযব নাযিল কর মুনাফিকের উপরে।
কাফেরে দাও শাস্তি কুরআন করে অস্বীকার
মানে না যে আল্লাহ-রাসূল করে মিথ্যাচার।
প্রভু! তোমার ভাণ্ডার হ'তে দাও রহমত,
নিষ্পাপ শিশুর মত কর মোরে হেফাযত।
সৌভাগ্য আমার জন্য তুমি কর নির্ধারণ,
হাসি মুখে মরণকে যেন করি আলিঙ্গন।

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- **হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান**
- **প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ**

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬।	**মাওলানা আতীকুর রহমান ইছলাহী** ডালপট্টি, নীলফামারী। ০১৭৫০-২৪৫৬৫৬।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ আলিম মাদ্রাসা

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/ অনাবাসিক)

বাঁকাল (সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল : ০১৭২৮-৩২২৮৫৬, ০১৭৬০-৬৩৮৮৮৪, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩, রবিবার সকাল ১০-টা।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নিজস্ব সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- শিক্ষার্থীদের জন্য নিজস্ব যানবাহনের সুব্যবস্থা।
- বক্তব্য উপস্থাপনা ও বিতর্ক কর্মশালা (ইছলাহুল বায়ান)।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের আবাসন ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭

মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা

ব্যবস্থাপনায়

ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।

হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।

ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

مدرسة تربية البنات | MADRASAH TARBIATUL BANAAT

মাদরাসা তারবিয়াতুল বানাত

আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত মহিলা মাদরাসা

আবাসিক অনাবাসিক

বিভাগ/শ্রেণী/কোর্সসমূহ

- ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
- তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
- বিশেষ কোর্স
  ক) আরবী বিভাগ খ) জেনারেল বিভাগ

ভর্তি চলছে

ভর্তি কার্যক্রম শুরু: ১লা ডিসেম্বর ২০২৩ হ'তে।
শিক্ষা কার্যক্রম শুরু: ১লা জানুয়ারী ২০২৪, সোমবার।

■ প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ■

শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন সালাফী

৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা ০৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

০১৭১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০, ০১৬১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

Web : www. mtbdhaka.com Email : mtb2023.bd@gmail.com

স্বদেশ

সোনার মেডেল সহ ১০ লাখ টাকার চেক দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে প্রিয় শিক্ষককে বিদায়

দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ছড়িয়েছেন শিক্ষার আলো। সেই ছাত্রদের কেউ এখন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কেউ জনপ্রতিনিধি, কেউবা দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। তাই প্রিয় শিক্ষকের শেষ কর্মজীবনকে স্মরণীয় করে রাখতে ভোলেননি তারা। ১০ লাখ টাকার চেকসহ সোনার মেডেল দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করে বিদায় দেওয়া হয় প্রিয় শিক্ষককে। সঙ্গে ছিল নানাবিধ উপহার।

গত ২৭শে অক্টোবর এভাবেই রাজকীয় বিদায় জানানো হয় মুন্সিগঞ্জ সদর উপযেলার বাংলাবাজার ইউনিয়নের বানিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাকির হোসাইনকে। ১৯৯২ থেকে ২০২২ সালের প্রতি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা দলে দলে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এসময় তারা জাকির হোসাইনের বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরে স্মৃতিচারণ করেন।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা জানান, বাংলাবাজার চরাঞ্চলে কোন শিক্ষক এলে বেশীদিন থাকতে চাইতেন না। কিন্তু শিক্ষক জাকির হোসাইন প্রথম থেকেই এ বিদ্যালয়ে রয়ে গেছেন। তিনি পরপর দু'বার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতেন তিনি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজ নিতেন। তার কারণেই অনেকে আজ প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষার্থীদের এমন আয়োজনে আপ্লুত বিদায়ী শিক্ষক জাকির হোসাইন বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা, অভিভাবকরা এবং সংশ্লিষ্ট সবাই আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তাতে আমি আনন্দিত।

'দলীল যার, জমি তার' বিল পাশ হ'ল সংসদে

দখলে থাকলেই মালিক নয়, থাকতে হবে দলীলসহ জমির প্রয়োজনীয় দস্তাবেজ। এক্ষেত্রে বৈধ দলীল বা আদালতের আদেশের মাধ্যমে মালিকানা বা দখলের অধিকারপ্রাপ্ত না হ'লে কোন ব্যক্তি কোন ভূমি দখলে রাখতে পারবে না। পাশাপাশি জমির মিথ্যা দলীল করলে সাত বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। এমনসব বিধান রেখে সম্প্রতি সংসদে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল ২০২৩ পাশ হয়েছে।

ভূমি আইনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হ'ল- (১) ভূমি নিয়ে প্রতারণা ও জালিয়াতি করলে সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর। এখন থেকে জালিয়াতি ও প্রতারণা ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। (২) ভূমি সংক্রান্ত যেকোন বিচার ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যেই নিষ্পত্তি করতে হবে। (৩) অন্যের জমি নিজের বলে প্রচারণা, তথ্য গোপন করে অন্যের কাছে হস্তান্তর-এমন অপরাধ ফৌজদারি অপরাধের মধ্যে পড়বে। যার সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর এবং এটি জামিন অযোগ্য। (৪) অধিকাংশ বিচার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আর বিভাগীয় কমিশনার নিষ্পত্তি করবেন। এছাড়া অন্য অপরাধ ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করবেন। সাজা সর্বোচ্চ ২ বছর। (৫) কোন ব্যক্তি ৬০ বিঘার বেশি জমি মালিকানায় রাখতে পারবেন না। উত্তরাধিকার সূত্রে যাদের এর চেয়েও বেশি আছে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার বাকি জমি নিয়ে নিবে। (৬) সরকারী বেদখলকৃত জমি, সরকার যখন প্রয়োজন মনে করবে তখনই দখল মুক্ত করতে পারবে।

এছাড়া বাংলাদেশে বসতবাড়ির বা জমি-জমা নিয়ে একধরনের আইন চালু ছিল। তা হ'ল- যদি কোন ব্যক্তি একটানা ১২ বছর তার বাড়ি বা জমিতে না থাকে বা দখলে না থাকে এবং সেই বাড়িতে যে ব্যক্তি বসবাস করে বা দেখভাল, রক্ষাণাবেক্ষণ করে, ১২ বছর পর দখলদার বা দেখভালকারী ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির মালিকানা দাবী করতে পারবে। এসব আইন এখন থেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ ব্যাপারে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৩) বলেন, অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই ভূমি আইন ঠিক করেছি। কারণ অনেকেই বলেছিলেন যে এটাতে (ভূমি আইন) হাত দিলে হাত পুড়েও যেতে পারে। কারণ এটা খুব সেনসিটিভ বিষয়। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসিকতার কারণে আমরা জাতিকে একটি সুন্দর বিল উপহার দিতে সক্ষম হয়েছি। এটা আসলে খুবই প্রয়োজন ছিল।

[ধন্যবাদ ভূমি মন্ত্রীকে। প্রত্যেক মন্ত্রী জাতির কল্যাণে আল্লাহ্‌র বিধান মেনে ন্যায়নিষ্ঠার সাথে কাজ করুন- আমরা সেই দো'আ করি (স.স.)]

মসজিদ ডট লাইফ : সূদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের আদর্শ এক প্রতিষ্ঠান

প্রান্তিক জনপদগুলোর অভাবী বা সংকটে নিপতিত মানুষ, যারা কয়েক হাযার টাকা পেলে সন্তানের ভর্তির কাজ করতে পারবেন, থাকার ঘর মেরামত করতে পারবেন, কাঁচামালের ব্যবসা করতে পারবেন, ছোট্ট একটা মুদির দোকানে মাল উঠাতে পারবেন, রাস্তার ধারে পণ্য বেচতে পারবেন, তাদেরকে শতভাগ বিনাসূদে ক্ষুদ্র ঋণ দিতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে মসজিদ ডট লাইফ।

বর্তমানে ৩২টি যেলায় ১৫২টি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে মসজিদ ডট লাইফের কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান তহবিল অর্ধ কোটিরও বেশী। এ পর্যন্ত তারা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে এক কোটি ৪৫ লাখ ৩৪ হাযার ৩১০ টাকা।

কোন গ্রামের অধিবসীরা তাদের এলাকায় মসজিদ ডট লাইফের সেবা পেতে চাইলে তারা তাদের গ্রামের মসজিদকে ভিত্তি করে একটি ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করে থাকেন। প্রথমে সেই সমাজের মসজিদ কমিটি ঐ ম্যানেজমেন্ট টিমকে লিখিত অনুমোদন করে। অতঃপর মসজিদ ডট লাইফ সেই টিমের সাথে কাজ শুরু করে। অনলাইন মিটিংয়ের মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট টিমের দক্ষতা, নৈতিকতা বাড়ানো হয়। ওয়েবসাইটের ব্যবহার শেখানো হয়। লোকাল ম্যানেজমেন্ট টিম ঋণ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ঋণ বিতরণ করে আবার আদায় করে। ঋণ বিতরণের সময় গ্রহীতার সাথে আলোচনা করে তার সামর্থ্য বিবেচনা করে ঋণ পরিশোধের ছোট ছোট কিস্তি নির্ধারণ করা হয়। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বিভিন্ন মেয়াদের কিস্তির পদ্ধতি আছে। তবে কোন কারণেই ঋণ গ্রহীতাকে এক পয়সাও বেশি দিতে হয় না।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ব্যয় একদম শূন্য। সূদমুক্ত ঋণ বিতরণ ও সংগ্রহে এ প্রতিষ্ঠান কাউকে কোন বেতন দেয় না, কোন অফিস খরচ দেয় না, কোন যাতায়াত বিল দেয় না। শেকড় থেকে মগডাল পর্যন্ত যারাই এর ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত আছেন তারা সবাই পরকালীন নেকীর আশায় বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে এখানে কাজ করছেন। মেধা ও সময় দিয়ে যাচ্ছেন। তারা সবাই কাজটিকে পবিত্র ইবাদত বলে গণ্য করেন।

মসজিদ ডট লাইফ একটি অনুদানভিত্তিক সংস্থা। গণমানুষের অনুদানে এর সেবা পরিচালিত হয়। দাতাদের তালিকা, পরিচয় ও দানের তথ্য ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা থাকে। তবে কোন দাতা নিজের নাম পরিচয় গোপন রাখতে চাইলে তার পসন্দমতো ছদ্মনাম প্রকাশ করা হয়।

যেকোন দাতা ওয়েবসাইটে ঢুকে ফাণ্ড ট্র্যাক করে জানতে পারেন তার দান কোন শাখায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং কারা কারা তার দান থেকে উপকৃত হয়েছেন। তিনি আগ্রহী হ'লে ওয়েবসাইটের দেওয়া যোগাযোগ তথ্য দিয়ে সেই শাখার ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যদের সাথে, মসজিদ কমিটির সাথে, মসজিদের ইমামের সাথে, সেবা গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ করে, কথা বলে নিশ্চিত হ'তে পারবেন, সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। মসজিদের ইমাম, মসজিদের কমিটি, ঋণের ম্যানেজমেন্ট টিম ও ঋণ গ্রহীতা তাদের সকলের ছবি, নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকে।

অনুদানের সম্পূর্ণ টাকা ব্রাঞ্চগুলোতে সরবরাহ করা হয়। আর সকল লেনদেন হয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। হাতে হাতে নগদ কোন লেনদেন হয় না। তাই অনুদান গ্রহণ ও ব্রাঞ্চগুলোতে বণ্টনের প্রতিটি তথ্য থাকছে সংরক্ষিত।

সূদমুক্ত ঋণ বিতরণ মসজিদ ডট লাইফের প্রধান সেবা হ'লেও সমাজের যেসব অক্ষম, প্রতিবন্ধীর স্বচ্ছল অভিভাবক নেই তাদের জন্য ওয়েবসাইটে রয়েছে হেল্প ডিজেবল ফিচার। সেখানে অক্ষম ব্যক্তিদের ছবি, পরিচয়, বাড়ির ছবি ও মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। আর আছে মসজিদের ইমাম, মসজিদ কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও ম্যানেজমেন্ট টিমের লিডারের স্বাক্ষরিত একটা প্রত্যয়নপত্র। আগ্রহী যেকোন ব্যক্তি সেগুলো দেখে তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজন মনে করলে সত্যতা যাচাই করে সরাসরি সাহায্য করতে পারেন।

[ধন্যবাদ এই শুভ উদ্যোগের জন্য। আল্লাহ অন্যদেরকেও এ থেকে উৎসাহিত হওয়ার তাওফীক দান করুন (স.স.)]

বিদেশ

বিশ্বে প্রথমবারের মত চক্ষু প্রতিস্থাপন

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে চোখের আলো ফিরে পাওয়া এখন সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে। এবার আরেক ধাপ এগিয়ে বিশ্বে প্রথমবারের মতো পুরো চক্ষু প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করেছেন নিউইয়র্কের চিকিৎসকরা। চিকিৎসকরা বলছেন, দান করা চোখটি সুস্থ দেখাচ্ছে। দৃষ্টি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আরেক ধাপ সামনে এগিয়ে নেবে এই ঘটনা।

যিনি চক্ষু দান করেছেন তিনি ৩০ বছর বয়সী এক পুরুষ। চক্ষু পাওয়া ব্যক্তির নাম অ্যারন জেমস। তিনি আরকানসাসের হাই-ভোল্টেজ ইউটিলিটি লাইনের একজন কর্মী। ২০২১ সালে ভুলবশত ৭২শ' ভোল্টের তারের স্পর্শে তার মুখমণ্ডলের অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত ২৭শে মে চক্ষু প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি তার মুখমণ্ডলের অংশবিশেষ প্রতিস্থাপন করা হয়।

চক্ষু প্রতিস্থাপনের জটিল এই অস্ত্রোপচার করেছেন এনওয়াইইউ ল্যাঙ্গোন হেলথের চিকিৎসকরা। সম্প্রতি তাঁরা জানান, ৪৬ বছর বয়সী জেমস সুস্থ হয়ে উঠছেন। তার প্রতিস্থাপিত বাম চোখ বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে। তবে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়।

মুসলিম জাহান

প্রতিকূলতার মাঝেও চলতি প্রান্তিকে বিশ্বের সেরা মুদ্রা তালেবানের 'আফগানী'

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রার বিষয়ে আলোচনা উঠলেই দীনার বা ডলারের নাম আসে। তবে অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য, তালেবান নিয়ন্ত্রিত ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আফগানী মুদ্রা এখন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মুদ্রা। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, নগদ অর্থের প্রবাহ ও রেমিট্যান্সের কারণে চলতি প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আফগানীর মান ৯ শতাংশ বেড়েছে। অবশ্য আফগানী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তানের সমস্যা রয়েই গেছে। দেশটিতে বেকারত্বের হার ব্যাপক। দুই-তৃতীয়াংশ পরিবারই মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে।

২০২১ সালের আগস্টে মার্কিন মদদপুষ্ট সরকারকে হটিয়ে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসে তালেবান। এর পরপরই যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের ইশারায় আফগানিস্তান থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো। এছাড়া নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভে থাকা আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের ৯৫০ কোটি ডলার বা ৭৭ হাযার কোটি টাকার বেশি অর্থ আটকে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ফলে আশঙ্কাজনকভাবে বিশ্ব বাজারে দর পতন হ'তে থাকে আফগানীর। ২০২১ সালের নভেম্বরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ১৩০ আফগানীতে পৌঁছায়।

কিন্তু এরপর থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে পেতে গত অক্টোবর মাসে মুদ্রাটির মান এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে বৈশ্বিক মুদ্রাবাজারের বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রা টাকা এবং ভারতের রূপির চেয়ে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে। বর্তমানে ৭৫ আফগানীতে মিলছে ১ মার্কিন ডলার। যেখানে বাংলাদেশি মুদ্রায় ডলারের বিনিময় হার ১১০ টাকা এবং ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার ৮৩.১২ রুপি।

বিশ্ব ব্যাংকের দাবী, মানবিক সহায়তা থেকে পাওয়া শত শত কোটি ডলার এবং এশীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের কল্যাণেই দ্বিতীয় প্রান্তিকে আফগানিস্তানের মুদ্রা বিশ্বব্যাপী র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছে।

তবে অর্থনীতি বিশ্লেষক জিয়া হাসান বলেন, দুই বছর আগে ক্ষমতা দখলের পর তালেবান সরকার নিজেদের মুদ্রা আফগানির অবস্থান শক্ত রাখতে একাধিক ব্যবস্থা চালু করেছে। এছাড়া মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, নগদ প্রবাহ এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ গত তিন মাসে আফগানীর দাম প্রায় ৯ শতাংশ বাড়াতে সহায়তা করেছে। যা অন্য মুদ্রার হয়নি। এছাড়া আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদও দেশটির উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আফগানিস্তানে আনুমানিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের লিথিয়াম ভাণ্ডার মওজূদ রয়েছে।

[নিজস্ব সম্পদের উপর দৃঢ় থাকা এবং ইহূদী-নাছারাদের নিকট হাত না পাতার দুনিয়াবী পুরস্কার এগুলি (স.স.)]

ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারলেন না মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ

ফিলিস্তীনের গাযা উপত্যকায় অব্যাহত ইস্রাঈলী হামলার বিরুদ্ধে মুসলিম দেশগুলির কেউ কেউ সোচ্চার হ'লেও দেশটির বিরুদ্ধে আরো কঠোর অবস্থান গ্রহণ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি তারা।

গাযা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সঊদী আরব, আরব লীগ, ওআইসির যৌথ উদ্যোগে শনিবার রিয়াদে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরব লীগ ও ওআইসির মহাসচিবদ্বয় সহ সঊদী ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান, তুর্কী প্রেসিডেন্ট এরদোগান, ইরানী প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম রাঈসী, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম, মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট মানছূর বিন যায়েদ আন-নাহিয়ান, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকা উইদোদো প্রমুখ অংশ নেন।

সম্মেলনে হামাসের বিরুদ্ধে ইস্রাঈলের পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করা হয়, ফিলিস্তীনী জনগণের বিরুদ্ধে ইস্রাঈল অপরাধ ও সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়। কিন্তু সম্মেলনের ফলাফলে এই যুদ্ধ কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়।

ফলে ইস্রাঈলে তেল সরবরাহ বন্ধ করা, ইস্রাঈলের সাথে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। মূলত মিসর, জর্ডান, সঊদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান, মরক্কো, মৌরিতানিয়া ও জিবুতির বিরোধিতার কারণে ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ, ইস্রাঈলকে বয়কট করা, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা যায়নি। সম্মেলনে সঊদী ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান ফিলিস্তীনী জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ইস্রাঈলকে দায়ী করে বলেন, 'এটি এমন এক মানবিক বিপর্যয়, যা ইস্রাঈলের আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের চরম লঙ্ঘন বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের দ্বৈতনীতির প্রমাণকে স্পষ্ট করেছে'। তিনি বলেন, 'এখন শান্তির একমাত্র উপায় হ'ল- ইস্রাঈলী দখলদারিত্ব ও অবৈধ বসতি স্থাপনের অবসান এবং ১৯৬৭ সালের প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

[মুসলমান নেতারা ইহূদীদের ব্যাপারে কুরআনের নীতি লংঘন করায় এর তিক্ত ফল ভোগ করছে তারা। আমরা তাদেরকে দ্রুত কুরআনের পক্ষে ফিরে আসার আহ্বান জানাই (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

অ্যান্টার্কটিকার বরফের নীচে সুন্দরবনের চেয়ে তিন গুণ বড় ভূখণ্ডের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

দীর্ঘদিন পর নতুন এক ভূখণ্ডের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের দাবী, অ্যান্টার্কটিকার বরফের নীচে রয়েছে বিশাল এই ভূখণ্ড। পাহাড় আর উপত্যকায় ঘেরা বিশাল এ ভূখণ্ড কয়েক লাখ বছর ধরে অ্যান্টার্কটিকা বরফের নীচে ঢাকা পড়ে আছে। বিজ্ঞানীদের দাবী, ৩২ হাযার বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডটি একসময় গাছ, বন ও নানা ধরনের প্রাণীর আবাসস্থল ছিল। সময়ের পরিক্রমায় একসময় পুরো ভূখণ্ডই বরফে ঢেকে যায়, যা আজও বরফের নীচে চাপা পড়ে আছে। সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ১০ হাযার বর্গকিলোমিটার। সেই হিসাবে নতুন আবিষ্কার হওয়া ভূখণ্ড সুন্দরবনের তিন গুণের বেশী বড়। এমনকি ইউরোপের দেশ বেলজিয়ামের চেয়ে আকারে বড় এই ভূখণ্ড।

এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের ডারহাম ইউনিভার্সিটির হিমবাহ বিশেষজ্ঞ ও গবেষক দলের প্রধান স্টুয়ার্ট জেমিসন বলেন, নতুন আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে এখনো কারও নযর পড়েনি। সাদা বরফের বিশাল এলাকার নীচে ঢাকা পড়ে আছে এই ভূখণ্ড। নতুন এ গবেষণায় স্যাটেলাইট ইমেজ ও রেডিও-ইকো সাউন্ডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, নতুন ভূখণ্ডটি বরফের দুই কিলোমিটারের বেশি গভীরে অবস্থিত।

[আল্লাহ্র সৃষ্টির ৯৯৯ ভাগ এখনো মানুষের অজানা। একে একে এভাবে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তার বিধান সমূহ মেনে চলা আবশ্যক (স.স.)]

আল-আমীন ফার্মেসী

সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০

হাকীম মুছতফা সরকার

এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।

রোগী দেখার সময়

বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।

মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)

অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

ATAB MEMBER Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : বগুড়া ২০২৩

সকল তন্ত্রমন্ত্র বাদ দিয়ে অহি-র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নলেজ হারবাল স্কুল এণ্ড কলেজ ময়দান, সাবগ্রাম, বগুড়া ২৮শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের সাবগ্রাম নলেজ হারবাল স্কুল এণ্ড কলেজ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বগুড়া যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণ এসেছিলেন মানুষকে নিজের মনগড়া মতবাদ থেকে দূরে রেখে এক আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আহ্বান জানাতে। কেননা মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাদের মতবাদে নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত অহি নির্ভেজাল সত্যের একমাত্র মানদণ্ড। যার মাধ্যমে মানুষ ইহকালীন জীবনে কল্যাণ ও পরকালীন জীবনে মুক্তি পাবে। তাই আমরা সকল মানুষকে একই দাওয়াত দিচ্ছি যে, সকল তন্ত্রমন্ত্র বাদ দিয়ে অহি-র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন! তবেই অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পাদন করুন এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকুন। দাওয়াতী ময়দানে সরব প্রচারণা রাখুন। তবেই সমাজ পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, যেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম, সাবগ্রাম নলেজ হারবাল স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ মনযূরুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক। সম্মেলনে বগুড়া ছাড়াও, রংপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যেলা সম্মেলন : সাতক্ষীরা ২০২৩

আহলেহাদীছ আন্দোলন জান্নাতের পথ দেখানোর আন্দোলন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ময়দান, সাতক্ষীরা ৪ঠা নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধন করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চায়। তিনি বলেন, আমাদের দাওয়াত তাওহীদের পথে। আর আমাদের জিহাদ শয়তান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এ আন্দোলন মানুষকে শিরক-বিদ'আত বর্জনের মাধ্যমে জান্নাতের পথ দেখায়। কিন্তু ভালোর প্রতি মানুষের হিংসা চিরন্তন। আসমানে সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে হিংসা করেছিল ইবলীস। আর যমীনে প্রথম হাবীলের প্রতি হিংসা করেছিল ক্বাবীল। ইবলীস ও ক্বাবীল জাহান্নামী। কিন্তু আদম (আঃ) ও হাবীল জান্নাতী। তাই আমরা মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাতে আন্দোলন ও সংগঠন করি। এ আন্দোলনে যারা বাধা দিবে তারা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চায়। তাই যাবতীয় বাধা ডিঙিয়ে জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জামা'আতবদ্ধভাবে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তারিক আহমাদ, বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া কমপ্লেক্স-এর প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ সোহাইল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুয্যামান ফারূক। সম্মেলনে সাতক্ষীরা ছাড়াও যশোর, বাগেরহাট, খুলনা, নড়াইল, মেহেরপুর প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যেলা সম্মেলন : রাজশাহী-পশ্চিম ২০২৩

সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কেশরহাট উচ্চ বিদ্যালয় ময়দান, মোহনপুর, রাজশাহী ১০ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন কেশরহাট উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রাজশাহী -পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাই আমরাও নবী-রাসূলগণের পথ ধরে আমাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত তথা আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এটি ছিল মুশরিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয়। কেননা এতে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বিঘ্নিত হয়। আজও সেটি অব্যাহত আছে। আমরা সার্বিক জীবনে তাওহীদে

www.at-tahreek.com

ইবাদত কেন প্রতিষ্ঠা করতে চাই? তার উত্তর হ'ল-ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য এটা চাই। কিভাবে চাই? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবীগণের তরীকায় আমরা এটা চাই।

তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, চারটি বাধা অতিক্রম করে আপনাদের ও আমাদেরকে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র। আমাদের প্রতিটি কাজ হবে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে। আমাদের পরিবার গড়ে তুলতে হবে পবিত্র-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে। সোনামণি ও যুবকদের গড়ে তুলতে হবে তাওহীদ ও সুন্নাতের পথে। তবেই সমাজ পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম। সম্মেলনে রাজশাহী-পশ্চিম ছাড়াও রাজশাহী-সদর, রাজশাহী-পূর্ব প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন (গত সংখ্যার পর)

৫২. ফেনী ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের সরকারী হাসপাতাল মোড়স্থ দারুলহাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসা মসজিদে ফেনী যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৩. চাঁদপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন শোলঘর ইত্তেবায়ে সুন্নাহ কমপ্লেক্স জামে মসজিদে চাঁদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৪. গাইবান্ধা-পূর্ব ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সাঘাটা থানাধীন সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৫. ঢাকা-উত্তর ২৯শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব জীরানী-পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৬. পঞ্চগড় ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোদা থানাধীন ফুলতলা হাট কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৭. মৌলভীবাজার ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন মসজিদুত তাওহীদ-এ মৌলভীবাযার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৮. হবিগঞ্জ ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ এশা যেলার লাখাই থানাধীন লাখাই বটতলা বাজারস্থ ওয়াক্তিয়া মসজিদে হবিগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জা'ফর আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে

মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৯. গাযীপুর-দক্ষিণ ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন কাথোরা হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে গাযীপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬০. ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলা শহরস্থ ফুডহাট হোটেলে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা আহ্বায়ক কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ বিন জামশেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ বিন জামশেদকে আহ্বায়ক করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আহ্বায়ক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬১. নাটোর ১লা অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬২. মানিকগঞ্জ ১লা অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী নারাঙ্গাই গ্রামে অবস্থিত মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের বাড়ীতে মানিকগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৩. যশোর ৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন আল্লাহ্র দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৪. গোপালগঞ্জ ৭ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন চিতশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৫. রাজবাড়ী ৯ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৬. নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম-উত্তর ১৫ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন গোপালপুর বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৭. কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ১৫ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন সেলীমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৮. লালমণিরহাট ১৬ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোঁচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৯. গাযীপুর-উত্তর ২০শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার জয়দেবপুর থানাধীন মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. জাহিদুল ইসলামের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭০. শরীয়তপুর ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ডামুড্যা থানাধীন মডেরহাট জামে মসজিদে শরীয়তপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি শেখ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭১. মাদারীপুর ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন দরগা শরীফ রোডস্থ তাক্বওয়া কালার দোকানে মাদারীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

আলোচনা সভা

কোনাবাড়ী, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সোনারগাঁও উপযেলাধীন কোনাবাড়ী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম।

মাসিক ইজতেমা

বি.বাড়িয়া ১১ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা সদরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে সদর-উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সদর-উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ খবীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সদর-উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শেখ সাদী।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ২৪শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত বগুড়া, গাইবান্ধা-পূর্ব ও পশ্চিম এবং রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতী সফর করেন। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব তিনি বগুড়া যেলার সোনাতলা থানাধীন মধুপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ; ২৫শে অক্টোবর বুধবার বাদ ফজর মধুপুর-পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, বাদ যোহর মিলনের পাড়া, বাদ আছর হুয়াকুয়া, বাদ মাগরিব নিশ্চিন্তপুর উত্তরপাড়া, বাদ এশা নিশ্চিন্তপুর দক্ষিণপাড়া; ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাদ ফজর নিশ্চিন্তপুর ওয়াক্তিয়া মসজিদ, বাদ যোহর শালিখা পশ্চিমপাড়া ও বাদ মাগরিব গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলাধীন বাজিতনগর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দাওয়াতী সফর করেন। অতঃপর তিনি ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন টিএণ্ডটি সংগলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং ঐদিন বাদ মাগরিব সেখানে মাসিক ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন।

২৮শে অক্টোবর শনিবার বাদ ফজর তিনি পার্শ্ববর্তী রতনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাদ এশা গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাঘাটা থানাধীন পবনতাইড়; ২৯শে অক্টোবর রবিবার বাদ ফজর ডাক বাংলা, বাদ মাগরিব থৈকরের পাড়া (দক্ষিণপাড়া), বাদ এশা থৈকরের পাড়া (মধ্যপাড়া); ৩০শে অক্টোবর সোমবার বাদ ফজর থৈকরের পাড়া (উত্তরপাড়া), বাদ যোহর বেড়াগ্রাম, বাদ এশা ব্যাঙ্গারপাড়া; ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার বাদ ফজর হলদিয়া, বাদ মাগরিব ধনারুহা দক্ষিণপাড়া; ১লা নভেম্বর বুধবার বাদ যোহর মধ্য ভরতখালি, বাদ মাগরিব ধনারুহা; ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ এশা রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার পীরগাছা থানাধীন দিগটারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দাওয়াতী সফর করেন এবং ৩রা নভেম্বর একই মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

সোনামণি

২১তম বার্ষিক সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩-এর বাকী অংশ নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার : সম্মেলনের স্টেজে 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সম্মেলনের অন্যতম বিশেষ অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ তরুণ হাসানকে তার নাম পরিবর্তন করে 'হাসান আব্দুল্লাহ' রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। এতে তিনি আনন্দিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার নাম পরিবর্তন করে হাসান আব্দুল্লাহ বলে নিজেই ঘোষণা দেন।

প্রশিক্ষণ

ব্যাঙডোবা, তাম্বুলখানা, ফরিদপুর ৩রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় যেলার সালথা আহলেহাদীছ মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স-এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস তাম্বুলখানা থানাধীন ব্যাঙডোবা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও 'সোনামণি' সংগঠনের সাবেক পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম মৃধা, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াস ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তাওফীক ইলাহী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিয়াম ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আনাস।

যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন (গত সংখ্যার পর)

(৪) গত ২০শে অক্টোবর 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সহ-পরিচালক মাহফূয আলীর উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ রাসেলকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নাটোর যেলা (৫) ২১শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ ছাব্বীর রহমানকে পরিচালক করে পাবনা যেলা (৬) ২২শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উপস্থিতিতে আজমাঈন আদীবকে পরিচালক করে নওদাপাড়া মারকায সাংগঠনিক যেলা (৭) ২৬শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ্র উপস্থিতিতে আমজাদ হোসাইনকে পরিচালক করে ঠাকুরগাঁও যেলা (৮) ২৭শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উপস্থিতিতে ইমরুল ক্বায়েসকে পরিচালক করে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা (৯) ২৭শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের উপস্থিতিতে হাফেয মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহকে পরিচালক করে জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা (১০) ২৮শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানের উপস্থিতিতে মফীযুল ইসলামকে পরিচালক করে খুলনা যেলা (১১) ৩রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ সালীমকে পরিচালক করে জয়পুরহাট যেলা (১২) ৫ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ ছাব্বীর রহমানকে পরিচালক করে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা (১৩) ১০ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলামের উপস্থিতিতে হাফেয হাবীবুর রহমানকে পরিচালক করে রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা (১৪) ১৭ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের উপস্থিতিতে ফাহীম ফায়ছালকে পরিচালক করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা এবং (১৫) ১৭ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ্র উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলীকে পরিচালক করে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

আল-'আওন

'আল-আওন' ২০২৩-২৪ বর্ষের জন্য যেলা সমূহের কমিটি পুনর্গঠন এবং নতুন যেলা গঠন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত ও নবগঠিত যেলাগুলির সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

গঠনের তারিখ	পুনর্গঠিত সাংগঠনিক যেলার নাম	মনোনীত সভাপতি	মনোনীত সাধারণ সম্পাদক
১৫.০৯.২০২৩	নীলফামারী	ফযলুল হক	রাশেদুল ইসলাম
২৩.০৯.২০২৩	জামালপুর	আব্দুল আলীম	আইয়ূব আলী
০৬.১০.২০২৩	বগুড়া	হাফেয মীযানুর রহমান	ছাকিব আহমাদ
২০.১০.২০২৩	গাযীপুর-দক্ষিণ	হাফীযুর রহমান	বুরহানুদ্দীন
২৭.১০.২০২৩	কুষ্টিয়া	রাক্বিবুল ইসলাম রাজীব	মুহাম্মাদ জাবেদুল ইসলাম
২৭.১০.২০২৩	লালমণিরহাট	আবুদাঊদ	মোকছেদুল হক
০২.১১.২০২৩	রংপুর	ডা. শহীদুল ইসলাম	খোরশেদ আলম
০৩.১১.২০২৩	পঞ্চগড়	মামূনুর রশীদ	ইমাম হাসান

নব গঠিত যেলা			
২৬.১০.২০২৩	টাঙ্গাইল	মুহাম্মাদ আল-আমীন	আসাদুল্লাহ

মারকায সংবাদ

৫ মাসে হিফয সম্পন্ন করল মারকাযের ছাত্র মুহাম্মাদ হুযায়ফা

গত ২রা সেপ্টেম্বর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ হুযায়ফা মারকাযের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মাত্র ৫ মাসে হিফয সম্পন্ন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ফালিল্লাহিল হামদ। সে পাবনা যেলার আতাইকুলা থানার গাঙ্গহাটি গ্রামের হাসনাতুল্লাহ্র জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্রদের উদ্যোগে পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবনের ৩য় তলার হলরুমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত নবীদের কাহিনী ১ ও ২ -এর উপর গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্য থেকে ১ম স্থান অধিকার করে মুজাহিদুল ইসলাম, ২য় স্থান রিফাত ইসলাম ও ৩য় স্থান অধিকার করে সাজিদ আল-ফাহীম এবং ৭ম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্য থেকে ১ম স্থান অধিকার করে মুহাম্মাদ আছিফ, ২য় স্থান শাহরিয়ার কবীর ও ৩য় স্থান অধিকার করে আল-আমীন আব্দুল হাদী। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ও মারকাযের সিনিয়র শিক্ষক শামসুল আলম এবং শিক্ষক ফায়ছাল আহমাদ। উল্লেখ্য যে, গত ২৩শে অক্টোবর এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত পরীক্ষায় উভয় শ্রেণীর মোট ১৯০ ছাত্র অংশগ্রহণ করে।

দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৩ জন 'ট্যালেন্টপুল' এবং ৭ জন 'সাধারণ গ্রেড' সহ মোট ১০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা হচ্ছে : মুহাম্মাদ আবু তালহা (নওগাঁ), রাহনুমা বিনতে ইসলাম রাফা (দিনাজপুর), হালীমা লীনা (রাজশাহী)।

সাধারণ গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্তরা হচ্ছে : মুহাম্মাদ রেযাউল্লাহ বিন মানযূর (রংপুর), মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন (রাজশাহী), মুহাম্মাদ মুকাররম হোসাইন (দিনাজপুর), যিয়া যাকারিয়া বিন ইলিয়াস (রাজশাহী), খাওলা (পাবনা), যাকিয়া সুলতানা (কুমিল্লা) ও আয়েশা (দিনাজপুর)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : বাথরুমে প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বের হওয়ার সময় ডান পা সামনে দিয়ে বের হবে– উক্ত বক্তব্যের সত্যতা দলীলসহ জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যেকোন সম্মানজনক এবং ভালো কাজে রাসূল (ছাঃ) ডান হাত এবং ডান পা এবং ছোট কাজে বাম হাত ও বাম পা ব্যবহার করতেন *(আবুদাউদ হা/৩২; ছহীহুল জামে' হা/৪৯১২)*। যেমন ওযূ, গোসল, লেনদেন, খাবার গ্রহণ, মুছাফাহা, মসজিদে প্রবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডান হাত ও ডান পা ব্যবহার করা এবং ইস্তিঞ্জা, নাক পরিষ্কার, হাই দমন, লজ্জাস্থান স্পর্শ, মসজিদ থেকে বের হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাম হাত ও বাম পা ব্যবহার করতেন। রাসূলের উপরোক্ত কর্মসমূহের ভিত্তিতে বিদ্বানগণ বাথরুমে প্রবেশের সময় বাম পা এবং বের হওয়ার সময় ডান পা ব্যবহার করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ১/৩৮৪, ২/৭৭; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/১০৮; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ১/৩৪৫)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : কোন পাপ কাজ করার মানত করার পর তা না করে থাকলে কাফফারা দিতে হবে কি?

-আব্দুল আলীম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পাপ থেকে বিরত থাকবে এবং কাফফারা দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানত দু'প্রকার। অতএব যে ব্যক্তি নেক কাজের জন্য মানত করবে, তা কেবল আল্লাহ্র জন্য হবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজের জন্য মানত করে, তা কেবল শয়তানের জন্য হবে। এই জাতীয় মানত পূরণ করতে নেই। তবে কসম ভঙ্গ করলে যেরূপ কাফফারা আদায় করতে হয়, অনুরূপ তা করতে হবে *(নাসাঈ হা/৩৮৪৫; মিশকাত হা/৩৪৪৪)*। আর কসম ভঙ্গের কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অসমর্থ হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : বন্যার ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় বসতঘরে পানি চলে আসছে। পানির অপবিত্রতা বোঝা যাচ্ছে এবং পাকাবাড়ি হওয়ায় তায়াম্মুম করার মতো মাটিও পাওয়া যায় না। এমন অবস্থায় ওযূ করার উপায় কি?

-আব্দুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ধুলা-বালি বা ঘাস-পাতা ইত্যাদি পানিতে পড়ার কারণে পানি নাপাক হয় না; যতক্ষণ না এর রং, গন্ধ বা স্বাদের পরিবর্তন হয়। সেজন্য পানি অপবিত্র হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ না পেলে সে পানি দিয়েই ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(মুগনী ১/২৫; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১৭)*।

আর পানি নাপাক হওয়ার তিনটি কারণের কোন একটি পাওয়া গেলে তাতে ওযূ করা যাবে না *(দারাকুৎনী হা/৪৭)*। অতএব এক্ষেত্রে পবিত্র পানি না পাওয়া গেলে পাকা দেয়ালে হাত স্পর্শ করে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩০৯; ইবনু জাবরীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/২৭৭)*।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : পারিবারিকভাবে ছেলে-মেয়ের বিবাহ ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু আকদ হবে ৮ মাস পর। এমতাবস্থায় ছেলে-মেয়ে একে অপরের সাথে যোগাযোগ বা ফোনে কথা বলতে পারবে কি?

-মারূফ হোসাইন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : আকদ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মেয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা যাবে না। কারণ তার সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সম্পর্কটা গায়রে মাহরাম নারীর মতই। উল্লেখ্য যে, বিবাহ ঠিক করে দীর্ঘ দিন আকদ না করা এবং বিবাহবিহীন যোগাযোগ রক্ষা করা অনৈসলামিক সংস্কৃতি, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(ওছায়মীন, ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৫৭৮,৭৯)*। অতএব বিবাহের মত ছওয়াবের কাজকে আটকে না রেখে দ্রুত আকদ সম্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : নারী-পুরুষের রূপচর্চার ক্ষেত্রে শরী'আতের সীমারেখা কি? তারা কি পরিমাণ রূপচর্চা করতে পারবে?

-সাইফুল ইসলাম, নোয়াখালী।

উত্তর : নারী-পুরুষ তাদের দেহের কোন প্রকার বিকৃতি না ঘটিয়ে এবং শরী'আত নিষিদ্ধ কাজ না করে রূপচর্চা করতে পারে। যেমন ভ্রূ উপড়াবে না, দুই দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করবে না বা আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন হয় এমন কাজ করবে না ইত্যাদি *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২২/০২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/২২৩)*। তবে নারীর রূপচর্চা কেবল স্বামী ও মাহরামদের সামনে হ'তে হবে। কোনভাবেই গায়ের মাহরাম পুরুষদের নিকট প্রদর্শন করা যাবে না।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : শ্বশুর-শাশুড়িকে আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আকরাম খান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : সম্মানের জন্য স্ত্রীর পিতা-মাতাকে বা স্বামীর পিতা-মাতাকে আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করাতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা পিতা ও মাতা সমতুল্য *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২১/১২৫)*। উল্লেখ্য যে, নিজের পিতা-মাতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে আসল পিতা-মাতা হিসাবে গ্রহণ করা ও তাদের পরিচয়ে পরিচিত হওয়া হারাম *(বুখারী হা/৪৩২৮; মুসলিম হা/৬৩)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : পিতা মারা যাওয়ার পর মা তার গহনা খুলে আমাকে দিয়ে দিয়েছে। তার ধারণা এসময় গহনা পরে থাকলে স্বামীর বিপদ হবে। এ ধারণা সঠিক কি?

-কানীয ফাতেমা, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালনকালে সব ধরনের সৌন্দর্য বর্জন করবে। এর মধ্যে গহনাও শামিল *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/১৯)*। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে রমণীর স্বামী মারা গেছে, সে (ইদ্দতকালে লাল বা) হলুদ এবং গেরুয়া রঙের কাপড় পরবে না, অলঙ্কার পরবে না, চুলে বা হাতে মেহেদী লাগাবে না এবং চোখে সুরমা লাগাবে না *(আবুদাউদ হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৩৩৩৪; ইরওয়া হা/২১২৯)*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : কোন মেয়ে পূর্ণ পর্দার বিধান পালন করে তার স্বামীর সাথে গার্মেন্টসের দোকান দিয়ে একত্রে ব্যবসা করতে পারবে কি?

-মাসঊদ, ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শারঈ পর্দার বিধান মেনে মহিলারাও ব্যবসা করতে পারে এবং ব্যবসায় স্বামীকে সহযোগিতা করতে পারবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/১০৭)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : ফজরের ছালাতের সময় গোসল ফরয হয়েছে; কিন্তু বিদ্যুৎ নেই ও পানিও নেই। প্রতিবেশী থেকে পানি আনাও বেশ কঠিন। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রাসেল আহমাদ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়ার সম্ভবনা না থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(মায়েদাহ ৫/৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৫/৩৪২)*। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন, 'নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪ 'ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকলে অপবিত্র ব্যক্তি কি করবে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/১৫৪)*। এছাড়া আহত ব্যক্তিও গোসল না করে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে *(আবুদাঊদ হা/৩৩৬, ৩৬৭, 'আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : আমাদের এলাকার হিন্দু এমপি মসজিদে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। এক্ষণে মসজিদের দেয়ালে তার নামে নেমপ্লেট বসানো যাবে কি?

-মাওলানা আল-আমীন, মাদারগঞ্জ, কচাকাটা, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : কোন অমুসলিম মসজিদে শর্তহীন দান করলে তা গ্রহণে কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের শর্তহীন অনুদান বা হাদিয়া গ্রহণ করতেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৪৯৯)*। তাছাড়া মুসলিম রাষ্ট্রের এমপি রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে অনুদান দিলে সেটা অমুসলিমের দান বলে গণ্য হবে না। তবে মসজিদের নেমপ্লেটে কোন অমুসলিমের নাম লেখা যাবে না।

প্রশ্ন (১১/৯১) : আমার আবাদ করার মত জমি আছে। কিন্তু চাষ করার মত সক্ষমতা নেই। অন্য মানুষকে জমি চাষ করতে দিলে শরী'আত সম্মত পদ্ধতি কি কি?

-কাওছার আহমাদ, টাঙ্গাইল।

উত্তর : জমি ইজারা বা ভাড়া দেওয়া যায়। বর্গাও দেওয়া যায় *(নাসাঈ হা/৩৮৯৪; আহমাদ হা/১৫৪২)*। এসব ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতিতে চুক্তি বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ কর না, উভয়ের সন্তুষ্টিতে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) জমি ফেলে না রেখে চাষাবাদ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির কোন জমি-জায়গা আছে সে যেন তা চাষ করে অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়। যদি সে চাষ না করে, তবে জমি নিজের কাছেই রেখে দিবে *(বুখারী হা/২৬৩২; মুসলিম হা/১৫৩৬; মিশকাত হা/২৯৭৭)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : স্বামীর ঋণের টাকা পরিশোধ করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক কি? ১৪ বছর যাবৎ স্বামী ঋণী হয়ে আছে। স্ত্রী পিতার বাসা থেকে কিছু সম্পদ পাওয়ায় ঋণ পুরো পরিশোধ না করে ফ্লাট ক্রয়ের চিন্তা করছে। এটা সঠিক হবে কি?

-শাহরিয়ার আনীদ, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রী স্বামীর ঋণের টাকা পরিশোধে বাধ্য নয়। কেননা স্ত্রী ও সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব স্বামীর উপর। তবে স্ত্রী স্বামীর সংসারে ব্যয় করে স্বামীর প্রতি ইহসান করতে পারে। আবূ সাঈদ খুদরী বলেন, ইবনু মাসঊদের স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ আপনি ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে। আমি তা ছাদাক্বা করার ইচ্ছা করেছি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মনে করেন, আমার এ ছাদাক্বায় তার এবং তাঁর সন্তানদেরই হক বেশী। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ঠিক বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ ছাদাক্বার অধিক হকদার *(বুখারী হা/১৪৬২; ইরওয়া হা/৮৭৮)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : জেনে শুনে গানের অনুষ্ঠানের জন্য মাইক ও সাউন্ডবক্স ভাড়া দেওয়া যাবে কি?

-আবু তাহের, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : যাবে না। কারণ এতে অন্যায় কাজে সহায়তা করা হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : মসজিদ বা যে কোন প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষক নিজের প্রয়োজনে ক্যাশ থেকে ঋণ নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় কোন খরচ করতে পারবে কি?

-তাহাজুল ইসলাম, দিনাজপুর।

উত্তর : কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে হিসাবরক্ষক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারে *(খারশী, শারহু মুখতাছারু খলীল ৭/১৯৪)*। তবে কাউকে না জানিয়ে ক্যাশ থেকে কোন টাকা নেওয়া খেয়ানত হিসাবে গণ্য হবে। কারণ হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংরক্ষণ করা। বরং বিদ্বানগণ ওয়াকফকৃত সম্পদ থেকে ঋণ প্রদান করাকে নাজায়েয বলেছেন *(মুগনী ৫/৯৫; মানছুর বাহুতী, শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ২/১০০)*। অতএব মাদ্রাসা ও মসজিদের অর্থ থেকে নিজের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : মাগরিবের আযানের সময়, *اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي* ***'আল্লা-হুম্মা ইন্না হা-যা- ইক্বা-লু লায়লিকা ওয়া ইদবা-রু নাহা-রিকা ওয়া আছওয়া-তু দো'আ-তিকা ফাগফির লী'–মর্মে বর্ণিত দো'আটি পাঠ করা যাবে কি?***

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ যঈফ *(আবুদাউদ হা/৫৩০; মিশকাত হা/৬৬৯)*। সুতরাং এসময় বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত দো'আসমূহ পাঠ করবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/১৬)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : সূরা নিসার ১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় জনৈক বক্তা বলেন, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দাবী করে যে, হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম'। তাদের এই দাবী মিথ্যা বরং ইসলামই সনাতন ধর্ম। কেননা প্রথম মানুষ আদম (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্র নবী। আর ইসলাম তখন থেকেই। আরো বলছে, সর্বপ্রাচীন ধর্ম ইসলাম আর সর্বাধুনিক ধর্মও ইসলাম। তার এই দাবী কি সঠিক?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রীস, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। হিন্দু বা সনাতন ধর্ম কোন আসমানী ধর্ম নয়; বরং তাদের ধর্মগুরুদের রচিত ধর্ম মাত্র। আর ইসলামই প্রথম ও প্রাচীনতম ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। তিনি আরো বলেন, 'আর তুমি আহলে কিতাব ও (মুশরিক) উম্মীদের বল, তোমরা কি ইসলাম কবুল করলে? যদি করে, তবে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হ'ল। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া *(আলে ইমরান ৩/২০)*। ইবরাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'যখন তার পালনকর্তা তাকে বলেছিলেন, তুমি আত্মসমর্পণ কর। সে বলেছিল, আমি বিশ্বপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। একই অছিয়ত করেছিল ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকূবও। (আর তা এই যে,) হে আমার সন্তানেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন। অতএব অবশ্যই তোমরা মরো না মুসলিম না হয়ে *(বাক্বারাহ ২/১৩১-১৩২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ইব্রাহীম না ইহূদী ছিলেন, না নাছারা ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম *(আলে ইমরান ৩/৬৭)*।

সুতরাং আদম (আঃ) থেকে মূসা ও ঈসা (আঃ) সহ সকল নবী-রাসূলের ধর্ম ছিল ইসলাম *(নামল ২৭/৩০-৩১; আলে ইমরান ৩/৫২)*। অতএব এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আদি ও প্রাচীনতম ধর্ম হচ্ছে ইসলাম এবং সর্বাধুনিক ধর্মও ইসলাম। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য একমাত্র ধর্ম।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : হানযালা ইবনু ছাফওয়ান নামে কোন নবী পৃথিবীতে এসেছিলেন কি?

-আব্দুল্লাহ, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : হানযালা ইবনু ছাফওয়ান নামের একজন নবীর কথা কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণনাগুলোর সনদ যঈফ হওয়ায় বিদ্বানগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কুরআনে যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করার বিষয়টি তারা গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তাদের পূর্বে মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, কূয়াবাসীরা ও ছামূদ সম্প্রদায়' *(ক্বাফ ৫০/১২)*। উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীরসহ অনেক মুফাস্সির কুয়াবাসীর নবী হিসাবে হানযালা ইবনু ছাফওয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন *(আল-বিদায়াহ ১/২২৭, ২/২১২; তাফসীরে ছা'লাবী ৭/২৭; তাফসীরে রাযী ২৩/২৩৩)*। তবে বর্ণনাটি সনদবিহীন হওয়ায় পরবর্তী বিদ্বানগণ তা গ্রহণ করেননি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৪৪৯)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : বহু দিন হায়েয বন্ধ থাকার পর কালো রক্ত আসলে সেটি হায়েয হিসাবে গণ্য হবে কি?

-রামীসা, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : হায়েয বন্ধের বহুদিন পরেও কালো রক্ত দেখা দিলে তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। কারণ হায়েয়ের রক্ত কালোও হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন হায়েযের রক্ত আসবে তখন তা কালো হয়, যা সহজে চেনা যায়। এ রক্ত দেখলে ছালাত আদায় করবে না *(আবুদাউদ হা/৩০৪; মিশকাত হা/৫৫৮)*। কারণ হায়েয বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট বয়স নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৯/২৪০)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : ইয়াহইয়া (আঃ)-কে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল? এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় কি?

-যহূরুল ইসলাম, কাঁকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : ইহুদীরা বহু নবীকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ বলেন, 'আর তারা নিজেদের উপর আল্লাহ্র গযবকে ফিরিয়ে নিল। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে অবিশ্বাস করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত' *(বাক্বারাহ ২/৬১)*। তিনি আরো বলেন, 'কিন্তু তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহ্র আয়াত সমূহে অবিশ্বাস করার কারণে ও অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার কারণে... আল্লাহ

তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন *(নিসা ৪/১৫৫)*। ইয়াহইয়া (আঃ)-কেও তারা হত্যা করেছিল। তাকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেবিষয়ে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমার ধৈর্যের বিকল্প আর কী আছে? অথচ ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-এর মাথা বনু ইস্রাঈলের একজন পতিতার কাছে হাদিয়া পাঠানো হয়েছিল *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩০৬৭৬, সনদ ছহীহ)*। জনৈক ব্যক্তি তার চরিত্রহীন ভাতিজীকে বিয়ে করতে চাইলে ইয়াহইয়া (আঃ) নিষেধ করেন। এতে ভাতিজী ও তার মা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করে এবং বলে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মাথা না নিয়ে আসা পর্যন্ত আমরা খুশী হব না। তখন ঐ লোক ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মাথা কেটে পাঠায় *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৯০৫; তারীখু ত্বাবারী ১/৫৮৬)*। তবে মূল ঘটনা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (২০/১০০) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) তার সমগ্র জীবনে চারটি ওমরা এবং দু'টি হজ্জ করেছেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-হুযায়ফা, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) তার সমগ্র জীবনে চারটি ওমরা এবং একটি হজ্জ করেছেন *(মুসলিম হা/১২৫৩; তিরমিযী হা/৮১৫)*। তবে হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বে মক্কায় থাকা অবস্থায় তিনি একাধিকবার হজ্জ করেছেন মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তা শরী'আতের বিধান হিসাবে আসার পূর্বে পালন করায় তা ধর্তব্য নয় *(তিরমিযী হা/৮১৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : সাধারণ মানুষ কাউকে কল্যাণের শিক্ষা দিলে সেও কি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র সৃষ্টজীবের প্রার্থনায় শামিল হবে?

-আব্দুল মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : কোন ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়তে ছওয়াবের আশায় কাউকে মানবতার জন্য علم نافع বা উপকারী কোন শিক্ষা দান করলে সে আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল সৃষ্টজীবের দো'আয় শামিল হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ, ফেরেশতাকুল, আসমানসমূহ ও যমীনের অধিবাসীগণ এমনকি পিপিলিকা তার গর্ত থেকে এমনকি পানির মাছও মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য দো'আ করতে থাকে *(তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩; ছহীহুল জামে' হা/৪২১৩)*। অত্র হাদীছে এমন কল্যাণের শিক্ষা দানের কথা বলা হয়েছে যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে নাজাত দেয়। নির্দিষ্ট কোন ইলম বা জ্ঞানের কথা বলা হয়নি *(মির'আত ১/৩১৯; মিরকাত ১/২৯৮; তোহফা ৭/৩৮০)*।

প্রশ্ন (২২/১০২) : একজন বিধবা যুবতীর দুই সন্তান এখন বালেগ। সে একজন পুরুষকে মাত্র পাঁচ হাযার টাকা মোহর দিয়ে বিবাহ করে এবং তার দুই ছেলেকে বিয়েতে সাক্ষী রেখে কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সংসার করছে। এই বিবাহ কি বৈধ হয়েছে?

-মুহাম্মাদ যহূরুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : বিবাহের অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল অলী উপস্থিত থাকা এবং তার সম্মতি থাকা। উক্ত বিবাহে দুই জন বালেগ সন্তান সাক্ষী থাকলেও অলী না থাকায় বিবাহ শুদ্ধ হয়নি *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৩২৪, ১২/৯৯)*। আর দু'জন বালেগ সন্তানের একজন অলী এবং অপরজন সাক্ষী হ'লেও একজন সাক্ষী কম হবে, যা জায়েয নয় *(নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন ৭/৪৬)*। অতএব বর্ণনা মতে, উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি *(আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া ৪১/৩০০)*। এক্ষণে উক্ত নারী পুনরায় সঠিক নিয়মে বিবাহ করবে এবং কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : জনৈক ব্যক্তি মানত করেন যে, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তার এলাকার সব নতুন মসজিদের বৈদ্যুতিক তারের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি কয়েক বছর উক্ত ব্যবস্থা করলেও বর্তমানে করতে চাচ্ছেন না। এজন্য কি তাকে কাফফারা দিতে হবে?

-আব্দুল্লাহ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : কেউ ভালো কাজ করার নিয়ত করলে সে তা পূরণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মানত করে, সে যেন অবশ্যই তা আদায় করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানীর মানত করে, সে যেন অবশ্যই তা না করে' *(বুখারী হা/৬৬৯৬; মিশকাত হা/৩৪২৭)*। এক্ষণে অর্থনৈতিক অক্ষমতার কারণে উক্ত কাজ না করলে তাকে কিছু দিতে হবে না। কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানত পূরণ না করলে তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে *(ছহীহুল জামে' হা/৪৪৮৮)*। আর কসম ভঙ্গের কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা বস্ত্র দান করা অথবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অক্ষম হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : অতি বৃষ্টির কারণে অনেক পুকুর ভেসে যায়। ফলে চাষ করা মাছ পুকুরের ঘের থেকে বেরিয়ে যায়। অনেকে সেই মাছ ধরে। সেই মাছের মালিক পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ঐ মাছ ধরা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আহাদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : কোন পুকুর বা ঘেরের মাছ তা শনাক্ত করা সম্ভব হ'লে মালিককে ফেরৎ দিবে। নইলে ঐ মাছ ধরা ও খাওয়া জায়েয। কারণ তখন তা আর কারো মালিকানায় থাকে না *(ইমাম মালেক, আল-মুদাউবেনা ৪/৪৭৩)*।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : আমরা তিন ভাই দুই বোন। আমাদের একটি চাষের জমি আছে, যা আমাদের পরিবারের আয়ের উৎস। কিন্তু বড় ভাই ঐ জমি থেকে ওয়ারিছের অংশ নিয়ে বাড়ি করতে চান। এক্ষণে তিনি কি পিতার মৃত্যুর আগেই জমি ভাগ বের করে নিয়ে বাড়ি করতে পারবেন?

-আব্দুল্লাহ আল-মুবীন, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : পিতার অনুমতি ও ভাই-বোনসহ অন্যান্য ওয়ারিছদের সম্মতি থাকলে পিতার জীবদ্দশায় বড় ভাই তার নিজের ভাগ বুঝে নিয়ে বাড়ি বানাতে পারেন। যা তিনি পিতার মৃত্যুর পর পুনরায় দাবী করতে পারবেন না। যেমন ছাহাবী সা'দ বিন ওবাদা (রাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর যাবতীয় সম্পদ বণ্টন করে সফরে বের হয়ে যান এবং সেই সফরে মারা যান *(সুনান সাঈদ ইবনু মানছূর হা/২৯১-৯২)*। তবে পিতা এটা না চাইলে ওয়ারিছরা সেটা পারবে না *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ৭/১৪২)*।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট-বড় হওয়ার মানদণ্ড কি? বয়স না পেশাগত পদমর্যাদা? বিস্তারিত জানতে চাই।

-হাসীবুর রশীদ, রাজশাহী।

উত্তর : মর্যাদার মাপকাঠি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ হ'তে পারে। যেমন (১) পদমর্যাদা : আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের *(নিসা ৪/৫৯)*। (২) ইলম : আল্লাহ বলেন, তুমি বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বস্তুতঃ জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে *(যুমার ৩৯/৯)*। রাসূল (ছাঃ) ছালাতে ইমামতির ক্ষেত্রে জ্ঞানীদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(মুসলিম হা/৬৭৩; মিশকাত হা/১১১৭)*। (৩) বয়স : ইমামতির ক্ষেত্রে সব কিছুতে দুই ব্যক্তি সমান হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনামতে বয়সে যিনি বড় তিনি ইমামতি করবেন *(মুসলিম হা/৬৭৩)*।

সর্বোপরি তাক্বওয়া ও ঈমানই মর্যাদার প্রধানতম মাপকাঠি। আল্লাহ বলেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : জুম'আর দিন আখেরী যোহর পড়তেই হবে, না পড়লে জুম'আ আদায় হবে না। একথার কোন ভিত্তি আছে কি?

-বেলালুদ্দীন মণ্ডল, কলিকাতা, ভারত।

উত্তর : জুম'আর দিনে আখেরী যোহর নামে কোন ছালাত নেই। বরং জুম'আর পরে সুন্নাত ছালাত রয়েছে। তা দুই, চার বা ছয় রাক'আত পর্যন্ত পড়া যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন জুম'আর ছালাত আদায় করে, তখন সে যেন তারপরে চার রাকা'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করে' *(মুসলিম হা/৮৮১; ইবনু মাজাহ হা/১১৩২)*। রাসূল (ছাঃ) জুম'আর ছালাত আদায় করে তাসবীহ ও যিকির পাঠ করে তারপর বাড়িতে গিয়ে দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম হা/৮৮২)*। এজন্য ইবনু ওমর (রাঃ) সহ সালাফগণ জুম'আর দিনে মসজিদে সুন্নাত আদায় করলে চার রাক'আত পড়তেন এবং বাড়িতে গিয়ে পড়লে দুই রাক'আত পড়তেন *(তিরমিযী হা/৫২৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

'আখেরী যোহর' নামে জুম'আর ছালাতের পরে পুনরায় যোহরের চার রাক'আত একই ওয়াক্তে পড়ার যে রেওয়াজ চালু আছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কারণ জুম'আ হ'ল যোহরের স্থলাভিষিক্ত। এক্ষণে যে ব্যক্তি জুম'আ আদায়ের পর যোহর পড়ে, তার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ এবং কোন বিদ্বানের সমর্থন নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। গ্রামে জুম'আ হবে কি হবে না, এই সন্দেহে পড়ে কিছু লোক দু'টিই পড়ে থাকে।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : যমযমের পানি পানের আদব জানতে চাই।

-ছাদেক, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যমযমের পানি পানের সময় ১. বিসমিল্লাহ বলবে, ২. ডান হাতে পান করবে, ৩. তিন নিঃশ্বাসে পান করবে. ৪. দো'আ পাঠ করবে।

উল্লেখ্য যে, যমযম পানি কেবলামুখী হয়ে পান করার ছহীহ দলীল নেই। বরং যমযমের পানিসহ যেকোন পানাহার বসে করাই সুন্নাত *(মুসলিম হা/২০২৪; আহমাদ হা/৭৭৯৫-৯৬; মিশকাত হা/৪২৬৬, ৬৭; ছহীহাহ হা/১৭৬)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় (ভিড়ের মধ্যে) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৮)* এবং আলী (রাঃ) কূফার মসজিদের আঙিনায় ওযূ করার পর অতিরিক্ত পানি দাঁড়িয়ে পান করেন ও বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখেছি *(বুখারী হা/৫৬১৬; মিশকাত হা/৪২৬৯)* মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি সম্পর্কে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা যে জায়েয, সেটা বুঝানোর জন্যই রাসূল (ছাঃ) এরূপ করেছেন *(ফাৎহুল বারী হা/২৬১৫-১৬-এর আলোচনা)*। ইমাম নববীও একই মন্তব্য করেছেন *(শরহ নববী হা/২০২৭-এর আলোচনা)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, হজ্জের সময় ভিড়ের কারণে বসার সুযোগ না থাকায় তিনি দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর শেষ আমল *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/২১০)*।

উল্লেখ্য যে, যমযমের পানি পানের অনেক উপকারিতা রয়েছে *(ইবনু মাজাহ হা/৩০৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫৫০২)*। এজন্য যেকোন রোগ থেকে সুস্থতা কামনা করে দো'আ পাঠ করা যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৬/১৪৪)*। ছাহাবায়ে কেরাম যমযমের পানি পাত্রে রাখতেন। কেউ অসুস্থ হ'লে তার শরীরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হ'ত এবং তাদেরকে পান করানো হ'ত *(ছহীহাহ হা/৮৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় তা (যমযমের পানি) বরকতপূর্ণ, পরিতৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগের প্রতিষেধক *(ছহীহুল জামে' হা/২৪৩৫)*। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হ'ল যমযমের পানি। তাতে রয়েছে তৃপ্তিময় খাদ্য এবং ব্যাধির আরোগ্য *(ছহীহুল জামে' হা/৩৩২২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, যমযমের পানি যে যেই উদ্দেশ্যে পান করবে তার সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে, তুমি যদি সুস্থতার জন্য পান কর তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করবেন। তুমি ক্ষুধা নিবারণের জন্য পান করলে আল্লাহ তোমার ক্ষুধা নিবারণ করবেন, তুমি পিপাসা দূর করার জন্য পান করলে আল্লাহ তোমার পিপাসা দূর করবেন *(ছহীহুত তারগীব হা/১১৬৪)*। তবে যমযমের পানি পান করার সময় পঠিতব্য দো'আর ব্যাপারে ইবনু আব্বাস থেকে যে আছারবর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফুত তারগীব হা/৭৫০)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : মসজিদের পাশে মসজিদের কিছু খালি জমি আছে, যেখানে এলাকার যুবকেরা খেলাধুলা করে, সিগারেট ও গাজা সেবন করে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নিলে তারা গোনাহগার হবে কি?

-মুহাম্মাদ পলাশ, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : মসজিদের জায়গায় হারাম কোন কাজ করা বা মাদক সেবন করা নিষিদ্ধ। এক্ষণে মসজিদ কমিটির দায়িত্ব হ'ল তাদেরকে বাধা দেওয়া। তারা এ ব্যাপারে সচেতন না হ'লে এবং ব্যবস্থা না নিলে গুনাহগার হবেন।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : মনের যেনা বলতে কি বুঝায়? উদাহরণ সহ জানতে চাই।

-তাসনীম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছে বর্ণিত মনের যেনা বলতে যেনার পরিকল্পনাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি নির্দিষ্টভাবে কারো সাথে যেনা করার সংকল্প করে এবং বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করে তাহ'লে সে রূপক অর্থে যেনাকার হিসাবে গুনাহগার হবে *(নববী, শরহ মুসলিম ১৬/২০৬)*। যেমন কেউ কাউকে হত্যার পরিকল্পনা করে লড়াইয়ে লিপ্ত হ'লে এবং তাতে নিজে নিহত হ'লেও জাহান্নামে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন দু'জন মুসলিম তরবারি নিয়ে পরস্পরে যুদ্ধ করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই জাহান্নামে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কি? তিনি বললেন, সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদ্যত ছিল *(বুখারী হা/৩১; মুসলিম হা/২৮৮৮)*।

তবে কেবল মনে পরনারীর কামনা আসা গুনাহের কারণ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অসৎকর্মের সংকল্প করে, কিন্তু বাস্তবে তা না করে, আল্লাহ তার জন্য একে একটি পূর্ণ নেকীর কাজ হিসাবে লিখে নেন। আর যদি অসৎ কর্মের সংকল্প করার পর তা বাস্তবায়ন করে, তাহ'লে আল্লাহ এর জন্য তার একটি গুনাহ লিখেন *(বুখারী হা/৬৪৯১; মিশকাত হা/২৩৭৪)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অমুসলিমদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে কি? এতে যেন গুনাহ না হয় সেজন্য কোন কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে?

-আকরাম হোসাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : যারা ইসলামের বিরোধিতা করে না বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের সাথে বন্ধুত্বে কোন দোষ নেই *(মুমতাহিনাহ ৬০/০৮)*। তবে তাদের প্রতি বিশেষ মহব্বত ও ভালোবাসা রেখে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং কোনভাবেই তাদের ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু মনে করে, তাদের ও কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না *(মায়েদাহ ৫/৫৭)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে *(মুজাদালা ৫৮/২২)*। অতএব অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বের সাথে সাথে সতর্কও থাকতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : জঘন্য পাপ করে ফেলে পরে তওবা করেছি। কিন্তু তার ছবি ও ভিডিও মুছে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। বার বার তওবা করছি। কিন্তু কেউ দেখে ফেলার ভয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-তরী, টঙ্গী।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স)]*

উত্তর : নিজের একাউন্ট থেকে ছবি ও ভিডিও মুছে করে ফেলুন এবং যার কাছে আছে, সেও যেন মুছে ফেলে। নইলে অশ্লীলতা প্রচারের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে *(নূর ২৪/১৯)*। মনে রাখতে হবে যে, অনুতপ্ত হওয়ার সাথে আন্তরিক তওবা আল্লাহ কবুল করেন এবং পিছনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেন *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : ছালাতের শেষ রাক'আতে নারীদের সাদাস্রাব দেখা দিলে ছালাত ছেড়ে দিতে হবে কি? সেক্ষেত্রে ওযূ করে কেবল শেষ রাক'আত আদায় করলেই চলবে, না পুরো ছালাত আদায় করতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের ভিতরে নারীর সাদাস্রাব শুরু হ'লে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিয়ে ওযূ করে নতুনভাবে ছালাত আদায় করবে *(দারেমী হা/১১৪১; নববী, আল-মাজমূ' ৬/৪)*। উল্লেখ্য যে, যে হাদীছে বলা হয়েছে যে, আগের ছালাতের সাথে মিলিয়ে ছালাত সম্পূর্ণ করবে তা যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/৫৪২৬)*।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জিপিএফ-এর সূদ হালাল কি? আগে এখানে সূদমুক্ত রাখার অপশন ছিল না, বর্তমানে আছে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-রাফিয়া খানম, ঢাকা।

উত্তর : সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সকলেই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা' *(আহমাদ হা/৩৭৫৪; মিশকাত হা/২৮২৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৪২)*।

এক্ষণে করণীয় হ'ল, অবিলম্বে জিপিএফ ফাণ্ডকে সূদমুক্ত করবেন এবং ইতিমধ্যে সূদ হিসাবে আগত অর্থ ছওয়াবের আশা ছাড়াই জনকল্যাণ মূলক কাজে দান করে দিবেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ব্যক্তির নিজ ও নিজ পরিবার চালানোর জন্য যদি হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত কোন সম্পত্তি না থাকে, তাহ'লে যতটুকু প্রয়োজন

ততটকু সেখান থেকে গ্রহণ করে বাকীগুলো ছাদাক্বা করে দিবেন। যদিও এই ছাদাক্বায় তার কোন উপকার হবে না। তবে এতে কিছু গরীব উপকৃত হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩০৮; ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ১/৩৮৯; যাদুল মা'আদ ৫/৭৭৮)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : নাভীর নীচের লোম, বগলের পশম, গোঁফ এবং নখ কতদিন পরপর পরিষ্কার করা যরূরী?

-মহিবুল ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : চল্লিশ দিনের মধ্যে গোঁফ ছাটা, বগলের লোম উপড়ানো ও নাভীর নীচের লোম কাটা সুন্নাত *(মুসলিম হা/২৫৮; মিশকাত হ/৪৪২২)*। তবে প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করা উত্তম *(শারহুস সুন্নাহ হা/৩১৯৭; কাশশাফুল ক্বেনা' ১/৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : বিয়ের জন্য ঘটককে পাত্রীর ছবি দেওয়া যাবে কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : ঘটককে নয় বরং সরাসরি বর বা কনেকে দেখা বা অভিভাবকের মাধ্যমে ছবি আদান প্রদান করা যাবে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমি আনছারদের এক মেয়েকে বিবাহ করতে চাই। তিনি বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কারণ আনছার মহিলাদের চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম হা/১৪২৪, মিশকাত হা/৩০৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮)*। তিনি আরো বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পাত্রীকে প্রস্তাব দিবে সম্ভব হ'লে সে যেন পাত্রীকে দেখে। যা বিবাহের জন্য সহায়ক হবে *(আবুদাউদ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৩১০৬; ছহীহাহ হা/৯৯)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাত্রী দর্শনে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩১০৭; ছহীহাহ হা/৯৬)*। সুতরাং বিবাহের উদ্দেশ্যে ছবি দেখা জায়েয। তবে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন- ছবি শারঈ পর্দার সীমারেখা মেনে হ'তে হবে এবং ছবি অন্য কোন গায়ের মাহরাম ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না *(আওনুল মা'বূদ ৬/৬৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : মোবাইলে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ১ বছর পর দেশে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে পুনরায় বিবাহ করতে হবে কি?

-সোহরাব হোসাইন
আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব।

উত্তর : পুনরায় বিবাহ করতে হবে না। প্রথম বিবাহই যথেষ্ট *(মুগনী ৫/৬৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/৯০)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : ঘরে কোন বই বা পত্র-পত্রিকার ভিতরে বা বাইরে যদি মানুষ বা প্রাণীর ছবি থাকে, তাহ'লে সেই ঘরে ছালাত হবে কি?

-গোলাম রহমান, বরিশাল।

উত্তর : ঘরে কোন প্রাণীর ছবি টাঙিয়ে রাখা যাবে না। কারণ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তবে ছবি যদি বইয়ের ভিতরে থাকে বা কোন কিছু দ্বারা ঢেকে রাখা হয় বা জীবের অবয়ব মুছে ফেলা হয় তাহ'লে সে ঘরে ছালাত আদায়ে কোন দোষ নেই। আর এরূপ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশেও বাধা নেই *(বুখারী হা/২১০৫; মিশকাত হা/৪৪৯২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/১৭৯)*। উল্লেখ্য যে, কারো ছবিমুক্ত ঘর না থাকলে বা পরিবেশ না পেলে দৃষ্টি নত করে উক্ত ঘরেই ছালাত আদায় করবে। এতে ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : মসজিদে যাওয়ার পথে অপবিত্র পানি অতিক্রম করে যেতে হয়। সবসময় পা ধোয়ারও উপায় থাকে না। এমতাবস্থায় পা না ধুয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ইমরান ফরহাদ, রাজশাহী।

উত্তর : অপবিত্র পানি বা তরল কোন বস্তু শরীরে বা কাপড়ে লেগে গেলে সিক্ত স্থান সাধ্যমত ধুয়ে ছালাত আদায় করবে। তবে এতে ওযূ নষ্ট হবে না *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২৫৩)*।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : নানা অসুবিধার কারণে তাহাজ্জুদের ছালাত নিয়মিতভাবে আদায় করা সম্ভব হয় না। এভাবে অনিয়মিত হলে গুনাহ হবে কি?

হানযালা, খুলনা।

উত্তর : 'তাহাজ্জুদ শুরু করলে আর ছাড়া যাবে না এবং ছাড়লে গুনাহ হবে' মর্মে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন। তবে নিয়মিত পড়াই উত্তম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমরা রাতের ছালাত ছেড়ে দিয়ো না। কারণ রাসূল (ছাঃ) এ ছালাত ছাড়তেন না। যখন তিনি অসুস্থ বা দুর্বল বোধ করতেন তখন তা বসে আদায় করতেন *(আহমাদ হা/২৬১৫৭; আবুদাঊদ হা/১৩০৭, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল তাই, যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয় *(বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২)*।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

ভর্তি ফরম বিতরণ : ২রা ডিসেম্বর হ'তে ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

ক্লাস শুরু
৬ই জানুয়ারী
২০২৪, শনিবার

ভর্তি পরীক্ষা : ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩, শনিবার, সকাল ৯-টা।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩, রবিবার।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ শিশু শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৫৮-৮৮৬২৬৭৮, ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯, ০১৭৬৭-৫১৪৬৫১

MADRASAH DARUS SALAM
মাদরাসা দারুস সালাম

MADRASAH DARUS SALAM
মাদরাসা দারুস সালাম

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আদর্শ মুসলিম নর-নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

■ আবাসিক ■ অনাবাসিক
■ ডে-কেয়ার

ভর্তি চলছে

আমাদের আয়োজন

- কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের বিশুদ্ধ আমলের প্রশিক্ষণ।
- তাহফীযুল কুরআনিল কারীমসহ সমন্বিত ইসলামী ও জেনারেল শিক্ষার সু-ব্যবস্থা।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ
- সার্বক্ষণিক আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা।
- সেমিস্টার ভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা।
- মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে সবুজ-শ্যামল খোলামেলা, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ।
- অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ।
- আধুনিক ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিভাইস এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত-করণ।

সাফল্যের ২য় বর্ষে

ভর্তি কার্যক্রম : ১লা ডিসেম্বর ২০২৩ হ'তে শুরু।
ক্লাস শুরু : ১লা জানুয়ারী ২০২৪, সোমবার।

বিভাগ সমূহ ■ বালক ■ বালিকা

- হিফযুল কুরআন বিভাগ
- ইসলামী শিক্ষা বিভাগ (শিশু-৮ম শ্রেণী)
- আরবী ভাষা শিক্ষা বিভাগ

যোগাযোগ : ঠিকানা: কোঁয়ার, লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৩৩০ ০০ ৯০ ৯১ -৯৯

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান : আবুল হাসেম বিন আবদুর রহমান
অধ্যক্ষ : শায়খ আব্দুল্লাহ আল-মামূন সালাফী

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ডিসেম্বর ২০২৩-জানুয়ারী ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ডিসেম্বর	১৬ জুমাঃ উলাঃ	১৬ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০৪	০৬:২৩	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
০৩ ডিসেম্বর	১৮ জুমাঃ উলাঃ	১৮ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৫	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	২০ জুমাঃ উলাঃ	২০ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৬	০৬:২৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	২২ জুমাঃ উলাঃ	২২ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৮	০৬:২৭	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	২৪ জুমাঃ উলাঃ	২৪ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০৯	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	২৬ জুমাঃ উলাঃ	২৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:১০	০৬:৩০	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	২৮ জুমাঃ উলাঃ	২৮ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১১	০৬:৩১	১১:৫২	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	০১ জুমাঃ আখের	৩০ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:১২	০৬:৩৩	১১:৫৩	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৪
১৭ ডিসেম্বর	০৩ জুমাঃ আখের	০২ পৌষ	রবিবার	০৫:১৩	০৬:৩৪	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৩৫
১৯ ডিসেম্বর	০৫ জুমাঃ আখের	০৪ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:১৪	০৬:৩৫	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৬	০৬:৩৬
২১ ডিসেম্বর	০৭ জুমাঃ আখের	০৬ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:১৬	০৬:৩৬	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৭	০৬:৩৭
২৩ ডিসেম্বর	০৯ জুমাঃ আখের	০৮ পৌষ	শনিবার	০৫:১৭	০৬:৩৭	১১:৫৭	০২:৫৭	০৫:১৮	০৬:৩৮
২৫ ডিসেম্বর	১১ জুমাঃ আখের	১০ পৌষ	সোমবার	০৫:১৭	০৬:৩৮	১১:৫৮	০২:৫৮	০৫:১৯	০৬:৩৯
২৭ ডিসেম্বর	১৩ জুমাঃ আখের	১২ পৌষ	বুধবার	০৫:১৮	০৬:৩৯	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:২০	০৬:৪০
২৯ ডিসেম্বর	১৫ জুমাঃ আখের	১৪ পৌষ	শুক্রবার	০৫:১৯	০৬:৩৯	১২:০০	০৩:০১	০৫:২১	০৬:৪১
৩১ ডিসেম্বর	১৭ জুমাঃ আখের	১৬ পৌষ	রবিবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০১	০৩:০২	০৫:২২	০৬:৪২
০১ জানুয়ারী	১৮ জুমাঃ আখের	১৭ পৌষ	সোমবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০২	০৫:২৩	০৬:৪৩
০৩ জানুয়ারী	২০ জুমাঃ আখের	১৯ পৌষ	বুধবার	০৫:২১	০৬:৪১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৪
০৫ জানুয়ারী	২২ জুমাঃ আখের	২১ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২২	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৫
০৭ জানুয়ারী	২৪ জুমাঃ আখের	২৩ পৌষ	রবিবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৪	০৩:০৬	০৫:২৭	০৬:৪৭
০৯ জানুয়ারী	২৬ জুমাঃ আখের	২৫ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৮	০৬:৪৮
১১ জানুয়ারী	২৮ জুমাঃ আখের	২৭ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৪৯
১৩ জানুয়ারী	৩০ জুমাঃ আখের	২৯ পৌষ	শনিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:১০	০৫:৩১	০৬:৫০
১৫ জানুয়ারী	০২ রজব	০১ মাঘ	সোমবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১১	০৫:৩২	০৬:৫২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-২	-২	-১
গাযীপুর	+১	০	-১	-১	০
শরীয়তপুর	০	+১	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	-১	০
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+১	০	+২
কিশোরগঞ্জ	০	-১	-৩	-৩	-২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	০	-১	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+২	+২	+২
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩	+৪
ফরিদপুর	+২	+৩	+২	+২	+৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৪	+২	-১	-২	০
ময়মনসিংহ	+২	০	-২	-৩	-১
জামালপুর	+৪	+২	০	-১	+১
নেত্রকোণা	+১	-১	-৩	-৪	-২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৬
সাতক্ষীরা	+৪	+৬	+৭	+৭	+৭
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৮
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৬	+৭
কুষ্টিয়া	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৫
খুলনা	+২	+৪	+৫	+৫	+৫
বাগেরহাট	+১	+৩	+৪	+৪	+৫
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৬

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+৩	+৩
পটুয়াখালী	-১	+১	+২	+৩	+৩
পিরোজপুর	০	+২	+৩	+৪	+৪
বরিশাল	-১	+১	+২	+২	+২
ভোলা	-২	-১	+১	+১	+১
বরগুনা	-১	+২	+৪	+৪	+৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+১	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৫
বগুড়া	+৬	+৪	+২	+১	+৩
রাজশাহী	+৮	+৮	+৬	+৬	+৭
নাটোর	+৭	+৬	+৪	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৮	+৬	+৩	+৩	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৭	+৭	+৮
নওগা	+৮	+৬	+৪	+৩	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১১	+৮	+৩	+২	+৪
দিনাজপুর	+১০	+৭	+৩	+৩	+৫
লালমণিরহাট	+৭	+৪	০	-১	+১
নীলফামারী	+১০	+৭	+২	+২	+৪
গাইবান্ধা	+৬	+৪	০	০	+২
ঠাকুরগাঁও	+১১	+৮	+৩	+৩	+৫
রংপুর	+৮	+৫	+১	০	+২
কুড়িগ্রাম	+৬	+৩	-১	-১	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩	-২
ফেনী	-৫	-৪	-৩	-৩	-২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-২	-৩	-৪	-৩
রাঙ্গামাটি	-৮	-৭	-৫	-৫	-৫
নোয়াখালী	-৪	-২	-১	-১	-১
চাঁদপুর	-১	-১	০	-১	০
লক্ষ্মীপুর	-৩	-১	-১	-১	০
চট্টগ্রাম	-৭	-৫	-৪	-৩	-৩
কক্সবাজার	-৯	-৬	-৩	-২	-২
খাগড়াছড়ি	-৭	-৬	-৫	-৫	-৫
বান্দরবান	-৯	-৭	-৫	-৪	-৫

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৪	-৫	-৮	-৯	-৭
মৌলভীবাযার	-৪	-৫	-৭	-৭	-৬
হবিগঞ্জ	-৩	-৪	-৫	-৬	-৪
সুনামগঞ্জ	-২	-৪	-৭	-৭	-৫

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮।
দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।

শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে।

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

নতুন আঙ্গিকে 'বেলী ফুল' তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউন্ড রুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে তার যাত্রা শুরু করেছে।

- **প্রথম শাখা :** আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
- **দ্বিতীয় শাখা :** গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
- **তৃতীয় শাখা :** রেল মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
- **চতুর্থ শাখা :** রেলওয়ে মার্কেট, ২২/২৩ , রেলগেট রাজশাহী।
- **পঞ্চম শাখা ও প্রধান কার্যালয় :** প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
- **ষষ্ঠ শাখা :** হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, চন্দ্রিমা থানা, রাজশাহী।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শাখার শীঘ্রই উদ্বোধন হবে

নুছরাহ্

Nusrah

nusrahoffice@gmail.com
01330-303023, 01330-303024

আমাদের সেবা সমূহ

- প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট।
- মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট।
- ই-কমার্স ইকোসিস্টেম।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন এডুকেশন সহ সকল প্রকার শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন।
- নিউজ পোর্টাল, মাসিক ম্যাগাজিন, সম্পূর্ণ কাস্টমাইজড পার্সোনাল পোর্টফোলিও ও মাল্টিমিডিয়া সাইট।
- ডেস্কটপ বেজড একাউন্টিং ,পজ, সেলস, লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার।
- ডোমেইন হোস্টিং সার্ভিস। ● ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস।

নুছরাহ্ আইটি কেয়ার
www.nusrahitcare.com

- সকল প্রকাশনীর ইসলামিক বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
- কম্পিউটার ও মোবাইল এক্সেসরিজ।
- প্রিওনড ল্যাপটপ ও নোটবুক।
- শিক্ষা উপকরণ ও অফিস স্টেশনারী।
- হজ্জ এবং ওমরার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী।
- ঘি, মধু, সরিষার তেল সহ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
- মৌসুমী ফল, আঁখ ও খেজুরের গুড় সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

নুছরাহ্ শপ
www.nusrahshop.com

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান টিকিট।
- নিয়মিত ওমরাহ্ প্যাকেজ। (কাস্টমাইজড, কর্পোরেট, ফ্যামিলি, গ্রুপ)
- অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা হজ্জ প্রশিক্ষণ ও সম্পাদনা।
- কাস্টমাইজড ট্যুর প্যাকেজ।
- ভিসা প্রসেসিং। ● হোটেল বুকিং।
- মেডিকেল ট্যুরিজম। ● ট্যুরিস্ট গাইড।
- ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।
- স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং।

নুছরাহ্ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস
www.nusrahtravels.com

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য সদ্য প্রকাশিত বর্ণমালা সিরিজ

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী আমল পূর্বক ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি লাভ

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক / অনাবাসিক)

বালক শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
বালিকা শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে ৫ শ্রেণী পর্যন্ত।

বিঃ দ্রঃ একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডিং ফি ফ্রি থাকবে।

শর্তাবলী

১. প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
৩. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফি পরিশোধ করতে হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১. **ভর্তি ফরম বিতরণ :** ১লা-৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩।
২. **ভর্তি পরীক্ষা :** ২রা জানুয়ারী ২০২৪।
৩. **ক্লাস শুরু :** ৬ই জানুয়ারী ২০২৪।

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
২. শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
৩. বোর্ড পরীক্ষার শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
৪. আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা তত্ত্বাবধান।
৫. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৬. সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৭. ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
৮. প্রত্যহ মাগরিব ছালাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত নৈশ কোচিং-এর ব্যবস্থা।

যোগাযোগ : বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। বি-ব্লক ক্যান্টনমেন্ট হ'তে অর্ধ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্বে।
মোবাইল : ০১৭৬৭-৩৩৫৫৮৯ (অফিস), ০১৭৩৬-৭৫৩৭৪০ (মুহতামিম)।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 3, December 2023

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০